উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

স্মৃতির মিনার থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আঙিনা— সময় পালটালেও মায়ের ভাষার আবেগ ফুরিয়ে যায় না। আজকের যান্ত্রিক যুগেও অমর একুশের প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। এক ডজন কবিতার স্পন্দনে আমাদের প্রাণের ভাষাকে নতুন করে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা।

শব্দশিকড়

১৫ থেকে ১৭-র পাতায়

৫০ লক্ষ ভোটারের নথি যাচাই বাকি ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
৩০° সর্বোচ্চ / ১৪° সর্বনিম্ন	২৯° সর্বোচ্চ / ১২° সর্বনিম্ন	৩০° সর্বোচ্চ / ১৩° সর্বনিম্ন	২৫° সর্বোচ্চ / ১৪° সর্বনিম্ন

আজ থেকেই যুবসাথীর আবেদন ৫

বই লিখতে বিধিনিষেধের প্রস্তাব
নারাভানে বিতর্কের জের ৯

২ ফাল্গুন ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 15 February 2026 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 267

রবিবার মুখোমুখি হবে পাকিস্তান। তার আগে খোশমেজাজে বুমরাহরা।

বাইশ গজে আজ ‘স্নায়ুযুদ্ধ’

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ICC MEN'S T20 WORLD CUP INDIA & SRI LANKA 2026

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলম্বো, ১৪ ফেব্রুয়ারি : ঘড়ির কাঁটায় তখন বেলা বারোটা। কলম্বোর ক্ষেত্তরামা রোড থেকে বাঁদিকে ঘুরে আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামের গেটের সামনে টুকটুক (অটোর স্থানীয় নাম) থেকে নামতেই দেখা মধ্যমগ্রামের ভাস্কর দাসের সঙ্গে। হন্যে হয়ে ঘুরছেন। যাঁকে পাচ্ছেন, তাঁকেই জিজ্ঞাসা করছেন- মহারণের একটা টিকিট হবে? কলকাতা থেকে তিনদিন আগে এসেছেন, কিন্তু ছয় বন্ধুর গ্রুপের হাতে টিকিট নেই। সাংবাদিকের মুখে ‘অল টিকিট সোল্ডআউট’ শুনে প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা তাঁর!

শুধু মধ্যমগ্রামের ভাস্কর নন, লাহোর, করাচি, দুবাই থেকে দোহা- দ্বীপরাষ্ট্রে এখন শুধুই টিকিটের হাহাকার। কলম্বোর ভ্যাপসা গরম, টিকিটের জন্য এই উন্মাদনা, আর ভারত-পাক ম্যাচের রাজনৈতিক উত্তাপ- প্রেমাদাসার প্রেস বক্সে বসে এদের আলাদা করা দায়। পক প্রণালী পেরিয়ে শ্রীলঙ্কার এই দ্বীপে পা রাখার পর থেকেই অনুভব করছি, রাজনৈতিক বরফ কিছুটা গললেও, বাইশ গজের স্নায়ুযুদ্ধ এখন তুঙ্গে।

রবিবার ফ্লাডলাইটের নীচে যখন দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মুখোমুখি হবে, তখন কলম্বোর আকাশে ভাসছে জোড়া আশঙ্কা- একদিকে পাকিস্তান দলের আনপ্রেডিক্টেবল ক্রিকেট, আর অন্যদিকে বঙ্গোপসাগরের কালো মেঘ।

বৃষ্টির ভ্রূকুটি কিন্তু বেশ ভালোই। স্থানীয় আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, ম্যাচের সময় হানা দিতে পারে বৃষ্টি। আজ সন্ধে ছয়টা নাগাদ যখন মূল স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়া অনুশীলন শুরু করল,

এরপর চোদ্দোর পাতায়

জন্মদিবসে প্রায় বিস্মৃত মনীষীর জন্মভিটা

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গজুড়ে যখন আলোকসজ্জা, মাল্যদান আর স্মরণসভায় মুখর মনীষী পঞ্চানন বর্মার জন্মজয়ন্তী, তখন খলিসামারির এক কোণে সময় যেন অন্য গল্প বলছে। যে মাটির ঘরে জন্মেছিলেন রাজবংশী সমাজ জাগরণের এই পথিকৃৎ, তাঁর জন্মভিটা আজ ইতিহাসের অতলে বিস্মৃত।

শীতলকুচি ব্লকের খলিসামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চানন বর্মার স্মৃতিবিজড়িত জন্মভিটায় ঢুকতেই চোখে পড়ে মরচে ধরা টিনের চালা, ঘুণপোকায় ক্ষতবিক্ষত কাঠের বেড়া, কোথাও আবার অস্থায়ীভাবে তালি মারা টিন। ভেতরে বসবাস করছেন তাঁর উত্তরসূরিরা। সামনেই প্রতিকৃতিতে মালা দেওয়া, জ্বলছে ধূপ ও প্রদীপ, কয়েকটি চেয়ার পাতা- যাঁরা আসবেন তাঁদের বসার জন্য। শ্রদ্ধা আছে, আবেগ আছে, কিন্তু নেই সংরক্ষণের নিশ্চয়তা। দূরদূরান্ত থেকে আগত দর্শনার্থীরা বাড়িটির বর্তমান অবস্থা দেখে বিস্মিত- যাঁর নাম ভুবনজোড়া তাঁর জন্মভিটা এত অনাদরে কেন?

জন্মভিটার পাশেই বাম আমলে নির্মিত পঞ্চানন বর্মা সংগ্রহশালা। বর্তমানে সেখানে চলছে পঞ্চানন

এরপর চোদ্দোর পাতায়

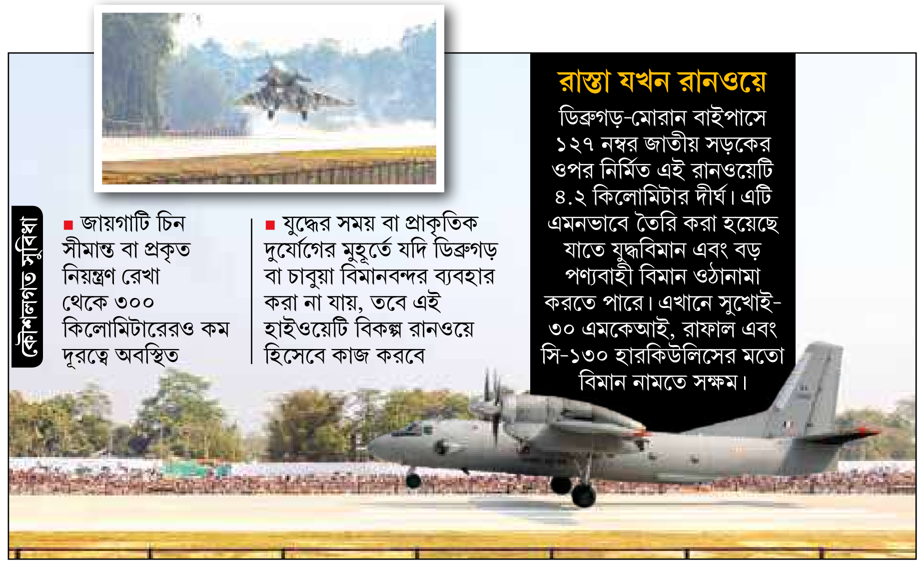

গুন্ডামির প্রতিবাদে সরব তৃণমূল

প্রহৃত ব্যবসায়ী, অভিযুক্ত বিজেপি

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ১৪ ফেব্রুয়ারি : জমি কেনাবেচা নিয়ে প্রতারণার অভিযোগ তুলে টাকা ফেরত চাইতেই ব্যবসায়ীর কপালে জুটল লাঠির বাড়ি। গুরুতর জখম অবস্থায় আক্রান্ত ব্যবসায়ী সহ তাঁর দুই সঙ্গী বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিযোগ উঠেছে, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এলাকার এক বিজেপি নেতা ও তাঁর দলবল এই হামলা চালিয়েছেন। প্রকাশ্য বাজারে বাঁশ ও লাঠি নিয়ে মারধরের দৃশ্য সমাজমাধ্যমে ভাইরাল (যদিও সেই ভাইরাল ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) হওয়ায় শুক্রবার সন্ধ্যায় তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের চামটা এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

বিষয়টি জানাজানি হতেই বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে সরব হয় তৃণমূল কংগ্রেস। রীতিমতো মিছিল করে বিজেপি নেতার ‘গুন্ডামি’র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান শাসকদলের নেতা-কর্মীরা। এদিকে, আক্রান্ত ব্যবসায়ী নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কায় পুলিশের দ্বারস্থ হন। গোটা ঘটনার বিস্তারিত জানিয়ে পুলিশে অভিযোগ করেন। তুফানগঞ্জ এসডিপিও কান্নেধারা মনোজ কুমার জানিয়েছেন, ‘অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্ত পলাতক। তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।’

জমি কেনাবেচাকে ঘিরে বছর দুয়েক আগে ঘটনার সূত্রপাত। বক্সিরহাটের বালাকুঠির বাসিন্দা প্রকাশ দাস পেশায় ব্যবসায়ী। তুফানগঞ্জের চামটা এলাকায় তাঁর সিমেন্ট গোডাউন রয়েছে। কর্মসূত্রে তাঁর পরিচয় হয় ওই এলাকার জমির কারবারি তথা বিজেপির তুফানগঞ্জ-১ মণ্ডলের প্রাক্তন অঞ্চল প্রমুখ অভিনন্দন বর্মনের সঙ্গে। রাস্তার ধারের একটি জমি কেনার জন্য অভিনন্দনকে প্রায় ৫৫ লক্ষ টাকা দেন প্রকাশ। পরবর্তীতে জমির রেজিস্ট্রিও সম্পন্ন হয়। অভিযোগ, নির্মাণকাজ শুরু করতে গিয়ে প্রকাশ জানতে পারেন, যে জমি দেখানো হয়েছিল তার বদলে অন্য একটি কম মূল্যের জমি তাঁর নামে রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। এই বিষয়ে প্রতিবাদ জানালে অভিযুক্ত নেতা তাঁকে আশ্বাস দেন, ওই জমির দখল তাঁকে পাইয়ে দেওয়া হবে।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

একতরফা ঘনিষ্ঠতা নয়, অকপট তারেক

এএইচ ঋদ্ধিমান

ঢাকা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : কার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা? ভাবী প্রধানমন্ত্রীর কথা যদি সত্যি হয়, তবে চিন বা পাকিস্তানের ছায়ায় আর থাকবে না বাংলাদেশ। ভারতের সঙ্গে সম্পর্কও শর্তহীন নয়। ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ স্লোগান দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তারেক রহমানের লক্ষ্য হল, ‘বাংলাদেশ ফার্স্ট।’ রেকর্ড আসনে নিরঙ্কুশ জয়ের পর তাঁর রোডম্যাপ শনিবার স্পষ্ট করে দিলেন বিএনপি’র চেয়ারম্যান।

তাঁর কথায়, ‘কৌশলগত স্বাধীনতা বজায় রাখবে বাংলাদেশ। কারও প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব করব না।’ মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার একইসঙ্গে পাকিস্তান ও চিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছিল। ভারতের সঙ্গে প্রায় প্রতি পদে সম্পর্কে জটিলতা তৈরি হচ্ছিল। ফলে ভোটে বিপুল জয়ের পর প্রথম সাংবাদিক বৈঠকে তারেক কী বলেন, তা জানতে ভারত তো বটেই, গোটা বিশ্বের কৌতূহল ছিল।

মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগে তারেককে অভিনন্দন জানিয়ে একসঙ্গে কাজ করার বার্তা দিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। খালেদা-পুত্র কিন্তু বুঝিয়ে দিলেন, বিএনপি সরকারের বিদেশনীতি কোনওক্রমেই ভারতঘেঁষা হবে না। তবে তিনি এটাও স্পষ্ট করেছেন যে, চিন এবং পাকিস্তানঘেঁষা বিদেশনীতিও তাঁর নাপসন্দ।

কূটনীতিতে ভারসাম্যের বার্তা দিয়ে বিএনপি চেয়ারপার্সনের কথায়, ‘আমার সরকারের বিদেশনীতিতে সবার আগে স্থান দেওয়া হবে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থকে। সেই স্বার্থকে সামনে রেখেই দেশের বিদেশনীতি নির্ধারিত হবে।’ শেখ হাসিনা সরকারের সময় বাংলাদেশ চিনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ প্রকল্পের শরিক হচ্ছিল।

তারেক কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসার আগেই জানিয়ে দিলেন, ‘দেশের স্বার্থের সঙ্গে আপস করে কিছু হবে না। ওই প্রকল্প আমাদের দেশের অর্থনীতির জন্য কতটা লাভজনক, তা খতিয়ে দেখে তারপর আমরা সিদ্ধান্ত নেব।’ যদিও তিনি বলেন, ‘চিন আমাদের বন্ধু দেশ। আশা করি, ভবিষ্যতে আমরা

একসঙ্গে কাজ করব।’

ঢাকার একটি বিলাসবহুল হোটেলে শনিবার দেশ-বিদেশের সাংবাদিকদের উপচে পড়া ভিড়ের মধ্যে সাংবাদিক বৈঠকে তারেকের কথায় বারবারই আসে বাংলাদেশের স্বার্থ সবার আগে। যাতে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, হাসিনাকে ভারত থেকে প্রত্যর্পণের দাবি হোক বা তিস্তা-গঙ্গার জলবণ্টন নিয়ে বাংলাদেশ নিজের অবস্থান নিয়ে আপস করবে না।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

পাত্র চাই

■ পাত্রী ক্ষত্রিয়, রাজবংশী, 32/6'-4", H.S. Pass, সেলাই জানা আছে। সরকারি কর্মচারী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 8653848937. (M/G)

■ মাঙ্গলিক, 31+, মেষ রাশি, দেবগণ, কায়স্থ, স্কুল শিক্ষিকা, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য উদারমনস্ক পাত্র চাই। (M) 7319499511. (C/113689)

■ পাত্রী সুন্দরী, 31, B.Sc. (Hons.), একমাত্র কন্যা, অর্থনৈতিক স্বনির্ভর, ভ্রমণ পিপাসু, পরিবেশপ্রেমী, সংস্কৃতিমনস্ক। সমমনস্ক, শিক্ষিত, সুভদ্র, অর্থনৈতিক স্বনির্ভর, নেশাহীন পাত্র চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। 9064605728. (C/120528)

■ কায়স্থ, 31+/5'-2", B.A. Pass, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, পাত্রীর জন্য চাকরি/ব্যবসায়ী, শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন সুপাত্র কাম্য। (M) 9749110901. (C/120531)

■ পাত্রী ব্রাহ্মণ, 25/5'-2", M.A. পাশ, ফর্সা, সুন্দরী, একমাত্র কন্যা, ডাক্তার/ব্যাংক/রেল, উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার পাত্র কাম্য। (M) 9641274770. (P/S)

■ দিনহাটা নিবাসী, কায়স্থ, ২৫/৫'-৩", বিএ, ডিএলএড, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য উঃ বঃ নিবাসী, সঃ চাঃ পাত্র চাই। (M) 9635580368, 9775000733. (C/120568)

■ বারুজীবী, 35/5', M.A., B.Ed., আলিপুরদুয়ার নিবাসী, প্রাইভেট কোম্পানিতে কর্মরতা পাত্রীর জন্য ব্যবসায়ী/সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 9563246996. (C/120126)

■ অবসরপ্রাপ্ত (সঃ) পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান, পাত্রী 5'-2", B.A., Comp. (Dip.), 30 বৎসর, পাত্রীর জন্য কেবলমাত্র শিলিগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত চাকরিজীবী পাত্র চাই। ঘরজামাই অগ্রগণ্য। Mob : 9434352445. (C/120575)

■ পাত্রী B.A., Eng.(H), 36/5', SC, SBI স্থায়ী কর্মী। এক বোন। পিতা অবসরপ্রাপ্ত SBI কর্মী। মা গৃহিণী। চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/119772)

■ কায়স্থ (বিশ্বাস), 30/5'-2", গ্র্যাজুয়েট, পিতা-মাতার একমাত্র কন্যা, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য ব্যবসায়ী/চাকরিজীবী যে কোনও কাস্টের পাত্র চাই। (M) 7699439621. (C/120125)

■ নমশূদ্র, 27/5'-2", উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, M.A. (Beng. Hons.), D.El.Ed., B.Ed., পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। Ph.No. 9647140329. (C/119561)

■ কায়স্থ, 30, M.A., B.Ed., Pvt. School-এ কর্মরতা পাত্রীর জন্য সঃ/বেঃসঃ/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্র কাম্য। (ঘটক/ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন)। Mob.No. 8250529630. (C/120576)

■ পাত্রী শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ 'দে', বয়স 29/5', ফর্সা, সুশ্রী, কর্মরত পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 35 বছরের ব্যবসায়ী/সরকারি/বেসরকারি পাত্র কাম্য। ঘটকরা যোগাযোগ করবেন না। কল-7001636408 (সময় 10 A.M. - 12 P.M.). (C/120590)

■ বৈদ্য, 35/5'-2", M.A. (English), B.Ed., পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। মালদা-9064612674. (C/120579)

■ কায়স্থ, কোচবিহার নিবাসী, 25+/5'-3", ফর্সা, সুশ্রী, M.A., B.Ed., পিতা অবসরপ্রাপ্ত। উচ্চপদস্থ চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 7001270549. (C/119553)

■ সেন, 28+/5'-1", M.Sc. (Math), B.Ed., অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা পিতা-মাতার Post Office (GDS)-এ চাকরিরতা কন্যার জন্য বারুজীবী/কায়স্থ, সঃ চাকরিরত পাত্র কাম্য। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 9733238609 (W). (C/120128)

■ 37, ডিভোর্সি, হাইস্কুল টিচার, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। +919732855401. (C/120584)

■ সরকার, নমশূদ্র, দেবারিগণ, জলপাইগুড়ি নিবাসী, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা, 27/4'-9", পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, অনূর্ধ্ব 35 পাত্র কাম্য। 7478347182. (C/120589)

■ কায়স্থ, 25+, B.A., B.Ed., I.C.D.S-এ কর্মরতা, ফর্সা, সুমুখশ্রী পাত্রীর সরকারি চাকুরে, কায়স্থ পাত্র কাম্য। (M) 896762935, (6-10 P.M.). (S/C)

■ Gen., 28/5'-3", M.A., B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী, ভদ্র পাত্রীর জন্য ভদ্র পরিবারের সুপ্রতিষ্ঠিত ভদ্র পাত্র চাই। সত্বর বিবাহ। Mob : 8597635530. (C/120272)

■ ব্রাহ্মণ, 36+/5'-4", বাংলা (এমএ), বাৎসব গোত্র, দেবারিগণ, ফর্সা, সুশ্রী, একমাত্র কন্যার জন্য শিক্ষিত, যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 8101308869. (C/120269)

■ Gen., 29/5'-3", B.A., D.El. Ed., সুশ্রী, দেবারি, একমাত্র কন্যা। পিতা রিটায়ার্ড সঃ অফিসার। নিজস্ব বাড়ি। উপযুক্ত সঃ/বেঃ চাকুরে পাত্র চাই। রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, মালদা, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9775409060. (C/120599)

পাত্র চাই

■ পাত্রী শীল, 34+/5', B.Tech., উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, নরগণ, বৃষ রাশি, একমাত্র কন্যা, জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, শিক্ষিত, অনূর্ধ্ব 40 পাত্র চাই। SC/ST এবং দেবারিগণ চলিবে না। (M) 9933363355. (C/120258)

■ ব্রাহ্মণ, ২৯/৫'-৮", ফর্সা, M.A. পাশ, চাকরিরতা পাত্রীর জন্য অভিজাত পরিবারের জলপাইগুড়ি বা সংলগ্ন সরকারি চাকুরে বা ব্যবসায়ী স্বঃ/অসঃ পাত্র চাই। (M) 8170979637, 9547801089, ফোন করুন সন্ধে ৬-৯টা, রবিবার সারাদিন। (C/120265)

■ ব্রাহ্মণ, ৩২, শিক্ষিকা, চাকরিজীবী সরকারি পাত্র কাম্য। উঃ বঙ্গ কাম্য। কায়স্থ, বৈদ্য হবে। অভিভাবক কথা বলবেন। 9531626473, 7602984785. (C/120264)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, নমশূদ্র, 27/5'-7", ফর্সা, GNM, Sr. Nurse, কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার পদে কর্মরত। সরকারি চাকরিরত, স্বর্বণ/অসবর্ণ পাত্র চাই। উত্তরবঙ্গ, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। Mob : 9635564218, 9932593560. (C/120263)

■ SC, নমশূদ্র, 29, M.Sc., B.Ed., ইংরেজি-মাধ্যম স্কুল শিক্ষিকা, চাকরিজীবী সুপাত্র কাম্য। 9635036620. (C/120271)

■ কায়স্থ, 33/5'-3", M.A. (Double), D.El.Ed., সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রীর জন্য চাকরি/সুপ্রতিষ্ঠিত উপযুক্ত সুযোগ্য পাত্রই কাম্য। (M) 9382188298. (C/120593)

■ পাত্রী কায়স্থ, শিলিগুড়ি নিবাসী, একমাত্র কন্যা, সুশ্রী, ফর্সা, 26/5'-2", M.Tech. পাশ, অন্যরাজ্যে MNC কর্মরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার, নিজস্ব ব্যবসা ও বাড়ি, মাতা গৃহবধূ। উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9547618107. (C/120441)

■ জলঃ, কায়স্থ, 34/5'-4", প্রাঃ শিক্ষিকা, এক কন্যা 10 বছর সহ সুন্দরী পাত্রীর প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই (বিপত্নীক চলিবে)। (M) 9064577190, 7384174011. (C/120275)

■ কায়স্থ, 27/5'-3", B.A., Eng. (H), B.Ed., পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 33, চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। ঘটক/ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। অভিভাবক যোগাযোগ করুন। (M) 8250267984. (B/S)

পাত্র চাই

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯/৫'-৬", ফর্সা, একমাত্র সন্তান, B.Tech. (ECE), ব্যাংক অফিসার পাত্রীর জন্য সমতুল্য পাত্র চাই। (M) 8777385252, 9433791599, উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (C/120702)

■ পাত্রী SC, 28+/5', M.A., D.El.Ed., ফর্সা, সুশ্রী, স্কুলে কর্মরতা (চুক্তিভিত্তিক), অনূর্ধ্ব 33 বছরের, সরকারি চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। অসবর্ণ চলিবে। (M) 9907332778. (P/S)

■ দাস, 30/5', বিকম, গৃহশিক্ষিকা, পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ি নিবাসী, সঃ/বেঃ সঃ চাকরিরত উপযুক্ত পাত্র চাই। 8509188126. (C/120707)

■ পাত্রী বালুরঘাট নিবাসী, কূর্মী (মাহাতো), 29/5'-3", সুশ্রী, ফর্সা, M.Sc. (Zoology), B.Ed., সংগীতজ্ঞা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। স্বঃ/অসবর্ণ, শিক্ষিত, চাকরিজীবী/ব্যবসায়ী, উপযুক্ত পাত্র কাম্য। মাহাতো অগ্রগণ্য। মোঃ 8918948150. (C/120710)

■ ব্রাহ্মণ, 25/5'-1", B.A. পাশ, সংগীতজ্ঞা কন্যার জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। যোগাযোগ-9735023557. (A/B)

■ ডাক্তার পাত্রী, MD (Psychiatry), জেনারেল কাস্ট, 34/5'-2", বর্তমানে Govt. মেডিক্যাল কলেজে Senior Resident পদে কর্মরতা, পিতা Rtd. সেন্ট্রাল গভঃ অফিসার, মাতা Rtd. কলেজের প্রফেসর, একমাত্র দিদি Gyneocologist (বিবাহিতা), জেনারেল কাস্ট, উপযুক্ত ডাক্তার (MD/MS/DM/MCh) 38 বৎসরের মধ্যে পাত্র চাই। কলিকাতা অগ্রগণ্য। Mb,W/App : 8902199730, 9474879879. (C/120445)

■ কায়স্থ, ২৭+/৫'-৩", M.Tech., একমাত্র কন্যা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, Private Bank কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী, অনূর্ধ্ব ৩৩ পাত্র কাম্য। (M) 9475541964. (C/120712)

■ কায়স্থ, জলপাইগুড়ি নিবাসী, কুণ্ডু, 27/5'-2", নম্র, ভদ্র, সুশ্রী, M.A. (Eng.), B.Ed., চুক্তিভিত্তিক শিক্ষিকা, একমাত্র কন্যা। পিতা ব্যবসা, মাতা হাইস্কুল শিক্ষিকা। উদারমনস্ক, সঃ/বেসঃ চাকরিজীবী সুপাত্র কাম্য। অসবর্ণ চলিবে। (M) 9002665112, 7063006721. (C/120280)

পাত্র চাই

■ WB, Malda, কায়স্থ, বয়স-27/5'-3", কন্যা রাশি, সুশ্রী, গ্র্যাজুয়েট পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 35 বছর, নিজস্ব বাসস্থান রয়েছে এমন সুযোগ্য পাত্র চাই। যোগাযোগ-7908453390. (C/120443)

■ সাহা, 22/5'-2", B.A. পাশ, পরমাসুন্দরী, পিতা ব্যবসায়ী, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। 8016232769. (C/120444)

■ কায়স্থ, ২৭+/৫'-১", ফর্সা, সুশ্রী, B.A., Eng.(H), B.Ed., শিক্ষিকা (সারদা), মাথাভাঙ্গা সংলগ্ন চাকুরে/প্রঃ ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9733146293. (C/120444)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 24, ফর্সা, সুন্দরী, M.Sc., B.Ed., কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 9382435745. (C/120444)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ২৮, M.Sc., এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। 9832125114. (C/120444)

■ উঃ দিনাজপুর নিবাসী, কুলীন কায়স্থ, নির্দায় ডিভোর্সি, নিঃসন্তান, সরকারি হাইস্কুল শিক্ষিকা, 34+, M.A. (Eng.), B.Ed., M.Ed., পিতা Ret. Pensioner ও মাতা গৃহবধূ। একমাত্র দাদা হাইস্কুল শিক্ষক ও বৌদি সরকারি চাকরিজীবী। পরিবারের একমাত্র কনিষ্ঠা কন্যার সুযোগ্য, নিঃসন্তান, অনূর্ধ্ব 45 পাত্র কাম্য। কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ, ইটাহার, মালদা অগ্রগণ্য। Mob : 7602063451. (C/120711)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭, M.A., নামমাত্র ডিভোর্সি, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, একমাত্র কন্যাসন্তানের জন্য সুপাত্র কাম্য। (M) 9382769159. (C/120444)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, 28/5'-4", M.A. (Eng.), (BHU), B.Ed., (Eng. Medium), Govt. GNM Trainee (3rd yr.), পিতা-মাতা Retd., পাত্রীর রাজবংশী, চাকরিজীবী (A/B Grade) পাত্র কাম্য। Ph.No. 7908877255. (C/120444)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, B.Tech. পাশ ও বর্তমানে বেঙ্গালুরুতে MNC-তে চাকরিরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। একই সেক্টর-এ কর্মরত পাত্র কাম্য। লোকেশন নো বার। (M) 9007016088. (C/120444)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৩+, B.Sc. পাশ, সুশ্রী, গৃহকর্মে নিপুণা, গানে বিশারদ। পিতা সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/120444)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, জন্ম ১৯৯৮, সুশ্রী, M.Sc. পাশ করে প্রাইভেট স্কুলে কর্মরতা। এইরূপ বাঙালি হিন্দু পরিবারের কন্যাসন্তানের জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/120444)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৪+, রাজবংশী, M.A. in ইংলিশ, সুশ্রী, গৃহকর্মে নিপুণা। পিতা সরকারি চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 8967180345. (C/120444)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, M.Com. & MBA ও প্রাইভেট হাসপাতাল-এর অ্যাডমিনঃ হেড। উত্তরবঙ্গ অথবা কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল-এর পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/120444)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, ২৮+, শিক্ষিতা, সুন্দরী, প্রাইভেট স্কুল-এর ননটিচিং স্টাফ। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9831093073. (C/120444)

■ কায়স্থ, দাস, শিলিগুড়ি, 27/5'-1", M.Com., B.Ed., বেসরকারি ইংরেজি স্কুলের শিক্ষিকার জন্য সরকারি চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/শিক্ষক পাত্র কাম্য। (M) 8392019150. (C/120445)

■ পাত্রী ডিভোর্সি, 30/5'-2", M.A.(H), সুশ্রী, শ্যামবর্ণা, নির্ঝঞ্ঝাট, শিক্ষিত, সুচাকুরে/সুব্যবসায়ী, শিলিগুড়ির পাত্র চাই। ঘরজামাই অগ্রগণ্য। (M) 9749366831. (C/120445)

■ কায়স্থ, শিলিগুড়ি নিবাসী, Pvt. স্কুল শিক্ষিকা, B.Sc., B.Ed., 5'-4", DOB : 21-12-1994, ফর্সা, সুশ্রী, মাঙ্গলিক পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 8240788818. (C/120445)

■ পাত্রী কায়স্থ, 25/5'-7", ছিমছাম, B.A. in English, B.Ed., D.El.Ed., M.A. (Running), চাকরিজীবী, (28-32) বয়সি উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7602646947. (D/S)

■ পাত্রী কায়স্থ, ঘোষ, 28/5'-2", নম্র, ভদ্র, সুশ্রী, M.Com. পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/চাকরিজীবী, শিলিগুড়ির সুপাত্র চাই। 9641562272. (C/120446)

■ 26+/5'-3", P.G. Govt. Job, স্লিম, সুশ্রী, জলঃ, শিলিগুড়ির Dr., শিক্ষক, সঃ চাকুরে, 5'-5"+ সুপাত্র চাই। 9614900795. (C/113695)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ডিভোর্সি, ২৮, সুশ্রী, B.A. পাশ, 5'-4", উপযুক্ত পাত্র চাই। Mo. 9733190296. (C/113694)

■ পাত্রী ব্রাহ্মণ, উচ্চশিক্ষিতা, সুশ্রী, 30, একমাত্র কন্যার উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। উত্তরবঙ্গ তথা শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 8597333044, 8900537502. (C/113696)

■ শিলিগুড়ি, কর্মকার, দেবারি, 5'-1"/30, LLM, সঃ/অসঃ সুচাকুরে পাত্র চাই। অভিভাবক ফোন করবেন। 9883324314. (C/113698)

■ কর্মকার পাত্র চাই। পাত্রী B.A. (Eng. Hons.), 25/5'-5", চাকরিজীবী বা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। কোচবিহার অগ্রগণ্য। ফোন : 8392070627. (C/119566)

■ SC, 23, B.A. Pass, 5'-3", বাবা রেলে চাকরিরত, মাতা গৃহিণী। শিলিগুড়ি নিবাসী। সঃ চাকুরে পাত্র চাই। Ph : 9832502264. (C/120716)

■ সাহা, 31+/5'-5", M.A., B.Ed., জলপাইগুড়ি নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী বা চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 8250918804. (C/12077)

■ পাত্রী সাহা, 29+/5'-5", M.A. পাশ, বাংলায় অনার্স, B.Ed., শিক্ষিত, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9434877131. (C/120442)

■ কায়স্থ, 27+, B.A., B.Ed., 5'-2", সুশ্রী, একমাত্র কন্যার সরকারি চাকুরে উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9832009020. (S/C)

■ কায়স্থ, 29/5'-1", B.Sc., PGDM, MNC সিনিয়ার ম্যানেজার, ব্যাঙ্গালোরে কর্মরতা, একমাত্র কন্যার জন্য ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত পাত্র চাই। (M) 8250213960. (C/120443)

■ কায়স্থ, ৩৫/৫'-৫", স্নাতক, ফর্সা, স্লিম, দেবারিগণ। উপযুক্ত নেশাহীন পাত্র চাই। (M) 9647707067, কোচঃ/জলঃ অগ্রগণ্য। (C/120444)

■ সাহা, 24, B.Sc. পাশ, পিতা বনেদি ব্যবসায়ী, পরমা সুন্দরী পাত্রীর জন্য ভালো পাত্র চাই। 9836935367. (C/120444)

■ কায়স্থ, 31/5'-3", M.A., B.Ed., Pvt. School শিক্ষিকা, গানজানা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 9734485015. (C/120444)

■ সুন্নি মুসলিম, 28/5'-3", M.A. Pass, Govt. School শিক্ষিকা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 8101049072. (C/120444)

■ পাত্রী কায়স্থ, 35/5'-4", M.A., B.Ed. (Eng.), Don Bosco School শিক্ষিকা (H.S.), সুশ্রী, দেবগণ। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। অতি সত্বর বিবাহ। (M) 8637391598. (C/120444)

■ নমশূদ্র, 31/5'-3", M.Sc., ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 9832317033. (C/120445)

■ ব্রাহ্মণ, দেবারিগণ, 29/5'-3", M.A., D.El.Ed., বালুরঘাট নিবাসী, ফর্সা, সুশ্রী, নামমাত্র ডিভোর্সি, পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীর একমাত্র কন্যার জন্য অনূর্ধ্ব 40, সম্ভ্রান্ত পরিবারের উপযুক্ত পাত্র চাই। (স্বঃ/অসবর্ণ চলবে)। (M) 9609866303. (C/120444)

পাত্রী চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, B.A., কায়স্থ, 5'-6", বয়স 36, নিজস্ব বাড়ি, ব্যবসায়ী (Fitness Centre), পাত্রের জন্য অনূর্ধ্বা 29, মধ্যবিত্ত, ঘরোয়া/কর্মরত, সুশ্রী পাত্রী চাই। কাস্ট no bar. M/W : 9641337168 (2 P.M. - 4 P.M.), ঘটকরা call করবেন না। (C/120574)

পাত্রী চাই

■ বারুজীবী, পাল, 31/5'2", মাধ্যমিক, মালবাজার নিবাসী, নিজস্ব কাপড়ের ব্যবসা পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রী (জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলা অগ্রগণ্য) চাই। (M) 9126590143 (ফোন করার সময় বিকাল 4টা-সন্ধে 9টা পর্যন্ত), ফোটো WhatsApp করুন : 8250450521. (C/120443)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ৩৮/৫'-৬", প্রাইঃ হাসপাতালের ম্যানেজার পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ৩৪, শিক্ষিত, ঘরোয়া সুপাত্রী চাই। 8170028064. (C/120310)

■ পাত্র SC, সরকার, 33/5'-5", তুলা/দেবগণ, শিলিগুড়ি নিবাসী, দিল্লির MNC-তে Software engineer, দিল্লি/কলকাতাতে চাকরিরতা পাত্রী চাই। (M) 8617455211. (C/120569)

■ পাত্র ৩৩+/৫'-৯", M.Tech. (Civil Structure), একমাত্র পুত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা, স্লিম, ঘরোয়া, অনূর্ধ্ব ২৫-২৮, রাশি-মীন/বৃশ্চিক, দেব/দেবারিগণ পাত্রী চাই-৯৪৩৪৪২৬৭১৬. (C/113666)

■ পাত্র নাথ, রুদ্রজ ব্রাহ্মণ, ৩০ বছর, ৫'-৩", ডেন্টাল সার্জন, নিজস্ব ক্লিনিক ফালাকাটা, উপযুক্ত পাত্রী চাই। মোঃ 9641806523. (C/120565)

■ ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, দেব, 33+/5'-8", B.Tech., Electrical, IRCON Manager (Cont.), চাকরিরত, কোচবিহার নিবাসী পাত্রের জন্য উপযুক্ত স্বঃ/অসঃ পাত্রী চাই। Ph : 9475247544 (W), 9382084797. (C/120426)

■ পাত্র মাহিষ্য, M.Sc. (Math), ৩২/৫'-১০", প্রাথমিক শিক্ষক, বালুরঘাট শহরে নিজ বাড়ি। অনূর্ধ্ব ২৭, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ-৯৮৮৩৮২২৮২৩. (C/120571)

■ বৈদ্য, সেনগুপ্ত, বয়স 32/5'-4", B.A. (অনার্স), বিএড, শিলিগুড়ি নিবাসী, নিজস্ব বাড়ি, বেসরকারি কাজে কর্মরত। পিতা রিটায়ার্ড স্টেট ব্যাংককর্মী। একমাত্র সন্তান। ঘরোয়া, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। অসবর্ণ চলিবে। সরাসরি যোগাযোগ-8670339041. (C/120392)

■ কোচবিহার নিবাসী, EB, SC, 1992/5'-6", অধ্যাপক, সুন্দর, (Murshidabad-এ কর্মরত), পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, উচ্চশিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 7001667221. (C/119554)

■ কায়স্থ, 30/5'-6", B.A., ব্যবসায়ী, Distributor, কায়স্থ, সুশ্রী, সংসারী পাত্রী কাম্য। (M) 7908504529. (M/G)

■ WB, ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ গোত্র, দেবারিগণ, 32/5'-3", M.Com., MBA, ব্যাংক অফিসার (বর্তমানে ম্যাঙ্গালোরে চাকরিরত), পিতা Ex-RBI, ভবানীপুরে স্বগৃহ। অনূর্ধ্ব 30, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। Mobile,W/App : 7605804816, 8961569733. (C/120434)

■ কায়স্থ, 48+/5'-6", উচ্চপদে সরকারি চাকরি, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, 42-এর নীচে ফর্সা, সুশ্রী, B.A. পাশ, ঘরোয়া, ডিভোর্সি বাদে পাত্রী চাই। (M) 7001318269. (C/120435)

■ সাহা, 50/5'-3", Double M.A., হাইস্কুল শিক্ষক (মালদা) পাত্রের জন্য স্বঃ/অসবর্ণ 35 মধ্যে সরকারি চাকরিজীবী পাত্রী চাই। (M) 9733051528. (C/120579)

■ পঃ বঃ ব্রাহ্মণ, 36/5', ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর নিবাসী, রিটায়ার্ড অফিসারের (নিজস্ব বাড়ি) একমাত্র পুত্র, মাধ্যমিক, বেসরকারি চাকুরে। দাবিহীন পাত্রের জন্য 28-32'এর মধ্যে সুশ্রী, ফর্সা, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্রী কাম্য। (M) 9382158811. (S/N)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, 36/5'-10", নর, মিথুন, M.Sc. Geo., M.Plan, বিদেশি সংস্থায় কর্মরত, কর্মস্থল শিলিগুড়ি কর্পোরেশন, মা, অভিভাবক। উপযুক্ত পাত্রী চাই। 7908227063. (M/M)

■ শিলিগুড়ি, কায়স্থ, 39+/5'-8", B.Com., A/M, নম্র, ভদ্র, সংসারী 30-36 মধ্যে উপযুক্ত পাত্রী চাই। শিলিঃ আশপাশে দেবারি ছাড়া। (M) 7872083516. (C/120586)

■ শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়া নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ২৮ বছর, উচ্চতা ৫'-১১", গ্র্যাজুয়েট, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ, শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। প্রকৃত অভিভাবক যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ-8617511835. (C/119563)

■ সাহা, 5'-6", মাদারিহাট, আলিপুরদুয়ার, মধ্যবিত্ত, 31 বছর, B.Sc., পার্ট-টাইম শিক্ষক, নিজের কম্পিউটার ও টিউশন সেন্টার আছে। শিক্ষিত, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রী চাই। 8389067176. (K)

■ Kundu, 5'-11"/31, B.Tech., Hardware ব্যবসা, 5'-3" উপরে, ফর্সা, সুন্দরী, ঘরোয়া, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। 9046851312. (K)

■ জেনারেল সাহা, 35/5'-5", সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক, নিজস্ব ব্যবসা, সরকারি চাকরিরতা পাত্রী অগ্রগণ্য। আলিপুরদুয়ার জেলা অগ্রগণ্য। (M) 7584059082. (C/120130)

■ আংশিক মাঙ্গলিক, ৩০, নরগণ, মেষ রাশি, কন্যালগ্ন, ৫'-৬", MBA, বেসরকারি সংস্থায় উচ্চপদে কর্মরত, সল্টলেকে বাড়ি, সুশ্রী, অনূর্ধ্ব ২৭, শিক্ষিতা, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, মাঙ্গলিক পাত্রী কাম্য। 9818775758. (C/120260)

পাত্রী চাই

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কর্মকার, 32/5'-5", B.Tech. (Electrical), জলপাইগুড়ি পৌরসভায় কর্মরত, পাত্রের জন্য সরকারি চাকরিজীবী/প্রাথমিক শিক্ষিকা, সুন্দরী পাত্রী চাই। জলপাইগুড়ি কাম্য। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। (M) 7478786878. (C/120262)

■ ব্রাহ্মণ, নরগণ, 35/5'-8", M.A., MNC-তে GEM পদে কর্মরত, নিজস্ব বাড়ি, 24-30, ব্রাহ্মণ/মৈথিল ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 9635879353. (C/120266)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, 32+/5'-7", সুদর্শন, বিটেক, পুলিশ অফিসার, পিতা ব্যবসায়ী, মাতা শিক্ষিকা, একমাত্র সন্তান। শিক্ষিত, রুচিশীল, সুশ্রী, (25-29)পাত্রী কাম্য। চাকরিরতায় আপত্তি নাই। No caste bar. (M) 9641572084, শুধুমাত্র অভিভাবকরাই যোগাযোগ করিবেন। (C/120267)

■ অধ্যাপক, কায়স্থ, ৫'-৭"/৩২+, দেবারি, তুলা, কর্মস্থল ভিনরাজ্যে, শিলিগুড়িবাসীর একমাত্র সন্তান। শিক্ষিতা, ফর্সা, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9733300200. (C/120441)

■ বারুজীবী, 37/5'-8", M.Sc. (Math), B.Ed., শিক্ষক, নিজস্ব বাড়ি, পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, (ন্যূনতম Graduate) সুশ্রী, সুন্দরী, ফর্সা, ঘরোয়া সুপাত্রী চাই। (M) 7365034581 (Time : 9 P.M. to 11 P.M.). (C/113693)

■ দেবনাথ, সুদর্শন, শিলিগুড়ি নিবাসী, ওয়েলনেস কোম্পানির Co-founder (owner) পাত্রের নাম গুগলে পাওয়া যাবে। আয় 7 Lac per Month, 34/5'-5", অনূর্ধ্ব 29, সুন্দরী পাত্রী চাই। 9055517666. (C/120444)

■ শিলিগুড়ি, কায়স্থ, 32/5'-9", নিজস্ব ব্যবসা, পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী চাই। অভিভাবকরাই যোগাযোগ করুন। 8509920302. (C/113697)

■ ব্রাহ্মণ, 37/5'-6", Graduate, ব্যবসায়ী, পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। নিরামিষাশি হলেও চলবে। (M) 9641530932. (C/120706)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ, মাঙ্গলিক, 33/6', ইঞ্জিনিয়ার, 10.5 LPA, রাজস্থানে চাকরিরত (বেঃ সঃ) পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ/কায়স্থ, অনূর্ধ্ব 28, শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী চাই। জলপাইগুড়ি/শিলিগুড়ি/কোচবিহার/আলিপুরদুয়ার অগ্রগণ্য। WhatsApp/M : 9531626335. (C/120276)

■ ব্রাহ্মণ, ৩২, H.S. পাশ, সুদর্শন, বাবা ও পুত্র প্রঃ ব্যবসায়ী, সুশ্রী, ফর্সা, ঘরোয়া, স্নাতক, ব্রাহ্মণ/কায়স্থ পাত্রী কাম্য। ফালাকাটা/ধূপগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9432190886. (A/K)

■ দত্ত, বণিক, 30+/5'-5", IT-তে মহারাষ্ট্রে কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। সরাসরি যোগাযোগ-9474360346. (C/120708)

■ 32/5'-9", কোচবিহার নিবাসী, SBI-তে ম্যানেজার পদে কর্মরত, সূত্রধর পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। অতিসত্বর বিবাহ। (M) 8116243272, 7047915118. (C/119564)

■ পাত্র সাহা, 43+/4'-8", ডিভোর্সি, সুদর্শন, ব্যবসায়ী, নিজস্ব বাড়ি, একমাত্র পুত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9126689736. (A/B)

■ ৩৫, শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি। N.U.H. Mission (L.D.C)-এ কর্মরত, দাবিহীন পাত্রের অনূর্ধ্ব ৩০, স্লিম ও গ্র্যাজুয়েট পাত্রী চাই। 9434307504. (C/113691)

■ ঘোষ, M.Sc. Physics (IIT), 27/5'-5", Central Govt. employee (Gr-B), উপযুক্ত পাত্রী চাই। Caste no bar. (M) 8250031585. (K)

■ কায়স্থ দাস, দেবারি, 29/5'-4", M.Sc., আলিপুরদুয়ার নিবাসী, শিলচরে অফিসার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য গ্র্যাজুয়েট/মাস্টার্স, অনূর্ধ্ব 28 মধ্যে সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 9531630217. (C/120131)

■ 37/5'-7", রেলে কর্মরত, বিপত্নীক, নিঃসন্তান, নিজ বাড়ি, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। Divorce/বিধবা হলেও চলবে, সন্তান গ্রহণযোগ্য। 8116521874. (C/120444)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৮, M.Tech., রেলওয়ে-তে উচ্চপদে কর্মরত, এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই, দাবিহীন। 9382435745. (C/120444)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৩, B.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ কর্মরত, এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 9832125114. (C/120444)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, M.Tech., নামমাত্র ডিভোর্সি, রেলওয়ে উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। (M) 9382769159. (C/120444)

■ মালদা নিবাসী, ভৌমিক, কায়স্থ, একমাত্র ছেলে, 28+/5'-4", B.Tech. ইঞ্জিনিয়ার, দিল্লী কর্মরত। উপযুক্ত পাত্রী চাই। কর্মরতা চলিবে। (M) 9851143690, 9434816980. (C/115463)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কর্মকার, 32/5'-7", সুদর্শন, ব্যবসায়ী, নিজস্ব বাড়ি, শিক্ষিত পাত্রের জন্য অনূর্ধ্বা 29, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 9832571690 (5 P.M. - 9 P.M.). (C/120444)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, ব্যবসায়ী পাত্র, ৩৬+/৫'-৭", পাত্রের গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, ভদ্র পরিবার, নেশাহীন পাত্রের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিতা ও অনূর্ধ্ব ৩০, কায়স্থ, ভদ্র পরিবার পাত্রী চাই। (M) 7583976739, যোগাযোগ : 7 P.M. to 10 P.M. (C/120444)

■ M.Sc. (Ag.), 35 বছর বয়সি, সুদর্শন, গভঃ অ্যাগ্রিকালচার অফিসার এবং পারিবারিক ব্যবসা পাত্রের জন্য ভদ্র পাত্রী চাই। 9593704442. (C/120444)

■ জেনারেল, 31/5'-9", M.Tech. (Jadavpur), Cent. গভঃ Forest অফিসার, উত্তরবঙ্গে কর্মরত। পিতা-মাতা Retd. গভঃ সার্ভিস পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। 9733066658. (C/120444)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, M.Sc. পাশ ও বর্তমানে সেন্ট্রাল গভঃ CBSE বোর্ড-এ চাকরিরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/120444)

■ বয়স ৩৪, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, গভঃ ব্যাংক-এ অফিসার পদে কর্মরত, বাঙালি হিন্দু পরিবারের ছেলের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/120444)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, ৩০+, গভঃ ব্যাংক কর্মচারী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 8967180345. (C/120444)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১+, M.Sc. পাশ ও বর্তমানে সেন্ট্রাল গভঃ-এর ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট-এ কলিকাতাতে চাকরিরত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/120444)

■ জন্ম ১৯৮৮, ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, শিক্ষিত, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9831093073. (C/120444)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২, M.Tech. পাশ, বর্তমানে হায়দ্রাবাদে IT সেক্টরে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য উত্তরবঙ্গ বা মেট্রো সিটির পাত্রী কাম্য। (M) 9007016088. (C/120444)

■ 32/5'-8", M.A., B.Ed., লেকচারার (Pvt. কলেজ), দাবিহীন পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 6001416719. (C/120444)

■ 34/5'-7", UGC NET Qual. Gate Qual, প্রফেসর পদে সরকারি কলেজে কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য শিক্ষিত পাত্রী কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। caste no bar. 8653243203. (C/120444)

■ রাজবংশী, SC, 31/5'-9", MD, মেডিকেল অফিসার, বাবা প্রয়াত, মা সরকারি চাকরিজীবী, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 9635026555. (C/120444)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 40/5'-10", কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদে কর্মরত (মুম্বই) পাত্রের জন্য উচ্চশিক্ষিতা, 35/5'-4"-এর মধ্যে ফর্সা, সুন্দরী, কায়স্থ, বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার অগ্রগণ্য। শুধুমাত্র অভিভাবকগণ যোগাযোগ করুন। (M) 9933317798. (C/120445)

■ দত্ত, 40/5'-5", B.Com., ডিভোর্সি, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9609007409. (C/120733)

■ পাত্র কায়স্থ, এমডিএস ডাক্তার, ৫'-৭"/২৮+, আলিপুরদুয়ার জেলা নিবাসী, সম্ভ্রান্ত পরিবারের। প্রকৃত সুন্দরী, এমডিএস/বিডিএস/এমবিবিএস/সরকারি চাকরিরত পাত্রী কাম্য। মোঃ ৯৪৩৪১৪৪৩১৬. (C/120449)

■ কায়স্থ, 31/5'-10', MBA, সুদর্শন, শিলিগুড়িতে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিতে ম্যানেজার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9832371949. (C/120448)

■ EB, কায়স্থ, দিল্লী, 40/5'-8", Mass Com. Asst. Editor Hindustan Times, 35 মধ্যে শিক্ষিতা, সুশ্রী, কর্মরতা/ঘরোয়া, দিল্লী থাকতে ইচ্ছুক পাত্রী কাম্য। Mob : 8860159644, শিলিঃ/জলপাইঃ অগ্রগণ্য। (K)

■ তন্তুবায়, কোচবিহার নিবাসী, 30/5'-10", B.Sc., ব্যাংকে কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলা অগ্রগণ্য। মোঃ 7076731237, 9593819158. (D/S)

■ দঃ দিনাজপুর, 28, Ph.D. অসম্পূর্ণ, কন্ট্রাঃ চাকরি ও অন্যান্য, শিলিগুড়ির ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। 9123001838, শীঘ্র বিয়ে। (C/120732)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ মিলন ওয়েডলক ম্যাট্রিমনি সেন্টার, কলিকাতা, শিলিগুড়ি, গুয়াহাটি ও দুর্গাপুর। পুরোপুরি অফলাইন। ফ্রি রেজিস্ট্রেশন। (M) 7439175810. (C/120444)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 999/-, Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/120426)

খাবারের খোঁজে... বালুরঘাটে বুলবুলির ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

বিজেপিকেই ফের সমর্থন গুরুংদের

হারের ভয়ে একা লড়াই নয়

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৪ ফেব্রুয়ারি : দলের জন্মলগ্ন থেকে বিধানসভা নির্বাচনে নিজেরা প্রার্থী দিলেও প্রতিটি লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে সমর্থন করে গিয়েছে বিমল গুরুংয়ের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের জোটে থেকেও পাহাড়ের তিনটি আসনে বিমলের প্রার্থীই লড়ে হেরেছেন। সেই থেকে 'শিক্ষা' নিয়ে পরিস্থিতির চাপে এবার বিধানসভা ভোটেও বিজেপির হাত ধরেই চলতে চাইছেন বিমল।

সম্প্রতি সাংসদ রাজু বিস্টকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র সঙ্গে বৈঠক করেছেন বিমল এবং রোশন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে ফের পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান, ১১ জনগোষ্ঠীকে তপশিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার দাবি তুলেছেন তিনি। আর এর থেকেই আসন্ন বিধানসভা ভোটে নিজস্ব প্রার্থী না দিয়ে বিজেপিকেই মোর্চা সমর্থন দেবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

রাজনৈতিক মহলের মতে, পাহাড়ে বিমলদের পায়ের তলার মাটি পুরোপুরি আলগা হয়ে গিয়েছে। গত পঞ্চায়েত ভোটেও সেটা হারে হারে টের পেয়েছেন বিমল। অপরদিকে অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম) বহুগুণ শক্তি বাড়িয়েছে। তাই সম্মান বাঁচাতে বিজেপিকে সমর্থনের পথেই হাঁটছে মোর্চা। দলের সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরির বক্তব্যেও সেই ইঙ্গিত মিলেছে। তিনি বলেছেন, 'এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। দলে আলোচনা চলছে।' দার্জিলিংয়ের সাংসদ বিজেপির সর্বভারতীয় মুখপাত্র রাজু বিস্ট বলেছেন, 'মোর্চা কী সিদ্ধান্ত নেবে, সেটা তাদের বিষয়। বিমল গুরুংদেরই জিজ্ঞাসা করুন।'

২০০৭ সালে বিমল গুরুংয়ের হাত ধরে তৈরি হয় গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবিতে উত্তাল হয়ে পাহাড়। ২০০৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে সমর্থন দেয় মোর্চা। দাবি ছিল, বিজেপি ছোট রাজ্যের পক্ষে। তাই বিজেপি ক্ষমতায় এলে গোর্খাল্যান্ডের দাবি পূরণ হবে। সেবার দার্জিলিং থেকে বিজেপি জিতলেও কেন্দ্রে সরকার গড়তে পারেনি। ফলে মোর্চার দাবি পূর্ণতা পায়নি। এরপরেই ২০১১ সালের বিধানসভা ভোটে মোর্চা পাহাড়ের তিনটি আসনেই প্রার্থী দেয়। বিজেপি মোর্চাকেই সমর্থন দেয় এবং তিনটি কেন্দ্রে বিমলের প্রার্থী জয়ী হন। ২০১৪ এবং ২০১৯ লোকসভা ভোটেও বিজেপিকেই সমর্থন দিয়েছিল মোর্চা। তবে,

- গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে মোর্চার পায়ের তলার মাটি আরও হালকা হওয়ায় বিপদ দেখছেন বিমলরা
- সাংসদ রাজু বিস্টকে নিয়ে বৈঠক করেন বিমল গুরুং এবং রোশন গিরি
- তা থেকেই বিজেপি প্রার্থীকে সমর্থনের ইঙ্গিত

২০১৬ সালে বিধানসভা ভোটে নিজেরা লড়াই করে তিনটিতে জয়ী হয়। কিন্তু ২০১৭ সালে আন্দোলন করতে গিয়ে প্রচুর মামলায় জড়িয়ে বিমল আত্মগোপন করেন। দীর্ঘদিন আত্মগোপনের পরে তৃণমূলের হাত ধরে ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের আগে পাহাড়ে ফেরেন। সেবারও তৃণমূলের সমর্থন নিয়ে পাহাড়ের তিনটি আসনেই প্রার্থী দিলেও মোর্চাকে পাহাড়ের মানুষ আর গ্রহণ করতে পারেননি। যার জেরে পাহাড়ের তিনটিতে ২০ শতাংশের বেশি ভোট পাননি বিমলের প্রার্থীরা। এরপর থেকে পাহাড়ে বিমলদের রাজনৈতিক মাটি আরও আলগা হয়েছে। গত পঞ্চায়েত ভোটেও পাহাড়ে বিমলের প্রার্থীরা মুখ থুবড়ে পড়েছেন। তারপর থেকে বিমল তৃণমূল শিবির ছেড়ে ফের বিজেপির দিকে মোড় নিয়েছেন। চব্বিশের লোকসভা ভোটে বিজেপিকেই সমর্থন দেয় মোর্চা।

কিন্তু এবার বিধানসভা ভোটেও নিজের প্রার্থী দিতে সাহস পাচ্ছেন না গুরুং। জামানত জব্দ হয়ে যাওয়ার ভয়ে বিজেপির ল্যাজ ধরে চলতে চাইছেন।

কালিম্পংয়ে প্রথম হিমঘর

নাগরাকাটা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : এই প্রথম পাহাড়ে হিমঘর চালু হল। প্রসারী নামে একটি সংস্থার সঙ্গে কালিম্পং জেলা প্রশাসন ও জিটিএ'র আওতাধীন ডিস্ট্রিক্ট রুরাল ডেভেলপমেন্ট সেল (ডিআরডিসি)-এর যৌথ উদ্যোগে কালিম্পং-১ ব্লকের ছয় মাইলে হিমঘরটি তৈরি করা হয়েছে। শনিবার সেটির উদ্বোধন করেন কালিম্পংয়ের জেলা শাসক কুহুক ভূষণ। হিমঘরটি চালু হওয়ায় কালিম্পং ও তাসিডিং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তত ৬০০ জন মহিলা কৃষক উপকৃত হবেন। হিমঘরটির ধারণক্ষমতা ৫ মেট্রিক টন। এটি বিদ্যুৎ ও সোলার উভয় মাধ্যমেই চলবে। হিমঘরটি চালাবেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। অর্থাৎ, কমিউনিটি বেসড। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির উৎপাদিত বিনস, শসা, ব্রোকোলি, মটরশুঁটি, টমাটোর মতো শাকসবজির পাশাপাশি অ্যাভোকাডো ফল সংরক্ষণ করা যাবে।

রেল রোকো কর্মসূচি স্থগিত

ময়নাগুড়ি, ১৪ ফেব্রুয়ারি : পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১৫ ফেব্রুয়ারি রবিবার রেল রোকো কর্মসূচি থেকে সরে এল কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কমিটি। অনির্দিষ্টকালের জন্য তাদের এই কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছে। শনিবার ময়নাগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে একথাই জানাল সংগঠনের নেতৃত্ব। জানা গিয়েছে, তাদের দাবির ব্যাপারে ২৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে বৈঠক ডাকা হয়েছে। পাশাপাশি সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ কৃষিপ্রধান বলয় হিসেবে পরিচিত। সেখানের দুটি জেলা কৃষিকাজে নতুন পরিচিতি পেয়েছে। কোচবিহারে বিনা কর্ষণে ভুট্টা চাষ পথ দেখাচ্ছে বাকিদের। অন্যদিকে, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরিকালচার বিভাগের অধ্যাপক ও গবেষকরা রেশমের ক্ষতি করে এমন একটি ব্যাকটিরিয়ার খোঁজ পেয়েছেন।

কমেছে পরিবেশ দূষণ, চাষের খরচ

বিনা কর্ষণে ভুট্টা চাষে নতুন দিশা

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ১৪ ফেব্রুয়ারি : কয়েক দশকে বদলে গিয়েছে ভারতবর্ষের কৃষিপদ্ধতি। প্রথাগত হাল-বলদের চাষ অতীত। তার পরিবর্তে এখন ট্রাক্টর, পাওয়ারটিলার, ট্রান্সপ্ল্যান্টার যন্ত্রের বহুল ব্যবহার। এদিকে, ডিজেলনির্ভর এই যন্ত্রগুলি পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ। এই সমস্যা সমাধানে নতুন দিশা দেখাচ্ছে বিনা কর্ষণ বা জিরো টিলেজ পদ্ধতিতে চাষাবাদ। যা একদিকে চাষের খরচ কমিয়ে কৃষকদের লাভবান করছে, পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণ করছে পরিবেশ দূষণ।

চলতি রবি মরশুমে কোচবিহার জেলায় বিনা কর্ষণে ভুট্টা চাষের ফলে প্রায় চার লক্ষ কেজি কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস কম নিঃসরণ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ তথা দেশের অন্য রাজ্যগুলিতেও এভাবেই কার্যকরী হয়েছে এই পদ্ধতি। এমনটাই দাবি আন্তর্জাতিক কৃষি বিজ্ঞানীদের।

কিন্তু কীভাবে হয় এই বিনা কর্ষণে চাষ? পূর্বে ধান চাষের পর সেই জমিতে ভুট্টা চাষ করার আগে ট্রাক্টর, পাওয়ারটিলার দিয়ে জমি কর্ষণ করা হত। তারপর জৈব সার, রাসায়নিক সার ছড়ানো হত। এক বিঘা ভুট্টা চাষের জমি দু'বার কর্ষণ করতে জ্বালানি হিসেবে ট্রাক্টরের দরকার হত দু'লিটার ডিজেল। আর প্রতি লিটার ডিজেল দহনে কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণের পরিমাণ ২.৬৪ কেজি। তাহলে এক বিঘা জমি কর্ষণের ফলে অন্তত ৫.২৮ কেজি কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবেশে মিশছে।

বর্তমানে প্রতিবছর কোচবিহার জেলায় প্রায় ১০ হাজার হেক্টর জমিতে বিনা কর্ষণে ভুট্টা চাষ হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে ধান চাষের পর আর জমি কর্ষণ করা হচ্ছে না। ধান তুলে নেওয়ার পর আগাছা পড়ে থাকছে। চাষিরা একটি ছুঁচোলো বাঁশের লাঠি দিয়ে কিছুটা দূরত্ব পরপর গর্ত করছেন। পরে সেখানে ভুট্টার বীজ বপন করা হচ্ছে। এরপর ব্যবহার করা হচ্ছে জৈব ও রাসায়নিক সার।

এই জিরো টিলেজ পদ্ধতিতে চাষের ক্ষেত্রে ডিজেল ব্যবহার কমেছে প্রায় ১.৫ লাখ লিটার। শুধু এই জেলাতেই কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস কম নিঃসরণ হচ্ছে ৩.৯৬ লাখ কেজি। পাশাপাশি প্রতি লিটার ডিজেল ৯২ টাকা হিসেবে চাষের মোট খরচ কমেছে ১ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা। সাস্টেনেবল অ্যান্ড রেসিলিয়েন্ট ফার্মিং সিস্টেমস ইনটেনসিফিকেশন (এসআরএফএসআই) প্রকল্পে ২০১৪ সাল থেকে জেলায় এই পদ্ধতিতে ভুট্টা চাষ শুরু হয়। এখন কিন্তু বিনা কর্ষণে চাষ শুধু ভুট্টাতে আটকে নেই। সর্ষে এবং গম চাষও হচ্ছে এই পদ্ধতিতে, তবে পরিমাণটা কম।

আন্তর্জাতিক কৃষি বিষয়ক সংস্থা সিমিট-এর সিনিয়ার বিজ্ঞানী মহেশকুমার ঘাটালা সম্প্রতি কোচবিহারের দেওয়ানহাটে বিনা কর্ষণে ভুট্টা চাষের জমি পরিদর্শন করেন। বিশ্ব উষ্ণায়নের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বক্তব্যে বারবার উঠে এসেছিল এই পদ্ধতির উপকারিতার কথা।

২০১৪ সালে বিনা কর্ষণে ভুট্টা চাষ শুরুর সময় তৎকালীন কোচবিহার-১ ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা রজত চট্টোপাধ্যায়ের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। বর্তমানে তিনি আলিপুরদুয়ার জেলার সহ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন)। তাঁর কথায়, 'সেসময় বিনা কর্ষণে ভুট্টা চাষ নিয়ে যে স্বপ্ন দেখা হয়েছিল, তা আজ সার্থক। জেলা তথা রাজ্যের হাজার হাজার চাষি এর সুফল পাচ্ছেন।' আসলেই কি তাই? জানতে কোচবিহার-১ ব্লকের শিবগুড়ির ভুট্টাচাষি আচারুদ্দিন মিয়াঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তিনি বললেন, 'বিনা কর্ষণে ভুট্টা চাষের ক্ষেত্রে খরচ প্রায় অর্ধেক কমে গিয়েছে। তাতে লাভ বেড়েছে অনেকটাই। পাশাপাশি ঝড়বৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভুট্টা গাছ হেলে যাওয়ার সম্ভাবনাও এতে কম।'

দেওয়ানহাটে বিনা কর্ষণে ভুট্টা জমি পরিদর্শনে কৃষিবিজ্ঞানীরা। - ফাইল চিত্র

- জিরো টিলেজ পদ্ধতিতে আগের ধান চাষের পর আর জমি কর্ষণ করা হচ্ছে না
- বাঁশের লাঠি দিয়ে জমিতে গর্ত করে সেখানে ভুট্টাবীজ বপন করা হচ্ছে
- কোচবিহারে বর্তমানে দশ হাজার হেক্টর জমিতে এই পদ্ধতিতে চলছে ভুট্টা চাষ

> **বিনা কর্ষণে ভুট্টা চাষের খরচ প্রায় অর্ধেক কমে গিয়েছে। ঝড়-বৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভুট্টা গাছ হেলে যাওয়ার সম্ভাবনাও এতে কম।**
>
> **আচারুদ্দিন মিয়াঁ**
> ভুট্টাচাষি

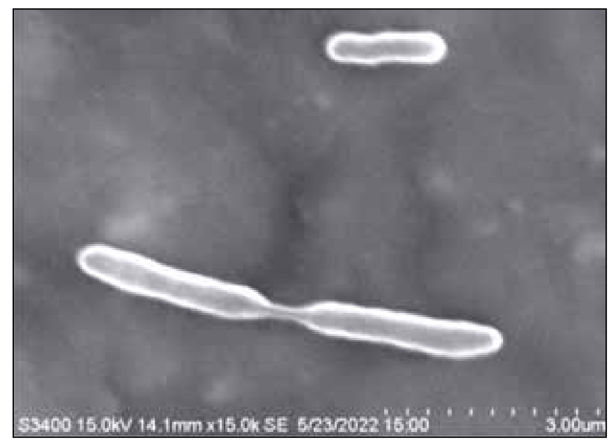

ব্যাকটিরিয়ার আনুবীক্ষণিক চিত্র।

রায়গঞ্জের নামে ব্যাকটিরিয়া

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ১৪ ফেব্রুয়ারি : স্টেনোট্রোফোমোনাস রায়গঞ্জেনসিস। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরিকালচার বিভাগের অধ্যাপক ও গবেষকরা সম্প্রতি মিলিতভাবে নতুন একটি ব্যাকটিরিয়া আবিষ্কার করেছেন। আর ওই ব্যাকটিরিয়ার নামের মধ্যে রাখা রয়েছে 'রায়গঞ্জ' শব্দটি। ফলে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে গিয়েছে রায়গঞ্জের নাম। রেশমের পোকার দেহে ব্যকটিরিয়াটির সন্ধান পাওয়া যায়। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবী উপাচার্য অর্ণব সেন এপ্রসঙ্গে বলেন, 'কাজটি সত্যিই খুব ভালো। আমিও ওই কাজে অংশ নিয়েছিলাম। তবে আমার অবদান সামান্যই। বিশ্বের দরবারে রায়গঞ্জ নামাঙ্কিত ব্যাকটিরিয়া পৌঁছে যাওয়া সত্যিই গর্বের বিষয়।'

পশুপাখির শরীরে যেমন রক্ত থাকে, তেমনই রেশম পোকার শরীরে থাকে হেমোলিম্ফ। 'অজানা' রোগে আক্রান্ত রেশমের হেমোলিম্ফের মধ্যে থেকেই ওই ব্যাকটিরিয়াটিকে আলাদা করে তিন বছর ধরে বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার পর হাতেনাতে ফল পেয়েছেন গবেষকরা। এরপর তাঁরা 'অজানা' ব্যাকটিরিয়াটির নামকরণ করেছেন স্টেনোট্রোফোমোনাস রায়গঞ্জেনসিস। ওই ব্যাকটিরিয়াটি একাধিক অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা দেখায়। শুধু বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে নয়, কৃষিক্ষেত্র ও জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও ব্যাকটিরিয়াটি যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে বলে গবেষকদের দাবি।

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরিকালচার বিভাগের অধ্যাপক অমিত মণ্ডলের তত্ত্বাবধানে মূলত এই ব্যাকটিরিয়াটি আবিষ্কারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক মানের রিসার্চ জার্নালে গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে। অমিত ছাড়াও এই গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ঋত্বিক মণ্ডল, অতনু মান্না, পঙ্কজ মণ্ডল, কমলেশ জাঙ্গিদ এবং রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবী উপাচার্য।

অমিতের কথায়, 'রেশম কীটে এই ব্যাকটিরিয়া উপস্থিত থাকলে তার কর্মক্ষমতা কমে যাওয়াই স্বাভাবিক। ফলে রেশম উৎপাদন ব্যাহত হবে। রেশম উৎপাদন ব্যাহত হলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উভয় প্রভাব আমাদের জীবনে পড়বে। সেজন্য তিন বছর ধরে গবেষণা চালিয়ে ফল পাওয়া গেল।' যদিও রেশমকে ওই ব্যাকটিরিয়া থেকে বাঁচানোর উপায় এখনও আবিষ্কার হয়নি। তবে অমিত বলেন, 'খুব তাড়াতাড়ি ব্যাকটিরিয়াটি প্রতিকারের উপায় খুঁজে বের করার কাজ আমরা শুরু করব। আমাদের মূল লক্ষ্য, রেশম কীটের গুণগত মান বৃদ্ধি করে তার কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা।'

- রোগাক্রান্ত রেশম কীটের মধ্যে 'অজানা' ব্যাকটিরিয়াটির উপস্থিতি পাওয়া যায়
- রেশমের ক্ষতি করে এই ব্যাকটিরিয়াটি
- ব্যাকটিরিয়াটির একাধিক অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে

পর্যটন আকর্ষণে অন্যতম কর্মসূচি

অর্কিড প্রদর্শনীতে কালিম্পংয়ের জন্মদিন

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৪ ফেব্রুয়ারি : ভালোবাসার দিনেই জন্মদিন ফুলের বাহারে ভরপুর পাহাড়ি জেলা কালিম্পংয়ের। সেই উপলক্ষ্যে শনিবার হরেকরকম অর্কিড আর ফুলের সম্ভার তুলে ধরল জেলা প্রশাসন। কালিম্পংয়ের মেলা ময়দানে দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। জেলার সংস্কৃতির পাশাপাশি বিভিন্ন প্রজাতির অর্কিড তুলে ধরার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ফুলমেলা। উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক কুহুক ভূষণ।

২০১৭ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি দার্জিলিং থেকে আলাদা করে জেলা ঘোষণা করা হয় কালিম্পংকে। এরপর থেকেই উত্তরবঙ্গের 'পর্যটন হাব' হিসেবে কালিম্পংকে তুলে ধরতে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। এদিন স্থানীয় খাবার, হস্তশিল্পের জিনিস, ফুল মিলিয়ে মোট ৫৪টি স্টল ছিল মেলায়। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর পাশাপাশি হর্টিকালচার, সেরিকালচার, বন দপ্তর সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের স্টল ছিল। উদ্যানপালনকে থিম করে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিশেষত স্থানীয় অর্কিডের প্রচার করা হচ্ছে। এদিনের ফুলমেলায় ৪ রকম প্রজাতির অর্কিড দেখা গিয়েছে। এগুলি হল এলিয়ট, পিচ স্ট্যান্ডার্ড, লেভিস ডুক বেলে ভিস্তা, কুরালটা পার্ক। এই অর্কিডগুলো স্টিকপ্রতি দেড়শো টাকা এবং টব সহ গাছের দাম ছিল দেড় থেকে দু'হাজার টাকা। এছাড়াও স্থানীয় জারবেরা, কার্নেশন এবং বিভিন্ন ক্যাকটাস দেখা গিয়েছে স্টলগুলোতে।

এদিন ইংল্যান্ড থেকে বেশকিছু পর্যটক আসেন অর্কিডের টানে। স্টলে স্টলে ঘুরে অর্কিড দেখেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। জেলা শাসক কুহুক বলেন, 'উদ্যানপালনকে কেন্দ্র করে জেলার প্রতিষ্ঠা দিবসে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। কালিম্পংয়ের অর্কিডের চাহিদা রয়েছে বিদেশেও।'

জলসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের কৃষি বিশেষজ্ঞ ডঃ বরুণকুমার পান্ডে বলেন, 'ফুলমেলায় আমাদের স্টলে প্রদর্শনীর পাশাপাশি অর্কিড বিক্রি করা হচ্ছে। অর্কিডকে কেন্দ্র করে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই আমাদের স্টলের সব অর্কিড বিক্রি হয়ে গিয়েছে।'

রবিবারও সকাল ১০টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চলবে ফুলমেলা। রবিবার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।

অর্কিডের সম্ভার ঘুরে দেখছেন কালিম্পংয়ের জেলা শাসক। শনিবার।

> **উদ্যানপালনকে কেন্দ্র করে জেলার প্রতিষ্ঠা দিবসে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। কালিম্পংয়ের অর্কিডের চাহিদা রয়েছে বিদেশেও।**
>
> **কুহুক ভূষণ**
> জেলা শাসক, কালিম্পং

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পুরুলিয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পুরুলিয়া - এর একজন বাসিন্দা শিবাশ মাহাতো - কে 24.11.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 78L 48627 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "জীবনে কোনোভাবে আর্থিক অবস্থার উন্নতি হলে তা যে কোনো ব্যক্তির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় হবে। ডিয়ার লটারি বিশাল পুরস্কারের অর্থ দিয়ে আমাদের জীবনকে সুন্দর করে তোলার জন্য একটি খুব ভালো সুযোগ করে দিয়েছে। এই জীবনকালীন উপহারের জন্য ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

BSF SR. SEC. RESIDENTIAL SCHOOL, KADAMTALA, SILIGURI
(Affiliated to CBSE New Delhi)

Walk In interview

Walk in interview for the post of Counselor & Wellness Teacher (TGT), TGT (Hindi) and Lower Division Clerk (Store Keeper) purely on contractual basis on **06/03/2026**. Details of required Qualification, Age limit and salary may be seen in the school website.

The interested eligible candidate should submit their application to the school office prior to the date of walk-in-interview through post or in person. Candidate must apply only in a prescribed Application Form alongwith self attested photo copies of all testimonials and original of the same must be produced during interview. Prescribed Application Form may be downloaded from school website **www.bsfschoolkadamtala.in** No separate call letter will be issued to the candidate. No TA/DA shall be admissible for attending the interview.

Phone No. 0353-2580820 Principal

আজ টিভিতে

ভি ফর ভ্যালেন্টাইন সেলিব্রেশনে মাতবে সবাই।
রাত ৯.৩০ মিনিট থেকে টানা দেড় ঘণ্টা স্টার জলসা

আইসিসি টি২০ ওয়ার্ল্ড কাপ ২০২৬ ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ
সন্ধে ৬.৫০ থেকে সরাসরি স্টার গোল্ডে

সিনেমা

জলসা মুভিজ : বেলা ১১.৩০ অরুন্ধতী, দুপুর ২.৩০ জিও পাগলা, বিকেল ৫.৩০ জয় মা তারা, রাত ৯.০০ সতীর একান্ন পীঠ

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ চ্যাম্পিয়ন, দুপুর ১.০০ প্রেমের কাহিনী, বিকেল ৪.০০ বড়বউ, সন্ধে ৭.০০ আই লভ ইউ, রাত ১০.৩০ চ্যালেঞ্জ

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ বাবা তারকনাথ, বেলা ১১.৩০ পূজা, দুপুর ২.০০ অগ্নিপথ, বিকেল ৫.০০ অভিমন্যু, সন্ধে ৭.৩০ মেজবউ, রাত ১০.০০ বস-টু

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ শ্রদ্ধাঞ্জলি, সন্ধে ৭.৩০ শিবগঙ্গা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ দাদাঠাকুর

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ওগো বিদেশিনী

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ৯.২০ বন্ধন, দুপুর ১২.৪০ রক্ষক, বিকেল ৩.৪০ দিল পরদেশী হো গ্যয়া, সন্ধে ৬.৫০ বর্ডার, রাত ১০.৩০ ফরিস্তে

স্টার গোল্ড : সকাল ৯.০৩ রাউডি রাঠোর, দুপুর ১২.১০ ওয়ার-টু, বিকেল ৩.২৪ ভুল ভুলাইয়া, রাত ১১.০০ ডিএনএ

স্টার গোল্ড টু : সকাল ১০.২৮ বস, দুপুর ১.১৪ অতিথি তুম কব জায়োগে, বিকেল ৩.২০ শুটআউট অ্যাট লোখণ্ডওয়ালা, সন্ধে ৬.০০ বেবি, রাত ৯.০০ দে দনা দন

জি বলিউড : বেলা ১১.১৫ লোফার, দুপুর ২.০৪ বোল রাধা বোল, বিকেল ৫.১৭ অন্ধা কানুন, রাত ৮.০০ চালবাজ, ১১.১৬ অপহরণ

সরদার (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার)
রাত ৮.০০ গোল্ডমাইনস

বাবা তারকনাথ
সকাল ৯.০০ জি বাংলা সোনার

মামণি নস্কর তৈরি করবেন আলু টিক্কা আর বেলের শরবত।
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

Phrases, Idioms and Riddles of Rajbanshi Language

রাজবংশী, বাংলা ও ইংরেজিতে
নয়াদিল্লির রূপা পাবলিকেশন থেকে সদ্য প্রকাশিত
উইং কমান্ডার ডঃ রণজিৎ কুমার মণ্ডলের
৮২৪ পাতার বই। ২৫০০ রাজবংশী ছিলকা ও সোল্লোক এখানে আকর্ষণীয়ভাবে ইংরেজি ও বাংলা কবিতার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সামাজিক ইতিহাসের এই অভিনব বইটির মূল্য ২৩৯৫/- টাকা

আগ্রহীরা বিশেষ ছাড়ের জন্য ফোন করুন 9844194611 নম্বরে
অথবা ই-মেল: ranjitmandal2005@yahoo.co.in

এসএলআর-এর জন্য ই-নিলাম

এসএলআর এবং ভিপিএইচ লিজিং-এর জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **বিবরণ** ঃ এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট)। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট)** ঃ ২৭-০২-২০২৬-এর ১২.৩০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়** ঃ ২৭-০২-২০২৬-এর ১৫.১০ ঘণ্টা, রেট ইউনিট ঃ প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং মাসুল।

নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ এসএলআর-লিজিং-০৬০

এসইরিয়ৈ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	ট্রিপস/দিন
৪৫/১	১৫৭০৪-এসএলআর-এফ১-বিএনজিএন-এনজেপি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
৪৫/২	১৫৭০৪-এসএলআর-এফ২-বিএনজিএন-এনজেপি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
৪৫/৩	১৫৯৬৭-এসএলআর-আর১-আরএনওয়াই-এলইডিও-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৪১০
৪৫/৪	১৫৮১৮-এসএলআর-এফ১-এনইউএলএন-এসকেএইচবি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩১
৪৫/৫	১৫৮৯৪-এসএলআর-এফ১-আরএনওয়াই-এমকেডএস-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
৪৫/৬	১৫৭০৪-এসএলআর-আর১-বিএনজিএন-এনজেপি-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
৪৫/৭	১৫৯৬৭-এসএলআর-এফ২-আরএনওয়াই-এলইডিও-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৮
৪৫/৮	২২৪১১-এসএলআর-এফ১-এনএইচএলএন-এএনভিটি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২০৯
৪৫/৯	১৫১২৭-এসএলআর-এফ১-আরএনওয়াই-এনটিএসকে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৪১৮
৪৫/১০	১৫৯৬৭-এসএলআর-এফ১-আরএনওয়াই-এলইডিও-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৪১০
৪৫/১১	১৫৮৯৪-এসএলআর-এফ২-আরএনওয়াই-এমকেডএস-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
৪৫/১২	১৫৮৯৪-এসএলআর-আর১-আরএনওয়াই-এমকেডএস-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
৪৫/১৩	১৫১২৭-এসএলআর-আর১-আরএনওয়াই-এনটিএসকে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৬২৬
৪৫/১৪	১৫১২৭-এসএলআর-এফ২-আরএনওয়াই-এনটিএসকে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৬

এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ১২-০২-২০২৬ তারিখে ই-নিলাম পোর্টাল www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবে প্রকাশিত হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ARMY PUBLIC SCHOOL BAGRAKOTE
SELECTION OF TEACHING AND NON TEACHING AND ADM STAFF ON ADHOC BASIS THROUGH LOCAL SCREENING BOARD (LSB) 2026

Post & Subject vacancies	Qualification & Experience
TGT Science, Social Science, Math	Graduate or Post Graduate with minimum 50 % and B Ed with minimum 50% marks (with the subject in which employment is sought).. Other qualifications as per CBSE Affiliation Bye Laws (Chapter IX). (CTET/TET, CSB preferred.)
PRT (ALL)	Graduate with 50%. 2 years Diploma in Elementary Education (D.El.Ed)/B.El.Ed, Other qualifications as per CBSE Affiliation Bye Laws (Chapter IX). B Ed qualified can also apply. Teachers who were already in service with Army Public School(APPS and those with B Ed degree and applied for Bridge Course in Elementary Education. (CTET/TET, CSB preferred.)
Pre-Primary (ALL)	Graduate in any discipline through any recognized Board/University with minimum 50% marks, Graduate Diploma in Nursery Teacher Edn/Pre School-Education Early Childhood education pgme (D.E.C Ed) of two yrs duration or B Ed (Nursery) from NCTE recog institution, with Computer Knowledge
Computer Teacher	B.Tech in Computer Science/B.Sc in Computer Science/ M.Sc in Computer Science /B.Sc with one year post graduate Diploma in Computer Science/ BCA/ MCA with B Ed.(Experienced candidates and having knowledge in AI & Robotics & CTET/TET, CSB shall be preferred).
Counselor	Graduate with Psychology Cert or Diploma in Counseling with min experience of 03 years as Wellness Teacher/Counselor.
Music Teacher	Graduate in Music /Higher Secondary with any one as per CBSE Affiliation Bye Laws (Chapter IX).
Librarian	Graduate with diploma in Library Science
Accountant	Commerce graduate or 15 years service as a clerk in the Defence Services. Basic computer application course of Army/Diploma in Computer Application of not less than one year duration. Knowledge of double entry system of accounting, excel sheet and accounting software. Minimum 5 years experience as a Accounts clerk in the defence services / reputed organization
Group D Peon, Aayah, Sweeper, Mali, Watchman & Bus Driver	Minimum VIII pass

Proficiency in teaching in English and Hindi medium and knowledge of Computer Application is compulsory for Teaching Post

1. A separate Application form must be filled for each category and each application should accompany a registration fee of Rs 250/- in the form of Demand Draft in favour of Army Public School Bagrakote Payable at Oodlabari.
2. Application form with attested copies of qualification and experience certificate and recent colour PP photograph. to be submitted on or before 05 March 2026 to APS Bagrakote.
3. No application will be accepted via email. Only Hard copy by hand/Post will be accepted. Incomplete Application forms will not be accepted. The date & time of interview will be intimated to the shortlisted candidates only.
4. Decision of the Management on the selection process will be final.
5. Application form for interview is available on School Website (https://apsbagrakote.org & AWES Website (www.awesindia.com) For detailed requisite qualifications, candidates must visit School Website)
6. No TA DA is admissible

Postal address: Army Public School Bagrakote, PO -Bagrakote, Dist - Jalpaiguri, Pin-734501,WB,Mob-8116150600/9475250082 Email: apsbagrakote@awesindia.edu.in Web : https://apsbagrakote.org

Principal, APS Bagrakote

বক্সা পাহাড়ে ট্র্যাপ ক্যামেরা

আলিপুরদুয়ার, ১৪ ফেব্রুয়ারি : পরপর দুইবার সাফল্য। এবছর বক্সা টাইগার রিজার্ভের জঙ্গলে ট্র্যাপ ক্যামেরা বসিয়ে দুটো সাফল্য পেয়েছে বন দপ্তর। প্রায় দুই বছর পর ট্র্যাপ ক্যামেরায় দেখা গিয়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ছবি। জঙ্গলে দেখা মিলেছে ক্লাউডেড লেপার্ডেরও। এবার তাই আরও বিশেষ বন্যপ্রাণীর সন্ধানে বক্সা পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় ট্র্যাপ ক্যামেরা লাগানো শুরু করেছেন বনকর্তারা। সেই কাজ প্রায় শেষের দিকে। ২০০ ক্যামেরা বক্সা টাইগার রিজার্ভের পূর্ব ও পশ্চিম বিভাগে লাগানো হচ্ছে। এতদিন এই ক্যামেরাগুলো সমতলে লাগানো ছিল।

এ নিয়ে বক্সা টাইগার রিজার্ভের উপক্ষেত্র অধিকর্তা (পূর্ব) দেবাশিস শর্মা বলেন, 'এক থেকে দেড় মাস ওই ক্যামেরাগুলো জঙ্গলে লাগানো থাকবে। সেগুলো খুলে পরে তথ্য দেখা হবে। আশা করছি, সেখান থেকে নতুন তথ্য পাওয়া যাবে।'

রায়মাটাং, বক্সা, লেপচাখা, আদমা সহ বিভিন্ন জায়গায় ওই ট্র্যাপ ক্যামেরা লাগানোর কাজ করছেন বনকর্মীরা। বন দপ্তরের আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, বক্সায় বন্যপ্রাণীদের সবসময় জঙ্গলে দেখা যায়। কিছু বন্যপ্রাণীদের আবার শীতকালে বেশি দেখা যায়। আবার ভুটান পাহাড় থেকে কিছু বন্যপ্রাণী শীতকালে বক্সায় চলে আসে। এখন শীত অনেকটাই কমছে। গরম বাড়তে থাকায় সমতলে সেই পাহাড়ি প্রাণীদের সংখ্যা কমছে। পাহাড়ের দিকে ঠান্ডা থাকায় সেখানে বন্যপ্রাণী থাকতে পারে। সে কারণে পাহাড়ের অংশে ট্র্যাপ ক্যামেরা লাগানো হচ্ছে।

বনকর্তারা মনে করছেন, পাহাড় থেকেও নতুন তথ্য আসতে পারে। বক্সার পাহাড়ের বর্তমান অবস্থা কী, জঙ্গলের ভিতরে কেউ ঢুকছে কি না, বনের পরিবেশ কেমন ইত্যাদি তথ্য পাওয়া যাবে ট্র্যাপ ক্যামেরা থেকে।

Still looking for the right school?
CHOOSING THE BEST SCHOOL FOR YOUR CHILD IS ONE OF THE MOST IMPORTANT DECISIONS YOU WILL EVER MAKE

AIR FORCE SCHOOL BAGDOGRA
PRE - KG TO XII (Arts, Science & Commerce)

SALIENT FEATURES OF THE SCHOOL: DISCOVER EXCELLENCE AT AIR FORCE SCHOOL BAGDOGRA

❖ ACADEMIC EXCELLENCE & QUALIFIED TEACHERS
- Rigorous CBSE - Aligned Curriculum Fostering Critical Thinking & Top Exam Results!
- Highly Trained, Inspiring Educators, Delivering Personalised Feedback!

❖ SUPPORTIVE COMMUNITY & HOLISTIC DEVELOPMENT
- Strong Student - Teacher - Parent Partnership for Shared Success!
- Focus on Health, Values & Social Responsibilities!

❖ SAFE & INCLUSIVE
- Disciplined Environment Ensuring Safety & Respect for Every Child!

❖ MODERN FACILITIES & VIBRANT EXTRA CURRICULARS
- State - of - The - Art Labs, Libraries, Technology & Maker Spaces!
- Sports, Arts, Workshops, Service Sparking Passion!

❖ Parent Engagement & Future - Ready
- Seamless Communication for Your Child's Success!
- Continuous Training & Innovative Adaptability!

ADMISSION OPEN FOR SESSION 2026-27
LIMITED SEATS HURRY UP!
JOIN THE BEST ENROLL TODAY

❖ Contact - 0353 - 2698093
Visit School Website: www.airforceschoolbagdogra.com

YOUR CHILD WILL HAVE A SEAMLESS TRANSITION TO A SCHOOL WITH HIGH ACADEMIC STANDARDS & EXCELLENT LEADERSHIP QUALITIES WHERE EVERY CHILD THRIVES.

VACANCIES

1. Applications are invited from eligible candidates at **Air Force School Hasimara** for the following posts:-

Ser No	Name of the post	No. of Vacancies	Pay Scale (DA & Category Linked Incentive as prescribed by IAF Educational Cultural Society)
1	NTT	02 under regular category	18000-550-23500-EB-700-30500
2	PGT History	01 under regular category	35000-1050-45500-EB-1350-59000
3	TGT Games (Female)	01 under regular category	33000-1000-43000-EB-1300-56000
4	TGT Music	01 under regular category	33000-1000-43000-EB-1300-56000
5	Clerk	01 under regular category	14500-450-19000-EB-550-24500
6	Helper (Female)	01 under regular category	13000-400-17000-EB-500-22000
7	Office Superintendent	01 under regular category	25000-750-32500-EB-1000-42500
8	PRT	01 on contractual basis	28500 (consolidated)
9	PGT Political Science	01 on contractual basis	35000 (consolidated)
10	PGT English	01 on contractual basis	35000 (consolidated)
11	PGT Economics	01 on contractual basis	35000 (consolidated)
12	LAB Attendant	01 on contractual basis	14000 (consolidated)
13	Helper	02 on contractual basis	13000 (consolidated)
14	Special Educator	01 on contractual basis	
15	TGT Math	01 for panel on contractual basis	33000 (consolidated)
16	TGT Sanskrit	01 for panel on contractual basis	33000 (consolidated)
17	PGT Geography	01 for panel on contractual basis	35000 (consolidated)
18	PGT Chemistry	01 for panel on contractual basis	35000 (consolidated)
19	PGT Physics	01 for panel on contractual basis	35000 (consolidated)

2. Interested candidates may check the eligibility criteria at **www.afschoolhasimara.com** or may contact at School's mobile number- 8158019552 (From 09:00 am to 01:00 pm). Eligible candidates are to submit the application as per prescribed form available on School's website, clearly mentioning the post applied for along with their address, contact number, passport size photograph and self-attested copies of relevant documents. The applications can be submitted on or before 01 March 2026 by mail to **airforceschoolhasimara@gmail.com** or by post to the following address:-

The Principal
Air Force School Hasimara
Dist-Alipurduar (WB), Pin – 735215

3. School Management Committee reserves the right of cancelling the selection process at any stage even after the advertisement without any notice or assigning any reason. The mode of official communication is letter/ e-mail.

E-TENDER NOTICE
Office of the Block Development Officer
Banarhat Development Block
Banarhat :: Jalpaiguri

Notice inviting Tender by the undersigned for different works vide Banarhat/BDO/NIT-042/2025-26, Dated : 11.02.2026. Last date of online bid submission : 19-02-2026 upto 18:00 Hours. For further details you may be visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Block Development Officer
Banarhat Development Block

Notice Inviting eBid

The Block Development Officer, Karandighi, Uttar Dinajpur invites the following NIT : 1. eNIT No:- 83/KDI/2025-26, Memo No : 892/Estt, Dated : 13/02/2026 Bid Proposal submission Start date : 13/02/2026 at 05.00 PM Bid Proposal for Submission Closing date : 20/02/2026 at 05.00 PM Bid Opening for Technical evaluation date : 23/02/2026.

Block Development Officer
Karandighi Development Block

বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এসএন্ডটি/এপিডিজে/৫৮ তারিখঃ ১২-০২-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছেঃ টেন্ডার সংখ্যা. এপি-এসটি-৫৮-২০২৫-২৬। কাজের নামঃ ০৩ (তিন) বৎসরের অর্থাৎ ৩৬ মাসের এক সময়সীমার জন্যে আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের ডাটা লগারসমূহের বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকা। টেন্ডার রাশিঃ ২,০২,৩২,২৮৭.৬৪/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৫১,২০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবেঃ ১২-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১২-০৩-২০২৬ তারিখে ই-টেন্ডার বন্ধ হওয়ার পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসএন্ডটি), আলিপুরদুয়ার মণ্ডল
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"এসকলিয়ে প্রাহক পরিষেবা"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৬১০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৬৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৯১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৫০৬৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৫০৭৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
O'ROMEO (Hindi)
Cast - Sahid Kapoor, Nana Patekar, Tripti Dimri etc.
Show Time : 12:00, 3:15 & 6:30 PM
Dolby Digital with AC

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881
O'Romeo — SHOW TIME 10.00 AM, 1.00 PM, 7.15 pm HINDI (A)
মন মানে না — SHOW TIME 4.15 PM BENGALI (U/A)

শিক্ষাদীক্ষা

■ পঃ বঃ সরকারের ইলেক্ট্রিক্যাল সুপারভাইজার/ওয়্যারম্যান কোর্সে ভর্তি চলিতেছে। পরীক্ষাকেন্দ্র শিলিগুড়ি। যোগ্যতা- মাধ্যমিক/ITI, Cont: YVTC- Alipurduar. M- 8167258938. (C/120132)

ভর্তি

■ নটরাজ ডান্স অ্যাকাডেমীতে ভর্তি চলছে। সব ধরনের নৃত্য শেখানো হয়। পরীক্ষা শেষে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। পান্ডাপাড়া, ১৩ নং গলি, জলপাইগুড়ি। M : 6297963946. (C/120444)

স্পোকেন ইংলিশ

■ নির্ভুল ইংরেজি দ্রুত শেখার ও স্বচ্ছন্দে বলার একটি অভিনব সহজ পদ্ধতির কোর্স রচনা করেছি। আগ্রহী শিক্ষার্থীরা ফোন করুন। 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/120444)

চিকিৎসা

■ Free Naturopathy & Yoga program for Chronic Issues. M : 8010189196 (Siliguri). (C/120724)

ডিস্ট্রিবিউটার চাই

■ জনপ্রিয় ব্রান্ড 'অহনা গোল্ড ঘি' বিক্রির জন্য এলাকাভিত্তিক ডিস্ট্রিবিউটার এবং বড় কাউন্টার বিক্রেতা চাই। 'অহনা গোল্ড ঘি' খেয়ে দেখুন। বাজারের সেরা না হলে ১০০ % ফেরত! যোগাযোগ : 9749827856/ 7364855525. (A/K)

টিউশন

■ TMV Gurukul Science Tuition (ICSE & CBSE) Shantinagar, 75839-79908. (C/120445)

Physics Class

■For CBSE/ICSE/WB/ NEET/JEE (Main & Advance) Foundation Course for IX-X at Ashrampara, Siliguri and Class will conduct by an experience IITian. 8837030364. (C/119791)

কিডনি চাই

■ কিডনি চাই B+ যদি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি কিডনি দিতে ইচ্ছুক, যোগাযোগ করুন। Mob No. - 8670762982. (C/120233)

■ কিডনি চাই A+, বয়স - 35 পুরুষ বা মহিলা Document ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M. No- 7439962789. (C/120728)

ভাড়া

■ ঘুঘুমারী, দিনহাটা রোডের ওপর 2700 sq.ft. দোতলায় ব্যাংক/ অফিস ভাড়া। M : 8250489971.

■ শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়ায় 1100 sq.ft. Area Commercial হিসাবে ভাড়া দিতে চাই। M : 8145709792. (C/120721)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ি লেকটাউন স্থিত বাড়ির নীচতলা বিক্রয় হইবে। No Broker. Ph. : 8637532650. (C/120600)

বিক্রয়

■ Flat for Sale in South Bharat Nagar Siliguri. First Floor 3 BHK 1350 sq.ft, 3rd floor 3 BHK 1050 sq.ft. & 2 BHK 700 sq.ft, 850 sq.ft. Ph. : 9933042000. (C/120730)

■ 2.5 কাঠা জমি রাস্তার ধারে বুড়ির পাট, খাগড়াবাড়ি, কোচবিহার বিক্রয় হইবে। Mob -9641503821. (C/120709)

■ আলিপুরদুয়ার জেলার এথেলবাড়ির জাগিঝড়া বাড়াবক মৌজায় ২০ বিঘা জমি বিক্রি আছে, NH 17 ফালাকাটা রোডের উপরে, ডিমডিমা নদীর ধারে। Call : - 9679090000. (C/120443)

■ জলপাইগুড়ি দশতলা হসপিটালের পাশে দশ ফিট পাকা রাস্তার ধারে ৩ কাঠা জমি বিক্রয় হইবে। M : 7908604517. (C/120281)

■ আদর্শপল্লির শিলিগুড়ি সংলগ্ন কামাতপাড়ায় আয়তাকার ৫ কাঠা জমি বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ :8617507264. (C/120448)

■ Flat for sale/2 BHK Ready to move, at Sukantanagar Auto Stand, Siliguri. P.H.- 98325-97060/98325-97050. (C/120592)

■ জলপাইগুড়ি গোমস্তাপাড়ায় প্লটিং করা বাস্তু জমি বিক্রয় হইবে। মো : 8250970116/ 7908314190. (C/120435)

■ 760 sq, 2 BHK (কার্পেট 633 sq) 2 বাথরুম মোডুলার কিচেন, ডাইনিং, দ্বিতল, লিফট সুবিধা বিক্রয়, কোচবিহার। M : 7001667221. (C/119555)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ি রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭১/২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে, সামনে ১৮' রাস্তা পিছনে ৮১/২' রাস্তা। ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। রাস্তা ৮১/২'। (M) 9735851677. (C/120440)

■ সুভাষপল্লি, Main Road সংলগ্ন, দু'কাঠা জমি, পাকা বাড়ি সহ অতি সত্বর বিক্রয়। দালাল নিষ্প্রয়োজন। M : 9434011008. (C/120445)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/-। (C/120445)

অ্যাফিডেভিট

■ আমি Ramesh Mandal, S/o Ashok Mandal গ্রাম- গোপালপুর, পোঃ মকদমপুর, থানা- ইংরেজ বাজার, জেলা- মালদা, পিন - 732103, আমার LICI পলিসিতে (যার পলিসিনাম্বার 454426198) আমার ও বাবার নাম ভুল থাকায় গত 13/02/26 তারিখে মালদা E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Ramen Mandal থেকে Ramesh Mandal ও বাবা Ratan Mandal থেকে Ashok Mandal করা হইল। Ramen Mandal ও Ramesh Mandal একই ব্যক্তি ও তার পিতা Ratan Mandal ও Ashok Mandal একই ব্যক্তি। (M/115469)

অ্যাফিডেভিট

■ ড্রাইভিং লাইসেন্স Regd নং WB 63 2011 0898204 আমার বাবার নাম ভুল ছাপা হয়েছে। গত 10-02-26 E.M., সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা বাবা Raicharan Barman এবং Rai Charai Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। Patit Barman, গুড়িয়ারপাড়, পোঃ ছাট রামপুর, থানা ঃ তুফানগঞ্জ, জেলা : কোচবিহার, পঃ বঃ। (C/119567)

■ ড্রাইভিং লাইসেন্স Regd নং WB 63 2012 0945049 আমার বাবার নাম ভুল লিপিবদ্ধ হয়েছে। গত 11-02-26 E.M., সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা বাবা Abubakkar Siddik এবং A. Siddik উভয়েই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন।- Hosen Miah, গ্রাম ও পোঃ পানিশালা, থানা : কোতোয়ালি, জেলা ঃ কোচবিহার, পঃ বঃ। (C/119568)

■ I, Asoke Kumar Agarwala, S/O- Ramotar Agarwala, of Dinbazar, Ward No:- 04, Near Maszid, PS : - Kotwali, Po& Dt. : - Jalpaiguri vide affidavit before Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, Jalpaiguri 11/02/2026, declare that in my Sons Abhishek Sanghai's and Subham Sanghai's all documents Father's name is mentioned as Asoke Sanghai. That Ashoke Agarwal, Asoke Sanghai & Asoke Kumar Agarwala is the same & identical person. (C/120279)

কর্মখালি

■ Job for construction side Supervisor and Office Staff. M : 9832435969. (C/120450)

■ The Paan Palace শিলিগুড়িতে খিলি পানের কাজ জানা এবং Sales & Service-এর জন্য দক্ষ পুরুষ কর্মী প্রয়োজন। M : 8918394139. (C/120441)

■ শিলিগুড়িতে নতুন রেস্টুরেন্ট (CAFE) চা, কফি সহ ফাস্টফুড বানানোর জন্য অভিজ্ঞ কুক চাই। (M) 9832092427. (C/120441)

■ Required an Experience S. R. for ready stock marketing (Namkeen) at Siliguri. Salary : 12K+TA & DA. Call : 99320-20008. (C/120444)

■ আলিপুরদুয়ারে ঔষধের দোকানে অভিজ্ঞ কাজ জানা কর্মচারী চাই। M : 7584015735. (U/D)

■ স্টাফ প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠিত দোকান - বিশ্বাস হার্ডওয়্যার, হাতি মোড়, শিলিগুড়ি - যোগাযোগ :+91 9163465096. (C/120701)

■ Required salesperson from Siliguri for Distribution House. Earning potentiality 15k+ to 25k+. Contact No. : 9933520742, 9883653139. (120713)

■ মালবাজার সংলগ্ন বাটাইগোলে থ্রি-স্টার রিসোর্ট - 'সিদ্ধারাজ'-এ বিভিন্ন পদে কর্মী নিয়োগ করা হবে। যোগাযোগ - 8274015814. (C/120714)

■ সেভোক রোড শিলিগুড়িতে অবস্থিত চা কোম্পানিতে পুরুষ এবং মহিলা টেলিকলার (Telecaller) এবং টি প্যাকেট করার কর্মী (Tea Packaging Worker) প্রয়োজন। Contact - Surajmukhi Tea Pvt. Ltd. M : 89186 87155 / W : 89724 56550. (C/120444)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে থাকা-খাওয়া সহ রান্না জানা সাথে বাড়ির কাজের দিন-রাত থাকার মহিলা (বয়স 50 এর মধ্যে) চাই। M : 9373439448. (C/120444)

■ Urgently required Aged Person 50-60 for office work. (M) 9434498473. (C/120445)

■ জলপাইগুড়ি আনন্দম স্কুলে স্থানীয় অভিজ্ঞ Office Staff চাই। Duty : 9 AM - 6 PM. W/AP CV - 7407452164. (C/120722)

■ Residential Housekeeper required. Mo : 9434059042. (C/120725)

■ Tally Expert Accountant required (B.Com Must). M : 8346959533. (C/120705)

■ শিলিগুড়িতে চিমনি সেলস্ ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন - ১৪,১০০/- ও ইনসেন্টিভ। কাজের সময়- সকাল ৮-৩০ থেকে ২টা। Ph : 98320 09039. (C/120448)

■ Gangtok Mall, Hotel, Co. বিভিন্ন পদের ঃ- পরিশ্রমী লোক চাই। (S) : 30,000/- পর্যন্ত। 9434117292. (C/120448)

SUNSHINE SCHOOL

■ BIRPARA-ALIPURDUAR, WB-735204, (Affiliated to ICSE & ISC, New Delhi) Applications are invited for the following posts:- PGT-English, Chemistry, P.Ed. PRT-Hindi, Pre Primary: NTT, D.El. Ed., B.Ed. Hand written application with Bio Data and photocopies of Mark Sheets should reach the Principal before 28.02.2026. (C/120441).

কর্মখালি

■ রেস্টুরেন্টের জন্য হেল্পার চাই। থাকা-খাওয়া ফ্রি। বেতন - 10000/- - 12000/-, ঠিকানা- শিলিগুড়ি। (M) 9832543559. (120447)

■ শিলিগুড়িতে ডাক্তারের গাড়ি চালাবার জন্য 30+ এক্সপার্ট ড্রাইভার প্রয়োজন। সময় : 9 AM - 8 PM. (M) 7797709455. (C/120448)

■ ভাগীরথি দুধের অফিসে Accounts কাজ জানা কর্মী প্রয়োজন, Tally জানতে হবে। যোগাযোগ - 79081 80066. বেতন - 15,000/-। (C/120444)

Vacancy

■ Urgent Requirements of PGT-Chem, Phys, TGT. Maths, Bio for a CBSE School in Islampur, U/D. Submit your resume in greenvallyisp@gmail.com or in W/P 9064952280, 9734760084.

DELHI PUBLIC SCHOOL

■ (DPS-Dooars) (Under the aegis of the DPS Society, New Delhi) ETHELBARI-ALIPURDUAR-735204 (Affiliated to CBSE - New Delhi) Applications are invited for the following posts :- PGT - English, Computer Science & P.Ed. TGT-English & Math, Dance, Music. Salary will not be a constraint for deserving candidates. Aspiring candidates may forward hand written Application, Bio Data and Mark Sheets to the Principal by 28.02.2026. (C/120441)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

কোর কমিটি

বারাসত, জঙ্গিপুর ও বহরমপুর সাংগঠনিক জেলার কোর কমিটি ঘোষণা করল তৃণমূল। বারাসত সাংগঠনিক জেলার যুগ্ম আহ্বায়কের দায়িত্ব দেওয়া হল জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে। আহ্বায়ক হলেন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ।

বিমানে বোমাতঙ্ক

ওড়ার আগে শৌচাগারে সন্দেহজনক চিরকুট। আর সেখান থেকেই বোমাতঙ্ক ছড়াল শিলংগামী বিমানে। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতা বিমানবন্দরে। অবশ্য তল্লাশির পর বিমানটি গন্তব্যে উড়ে যায়।

বালতিতে বোমা

বালতি ভর্তি বোমা উদ্ধার হল কীর্ণাহার থানা এলাকায়। শনিবার কাজীপাড়া গ্রামের একটি পুকুর পাড়ে বাঁশবাগানে রাখা বালতি থেকে ১০টি বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনাস্থল ঘিরে রাখা হয়েছে। তদন্ত চলছে।

পরিযায়ীর মৃত্যু

বীরভূমের কাফেরপুরের আরেক পরিযায়ী শ্রমিকের অকাল মৃত্যু হল। বছর ২৩-এর বাপ্পা শেখ রাজমিস্ত্রীর কাজ করতেন চেন্নাইয়ে। ময়নাতদন্তের পর তাঁর দেহ রাজ্যে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হবে।

আজ থেকে প্রতি বিধানসভা কেন্দ্রে যুবসাথীর আবেদন গ্রহণ

প্রকল্পে খামতি নয়, ডিএমদের বার্তা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সংঘাত আরও তীব্র করল নবান্ন। ভোটার তালিকা আরও ত্রুটিমুক্ত করতে শুক্রবারই জেলা শাসকদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। তার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই শনিবার সকালে নবান্ন থেকে ভার্চুয়াল বৈঠক করে মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী জেলা শাসকদের স্পষ্ট নির্দেশ দেন, 'যুবসাথী' সহ তিন নতুন প্রকল্পের নথিভুক্তিকরণের কাজ রবিবার থেকে ১০ দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে। একই সঙ্গে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে যে আবেদনগুলি পড়ে রয়েছে, সেগুলির নিষ্পত্তিও এই সময়কালের মধ্যে শেষ করতে হবে। ভোটার তালিকার কাজের জন্য রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজে কোনও খামতি রাখা যাবে না বলেই স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব। নবান্নের কর্তারা জানিয়েছেন, এদিনের বৈঠক থেকেই স্পষ্ট, নির্বাচন কমিশন যতই চাপ দিক না কেন, রাজ্য প্রশাসন তার নিজের মতো চলবে।

রবিবার থেকে রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত দুয়ারে সরকারের আদলে শিবির শুরু হবে। যুবসাথী, ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের ভাতা সহ তিনটি প্রকল্পের জন্য এখানে ফর্ম জমা নেওয়া হবে। কী কী নথি লাগবে, সেই সংক্রান্ত নির্দেশিকাও শনিবার বিকালে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে নবান্ন। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, রাজ্যের

- ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রতিদিন (ছুটির দিন বাদে) সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত শিবির চলবে
- অফলাইনের পাশাপাশি অনলাইনে আবেদন করা যাবে
- প্রতিদিনই নথিভুক্ত ডেটা পোর্টালে আপলোড করতে হবে

স্থায়ী বাসিন্দা, মাধ্যমিক পাশ ও ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সের বেকাররা প্রতি মাসে দেড় হাজার টাকা ভাতা পাবেন। প্রার্থী চাকরি পেয়ে গেলে বা অন্য স্কিমে ঢুকে পড়লে তিনি অযোগ্য বলে প্রমাণিত হবেন। এই ফর্ম প্রতিটি কেন্দ্রে বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

এছাড়াও wbsportsandyouth.gov.in এবং sportsandyouth.wb.gov.in ওয়েবসাইট থেকে ফর্ম ডাউনলোড করা যাবে। এদিনের ভার্চুয়াল বৈঠকে মুখ্যসচিব জানিয়ে দেন, কোনওভাবেই সরকারি প্রকল্পের কাজে খামতি রাখা যাবে না। প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে ক্যাম্পগুলি ঠিকমতো চলছে কি না, তা নিয়ে পরের দিন বেলা ১১টার মধ্যে নবান্নে রিপোর্ট পাঠাতে হবে জেলা শাসকদের। যুব কল্যাণ, কৃষি এবং নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের কর্মীদের এই কাজে নিয়োগ করতে হবে। আবেদনপত্র গ্রহণ করে নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে তথ্য আপলোড করতে হবে ও যাচাই করতে হবে। সকাল ১০টার আগে শিবিরের দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের সেখানে পৌঁছে যেতে হবে। নিরাপত্তাজনিত কোনও সমস্যা হলে স্থানীয় থানার সাহায্য নেওয়া যাবে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, একদিকে কমিশন যখন ভোটার তালিকা 'ত্রুটিমুক্ত' করার জন্য জেলা শাসকদের ওপরে চাপ তৈরি করছে, তখন নবান্ন অন্তর্বর্তী বাজেটে ঘোষিত প্রকল্প রূপায়ণে কোনও খামতি রাখতে চাইছে না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই নাম নথিভুক্ত করে আগামী আর্থিক বছরের প্রথম অর্থাৎ এপ্রিল থেকেই উপভোক্তাদের হাতে ভাতা পৌঁছে দিতে চাইছে। এপ্রিল মাসে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে তরুণ সমাজ, মহিলা ও কৃষকদের মন জয় করতে ভোটের আগেই তাঁদের হাতে টাকা পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর রাজ্য সরকার।

যুব মোর্চার 'চাকরি চায় বাংলা' শিবির

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : ভোটের মুখে যুবসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যত বেকার ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। পালটা কৌশল হিসেবে দলের যুবমোর্চাকেও মাঠে নামাতে চলেছে বিজেপি। এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে দলের সেই কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বিজেপির শিবিরের নাম 'চাকরি চায় বাংলা'। শনিবার সল্টলেকে এই কর্মসূচির কথা ঘোষণা করে বিরোধী দলনেতা বলেন, 'রাজ্যের ১৬ লক্ষ আবেদনকারীর প্রতিশ্রুতি পূরণ না করে ভোটের আগে বেকার তরুণদের ভাতা দিয়ে ভোট কিনতে চাইছে এই সরকার। রাজ্যের যুব সমাজের কাছে আমার আবেদন, তৃণমূলের ওই শিবিরে না গিয়ে বিজেপি যুবমোর্চার 'চাকরি মাঙ্গে বাংলা' ক্যাম্পে গিয়ে আবেদন জমা করুন।' শুভেন্দুর অভিযোগ, ২০১৩-তে যুব উৎসাহ প্রকল্প চালু করেছিল রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পে ২০১৩-তে মোট ১৭ লক্ষ আবেদন জমা পড়ে। কিন্তু মাত্র ১ লক্ষ আবেদনকারীকে সীমিত সময়ের জন্য ভাতা দিয়ে ২০১৭-১৮ থেকে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। বঞ্চিতদের এই তালিকা দেখিয়ে

> রাজ্যের যুব সমাজের কাছে আমার আবেদন, তৃণমূলের ওই শিবিরে না গিয়ে বিজেপি যুব-মোর্চার 'চাকরি মাঙ্গে বাংলা' ক্যাম্পে গিয়ে আবেদন জমা করুন।।
>
> -শুভেন্দু অধিকারী

এদিন শুভেন্দু বলেন, 'আমরা এদের প্রত্যেকের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রকৃত সত্য সামনে আনব।' যুবশ্রী প্রকল্পের ১৭ লক্ষ আবেদনকারীর বর্তমান অবস্থা নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবিও জানান তিনি। একই সঙ্গে শুভেন্দুর দাবি, রাজ্যে বিজেপির সরকার হওয়ার পর হরিয়ানা, মহারাষ্ট্রের বিজেপি সরকারের মতোই এরাজ্যের বেকার তরুণদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করবে বিজেপি সরকার।

আমার পরাণে প্রেমের বিন্দু... *শনিবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল*

তাৎক্ষণিকভাবে বাদ প্রায় সাড়ে ৬ লক্ষ

৫০ লক্ষ ভোটারের নথি যাচাই বাকি

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : ৫০ লক্ষ নথি যাচাইয়ের জন্য হাতে সময় মাত্র ৭ দিন। ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হওয়ার কথা। তার জন্য ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে শুনানি ও নথি যাচাই চূড়ান্ত করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ দু-একদিন পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না সিইও মনোজ আগরওয়াল। এসআইআর শুনানির শেষদিনে ভোটার তালিকা থেকে সাড়ে ৬ লক্ষের বেশি নাম বাদ পড়তে চলেছে বলে সিইও দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। শুনানিতে ডাকা হয়েছিল প্রায় দেড় কোটি লোককে। এর মধ্যে ৫০ লক্ষের কিছু বেশি লোকের নথি এখনও যাচাই সম্পূর্ণ হয়নি। ভবিষ্যতে এই সংখ্যা আরও কিছুটা বাড়তে পারে। নির্বাচন কমিশন অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসার এন কে মিশ্রকে স্পেশাল অবজার্ভার হিসাবে নিয়োগ করেছে। তাঁকে মহারাষ্ট্রের নির্বাচনেও কাজে লাগানো হয়েছিল।

শনিবার বিকেল ৫টায় শেষ হয়েছে এসআইআর শুনানি। আনম্যাপড ও তথ্যগত অসংগতির কারণে যাঁরা শুনানিতে ডাক পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রায় ৫ লক্ষ অনুপস্থিত। এখনও পর্যন্ত অযোগ্য বলে চিহ্নিত করা গিয়েছে ১ লক্ষ ৬৩ হাজার। স্বাভাবিকভাবে শনিবার রাত ১২টার পর অনুপস্থিত ৫ লক্ষ ও অযোগ্য ১ লক্ষ ৬৩ হাজার নাম তালিকা থেকে বাদ যেতে চলেছে। এদিন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, 'সব মিলিয়ে প্রায় ৫০ লক্ষ নথি এখনও যাচাই বাকি। ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সেই কাজ চূড়ান্ত করতে বলা হয়েছে। ওই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ

> সব মিলিয়ে প্রায় ৫০ লক্ষ নথি এখনও যাচাই বাকি। ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সেই কাজ চূড়ান্ত করতে বলা হয়েছে। ওই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে আরও কয়েক লক্ষ নাম বাদ যেতে পারে।
>
> -মনোজ আগরওয়াল

হলে আরও কয়েক লক্ষ নাম বাদ যেতে পারে।'

সিইও বলেন, 'যথেষ্ট দ্রুততার সঙ্গে নথি যাচাই চলছে। ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ইআরওরা তা চূড়ান্ত করলে সুপার চেকিং করে তা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য দিল্লিতে পাঠাতে হবে। দিল্লির অনুমোদন পেলে চূড়ান্ত তালিকা ছাপার কাজ শুরু হবে। কোনও কারণে যদি ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ করা না যায়, সেক্ষেত্রে দু-এক দিনের মধ্যেই তা করা যাবে।'

এদিন ইআরওদের উদ্দেশে সিইও বলেছেন, 'সুপ্রিম কোর্ট আপনাদের চূড়ান্ত ক্ষমতা দিয়েছে। তার মানে এই নয়, ক্ষমতার অপব্যবহার করা। আমার অনুরোধ আগামী দু-দিন কোনও চাপ বা আবেগের বশবর্তী না হয়ে ভয়মুক্তভাবে ত্রুটিমুক্ত তালিকা তৈরির কাজ করুন।' শুনানিতে যাঁদের নাম বাদ যাবে, তাঁরা সংশ্লিষ্ট জেলা শাসকের কাছে ফের আবেদন করতে পারবেন। সেখানেও তা গ্রাহ্য না হলে সিইও-র কাছে সরাসরি আবেদন করা যাবে। খসড়া তালিকায় যাঁদের নাম ছিল না, তাঁরা ফর্ম ৬-এ নতুন করে নাম তোলার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

রাজ্য সরকারের দেওয়া ৬ হাজারের বেশি গ্রুপ বি অফিসারদের নিয়োগ সংক্রান্ত জটিলতা পুরোপুরি না কাটলেও যাঁরা যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছেন, তাঁদের জেলাতেই পর্যবেক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য জেলা শাসকদের এদিন নির্দেশ দিয়েছেন সিইও। সোম ও মঙ্গলবার তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সূত্রের খবর, ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগে অভিযুক্ত দুই ইআরও, দুই এইআরও এবং একজন ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের বিরুদ্ধে এফআইআরের নির্দেশ কার্যকর না করার জন্য শুক্রবার মুখ্যসচিবকে দিল্লিতে ডেকে অবিলম্বে তা কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।

৫৪৪ 'অযোগ্য'-র আবেদন বাতিল ঘোষণা এসএসসি'র

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : মার্চেই গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মী নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষা নেবে স্কুল সার্ভিস কমিশন। পরীক্ষায় আবেদনকারীর সংখ্যা প্রায় ১৬ লক্ষ। স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বারবার আবেদনকারীদের নথি যাচাই করছে এসএসসি। এর জেরে ৫৪৪ জন চিহ্নিত 'অযোগ্য'-র আবেদন বাতিল করা হল। এসএসসির আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, গ্রুপ সি পরীক্ষার জন্য ২৮৮ জন ও গ্রুপ ডি পরীক্ষার জন্য ২৫৬ জন 'অযোগ্য' চাকরিহারা শিক্ষাকর্মী নতুন করে পরীক্ষায় বসার আবেদন জানিয়েছিলেন। তাঁদের কোনওভাবে অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া যাবে না বলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানাল কমিশন।

গ্রুপ সি শূন্যপদের সংখ্যা ২৯৮৯টি ও গ্রুপ ডি শূন্যপদ রয়েছে ৫৪৮৮টি। এর মধ্যে গ্রুপ সি নিয়োগের জন্য আবেদন করেছেন ৮ লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থী। গ্রুপ ডি-তে আবেদন জমা পড়েছে ৮ লক্ষ ২০ হাজারের কাছাকাছি। প্রায় দেড় হাজার পরীক্ষা কেন্দ্রে দুপুর ১২টা থেকে পরীক্ষা নেওয়া হবে। গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষা হবে যথাক্রমে ৬০ ও ৪০ নম্বরের। ইতিমধ্যেই একাদশ-দ্বাদশের বিষয়ভিত্তিক ও জাতিভিত্তিক ম্যাচিং ভ্যাকেন্সি পৌঁছে গিয়েছে এসএসসির হাতে। আপাতত ৫০০টি শূন্যপদের তালিকা পাঠিয়েছে শিক্ষা দপ্তর। সেই তালিকা বারবার খতিয়ে দেখার কাজ চলছে। এসএসসির আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, সব ঠিক থাকলে আগামী সপ্তাহের শুরুতেই কাউন্সেলিংয়ের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হতে পারে। কেন্দ্রীয়ভাবে বিধাননগরের আঞ্চলিক কার্যালয়ে এই একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের কাউন্সেলিং হবে। যা চলতি মাসের চতুর্থ সপ্তাহেই শুরু হওয়ার

- শিক্ষাকর্মী পদে আবেদনকারী ৫৪৪ জন 'অযোগ্য'র আবেদন বাতিল
- অ্যাডমিট কার্ড এসএসসির ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন গ্রুপ সি-ডি পরীক্ষার্থীরা
- একাদশ-দ্বাদশের ৫০০টি শূন্যপদের ম্যাচিং ভ্যাকেন্সি এসএসসির হাতে

সম্ভাবনা। কাউন্সেলিংয়ে ডাক পেয়েছেন মোট ৮২৯৯ জন চাকরিহারা শিক্ষক। শূন্যপদের সংখ্যা ১২,৪৪৫টি। চূড়ান্ত মেধাতালিকা ও ওয়েটিং লিস্ট মিলিয়ে প্রায় ১৮ হাজার প্রার্থীর নামের তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন।

এরই মধ্যে এসএসসির ওয়েবসাইটে গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি পরীক্ষার্থীদের প্রভিশনাল অ্যাডমিট কার্ড আপলোড করা হয়েছে।

টেট আন্দোলনকারীদের আশ্বাস নয় ধর্মেন্দ্রর

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : টেট প্রার্থীদের চাকরির অনিশ্চয়তা কাটাতে স্পষ্ট করে কোনও বার্তা দিলেন না কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। শনিবার কলকাতার বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হোটেলে বিজেপির উদ্যোগে আয়োজিত টিচার্স মিট-এ অংশ নেন ধর্মেন্দ্র।

ভাষণে টেট পরীক্ষার্থীদের দুর্দশার ব্যাপারে সহানুভূতি জানিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, 'আপনাদের দুঃখ আমি বুঝি। আপনাদের সমস্যার বিষয়ে আমার সহানুভূতি রয়েছে। কিন্তু বিষয়টি আদালতের বিচারাধীন। রাজ্যে বিজেপি সরকার হলে আপনাদের সমস্যার সমাধানে কোনও না কোনওভাবে একটা রাস্তা বের করবে বিজেপি সরকার।'

রাজ্যের টেট দুর্নীতির জেরে কাজ হারানো হাজার হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী তাঁদের দাবি আদায়ে কখনও ধর্নায় কখনও বা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছেন। তাঁদের দাবির ব্যাপারে রাজ্যের তরফে একাধিকবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। সামনেই নির্বাচন, সেই নির্বাচনে কর্মসংস্থানের প্রশ্নে রাজ্যকে নিশানা করেছে বিজেপি। সেই প্রশ্নেই আন্দোলনকারীদের হাতিয়ার করতে চায় তারা। সেই লক্ষ্যে আন্দোলনকারীদের একজোট করতে এদিন শিক্ষক সমাবেশে তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। বৃহত্তর গ্র্যাজুয়েট টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন

শনিবার টিচার্স মিটে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান।

সহ একাধিক আন্দোলনকারী মঞ্চের নেতারা এদিন অনেক প্রত্যাশা নিয়ে শামিল হয়েছিলেন মন্ত্রীর সভায়। কিন্তু মন্ত্রীর আশ্বাসে অধিকাংশই হতাশ। বৃহত্তর গ্র্যাজুয়েট টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটির সদস্য মানব দাস বলেন, 'আমরা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করেছি, কেন্দ্রীয় সরকার যেন আইন প্রণয়ন করে বলে যে ২০১১ সালের আগে নিযুক্ত শিক্ষকদের টেট পরীক্ষা দিতে হবে না। মন্ত্রী টেট নিয়ে কোনও সদুত্তর না দেওয়ায় আমরা হতাশ।' সংবাদমাধ্যমের কাছে আন্দোলনকারী মঞ্চের নেতাদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ্যে আসায় অস্বস্তিতে পড়ে বিজেপি। প্রতিক্রিয়া দিতে বাধা দেওয়ায় বিজেপির টিচার্স সেলের নেতা পিন্টু পাড়ুইয়ের সঙ্গে তা নিয়ে রীতিমতো বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন আন্দোলনকারী মঞ্চের নেতারা।

এদিন তৃণমূল তাদের দলীয় কাজে মিড-ডে মিলের তহবিল ব্যবহার করছে বলেও অভিযোগ তোলেন ধর্মেন্দ্র। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর পাল্টা কটাক্ষ, 'ভিত্তিহীন এবং মনগড়া অভিযোগ। যদি কোথাও এমন কোনও অভিযোগ পাওয়া যায়, তাহলে যে কেউ বিষয়টি নিয়ে এফআইআর দায়ের করতে পারে। কোনও অভিযোগ এখনও সরকারের নজরে আসেনি।' এদিন রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে ধর্মেন্দ্র বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে। শুধু দুর্নীতি নয়, শিক্ষা পরিকাঠমোকে ধ্বংস করে শিক্ষক সমাজের মেরুদণ্ড বিকিয়ে দিয়েছেন।'

মমতা ভ্যালেন্টাইন্স বার্তায় ভোটের জল্পনা

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : শনিবার ভালোবাসার দিন ভ্যালেন্টাইন্স ডে'তে রবীন্দ্রনাথের কবিতা সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দিলেন, প্রেমের কোনও নির্দিষ্ট দিন না হলেও তা পালন করতে একটা বিশেষ দিন হল ক্ষতি কী? কবিগুরুর কবিতা 'অনন্ত প্রেম'-এর পংক্তি উদ্ধৃত করে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শতরূপে শতবার, জনমে জনমে, যুগে যুগে আনিবার।' প্রেমের দিবসে শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন্স ডে। ভালোবাসা দীর্ঘজীবী হোক।' এর আগে মুখ্যমন্ত্রী ভ্যালেন্টাইন্স ডে'তে কোনওদিন সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেননি। এবারই প্রথম তাঁর এই পোস্ট ইঙ্গিতবাহী বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এদিন বিকালেই দলের এক্স হ্যান্ডেলে ভিডিও পোস্ট করে দেখানো হয়েছে, 'একহাতে স্নেহ, অন্য হাতে ঢাল। বাংলার ভ্যালেন্টাইন বিধি চিরকাল।'

এদিন এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'ভ্যালেন্টাইন্স ডে শুধুমাত্র ব্যক্তি, সম্পর্কের, প্রেমের উদযাপন নয়। এটি ভালোবাসার বিস্তৃত ও মহত্তম প্রকাশের দিন। এমন এক ভালোবাসা, যা জাত, ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণির বিভাজন অতিক্রম করে মানবিক সংহতির বার্তা দেয়।' মুখ্যমন্ত্রীর এই পোস্ট রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে। সামাজিক সম্প্রীতি ও সহমর্মিতার ডাক দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির ধর্মীয় গোঁড়ামিকে আঘাত করেছেন বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বিজেপির ব্রিগেড

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : '২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে ব্রিগেড সমাবেশ করতে চলেছে বিজেপি। শনিবার সল্টলেকে বিজেপির বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে। বৈঠকে কেন্দ্রীয় নেতা ভূপেন্দ্র যাদব, সুনীল বনশল, মঙ্গল পান্ডে সহ বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। সব ঠিকঠাক থাকলে ভোট ঘোষণার আগেই মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মেদির উপস্থিতিতে কলকাতায় ব্রিগেড সমাবেশ হতে পারে। ব্রিগেড সমাবেশকে সফল করতে দোলের পরেই রাজ্য জুড়ে রথযাত্রার কর্মসূচি নিয়েছে বিজেপি। কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত রাজ্যের অধিকাংশ বিধানসভাকে ছুঁয়ে এই রথযাত্রা যাবে। এদিকে ২০ বা ২২ ফেব্রুয়ারি রাজ্যে আসতে পারেন অমিত শা।

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায়ীদের জন্য সপ্তাহটি বেশ ভালো। কর্মপ্রার্থীরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য এবং চাকরি দুই-ই পেতে পারেন। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কোনও কাজের গতি ফিরে পাবেন। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। ব্যবসায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকুন। ভ্রমণের পরিকল্পনা বাস্তব হবে।

বৃষ : পৈতৃক সম্পত্তি ভাগাভাগির ক্ষেত্রে খুব মাথা ঠান্ডা করে কথাবার্তা বলুন। বিমা, ব্যাংক প্রভৃতি সংস্থার কর্মীদের ক্ষেত্রে সপ্তাহটি ঘটনাবহুল হতে পারে। স্বদেশে বা বিদেশে কোনও নামী কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ মিলতে পারে। সন্তানের পড়াশোনায় বিশেষ সাফল্যে গর্বিত হবেন। উচ্চশিক্ষায় সবরকমের বাধা কাটবে।

মিথুন : যে কোনও কারণে সপ্তাহজুড়ে মানসিক অস্থিরতা থাকবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক বজায় রাখতে পারলে উপকৃত হবেন। কর্মক্ষেত্রে শত্রুদের শক্তি কমবে। শরিকি সম্পত্তিগত বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা কেটে যাবে। রাজনীতিকদের সামাজিক প্রতিপত্তি বাড়বে।

কর্কট : আপনার অহংকারের জন্য অপমানিত হতে পারেন। চিকিৎসা নিয়ে পড়ুয়াদের উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ। জমি বা সম্পত্তিগত কোনও মামলায় জয়ের সম্ভাবনা। পথেঘাটে এ সপ্তাহে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। পায়ের হাড়ে আঘাত লাগার সম্ভাবনা। কোনও গুণী ব্যক্তির সাহচর্যে আনন্দলাভ। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং বাড়তি দায়িত্বে শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি বাড়বে।

সিংহ : দারুণভাবে কিছু শুরু করেও এ সপ্তাহে কিছুটা হতাশ হতে পারেন। তবে চিন্তা নেই, ধীরে হলেও সাফল্য পাবেন। পড়ুয়ারা সঠিক অনুশীলনের অভাবে আশাতীত ফল পাবেন না। কমবেশি অর্থ উপার্জন হলেও ব্যয়ের মাত্রা প্রচুর। ভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। বহুদিন ধরে দেখা কোনও স্বপ্নপূরণ হবে এ সপ্তাহে। কর্মপ্রার্থীরা সপ্তাহের মাঝে খুব ভালো খবর পাবেন।

কন্যা : অলসতার কারণে কর্মক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাবেন না। জমি বা পুরোনো সম্পত্তি কেনার ক্ষেত্রে বাড়ির গুরুজনদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে নিন। ব্যবসায় শত্রুপক্ষকে তুচ্ছ মনে করলে ভুগতে হতে পারে। বাড়ির কোনও গোপন বিষয় নিয়ে বন্ধুমহলে আলোচনা করবেন না। নিকট কোনও আত্মীয়ের পরামর্শে ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষায় সাফল্য ও কর্মপ্রাপ্তি।

তুলা : ব্যবসা ও পেশাদারি কাজকর্মে এ সপ্তাহ অপেক্ষাকৃত শুভ। স্ত্রীর শারীরিক সমস্যা নিয়ে একটু মানসিক চঞ্চলতা থাকবে। সৃষ্টিশীল কাজে সুনাম অর্জন। বাড়ি সংস্কার করতে গিয়ে আর্থিক বিষয় নিয়ে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে মনোমালিন্য। খেলাধুলোয় বিশেষ সম্মান লাভ। যে কোনও খবরের সত্যতা যাচাই করে তবে কোনও পদক্ষেপ নেবেন।

বৃশ্চিক : কোনও আত্মীয়ের প্ররোচনায় পারিবারিক অশান্তি বাড়তে পারে। প্রেম প্রণয়ের ক্ষেত্রে অনুকূল। একাধিক উপায়ে অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা থাকলেও ব্যয়মাত্রাও বাড়বে। নার্ভের সমস্যা এবং সর্দিকাশিতে ভোগান্তি থাকবে। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি দ্রুত শেষ করার চেষ্টা করুন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে।

ধনু : কোনও জ্ঞানী ব্যক্তির পরামর্শে প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবেন। বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রের গবেষণায় তাক লাগানো সাফল্য লাভ। জমি, বাড়ি কেনাবেচায় লাভবান হবেন। কর্মক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত ফল লাভ। ব্যবসায়িক কাজে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। আলস্য ও উদাসীনতার জন্য সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। পেশাদারি উচ্চশিক্ষায় সাফল্যের সূত্রে নামী কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পাবেন।

মকর : আপনার সুমধুর কথা এবং ব্যবহারের জন্য কর্মক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি। স্বনিযুক্তি প্রকল্পের কাজকর্মে সপ্তাহ শেষে একটু বাধা আসতে পারে। ব্যবসায় উন্নতি হলেও অর্থপ্রাপ্তিতে বাধা। সপরিবার ভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। সঠিক চিন্তা এবং অদূরদর্শিতার কারণে আর্থিক প্রতারণার শিকার হতে পারে। বন্ধু বা জ্ঞাতিদের সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক এড়িয়ে চলুন।

কুম্ভ : ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগে সাফল্য। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে সম্পর্কে আরও অবনতি। বিদ্যায় আশানুরূপ সুফল লাভে বাধা আসতে পারে। বাইরে মশলাদার খাবার এড়িয়ে চলুন। পেটের সংক্রমণে ভোগান্তির আশঙ্কা। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হবেন। লটারিতে অপ্রত্যাশিত অর্থলাভের সম্ভাবনা। অতীতের কোনও ঘটনার জন্য আইনি পদক্ষেপে সাফল্য পাবেন।

মীন : ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুনজরে পড়ে কর্মক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি। নতুন কোনও সম্পত্তি কেনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কোনও আত্মীয়ের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির অবসান। এ সপ্তাহে যেচে কাউকে উপকার করতে যাবেন না। নতুন কোনও ব্যবসার পরিকল্পনা মাথায় এলে বাড়ির লোকের সঙ্গে আগে আলোচনা করুন। আপনার সুমধুর কথার কারণে কোনও জটিল কাজ থেকে উদ্ধার পাবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২ ফাল্গুন, ১৪৩২, ভাঃ ২৬ মাঘ, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬, ২ ফাগুন, সংবৎ ১৩ ফাল্গুন বদি, ২৬ শাবান। সূঃ উঃ ৬।১৫, অঃ ৫।২৮। রবিবার, ত্রয়োদশী অপরাহ্ণ ৪।৪৯। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ৭।৫৫ ব্যতীপাতযোগ রাত্রি ৩।১৬। বণিজকরণ অপরাহ্ণ ৪।৪৯ গতে বিষ্টিকরণ শেষরাত্রি ৫।১২ গতে শকুনিকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ৭।৫৫ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ৭।৫৫ গতে একপাদদোষ। যোগিনী-দক্ষিণে, অপরাহ্ণ ৪।৪৯ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ১০।২৮ গতে ১।১৬ মধ্যে। কালরাত্রি ১।২৮ গতে ৩।৪ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ১০।২৮ গতে যাত্রা নাই, দিবা ১।১৬ মধ্যে। কালরাত্রি ১।২৮ গতে যাত্রা নাই, দিবা ১।১৬ গতে পুনর্যাত্রা শুভ পূর্বে দক্ষিণে ও পশ্চিমে নিষেধ, অপরাহ্ণ ৪।৪৯ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ৭।৫৫ গতে পুনর্যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) – ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অপরাহ্ণ ৪।৪৯ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। স্মার্ত্তমতে শ্রীশ্রীশিবরাত্রি ব্রত ও পুজো শিবচতুর্দ্দশী, শ্রীশ্রীশিবরাত্রির উপবাস। মাহেন্দ্রযোগ – দিবা ৬।৪০ মধ্যে ও ১২।৫৬ গতে ১।৪৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৮ গতে ৭।১৭ মধ্যে ও ১২।১০ গতে ৩।২৬ মধ্যে। অমৃতযোগ – দিবা ৬।৪০ গতে ৯।৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১৭ গতে ৮।৫৪ মধ্যে।

১৯৮৬ সালে সুবাস ঘিসিংয়ের নেতৃত্বে যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, এই বছর তা চার দশক পূর্ণ করতে চলেছে। আটের দশকের সেই উত্তাল সময়ে অসম বা মিজোরামের মতো পাহাড়ও পৃথক রাজ্যের দাবিতে গর্জে উঠেছিল। ঘিসিংয়ের ‘নো গোর্খাল্যান্ড, নো রেস্ট’ স্লোগান সাধারণ মানুষকে এক সোনালি সকালের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। কিন্তু প্রায় ১২০০ প্রাণের আত্মবলিদান আর দীর্ঘ অস্থিরতার শেষে প্রাপ্তি হয়েছে কেবল ডিজিএইচসি বা জিটিএ’র মতো স্বায়ত্তশাসিত পর্ষদ। নেতৃত্বের হাতবদল হলেও পাহাড়ের সাধারণ মানুষের বঞ্চনা আর কর্মসংস্থানের সমস্যা পাহাড়প্রমাণ হয়েই রয়ে গিয়েছে। সমস্যা মিটবে কি না সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

গোর্খাল্যান্ড ৪০

চার দশকের সফরনামা

নবেন্দু গুহ

সালটা ছিল ১৯৮৬ এবং তারিখ ছিল ১২ মে। দুপুরে স্নান-খাওয়া সেরে আমি তখন বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। হাতে বিশেষ কোনও খবর ছিল না। সিপিএম নেতা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আগের দিন অর্থাৎ ১১ মে দার্জিলিঙের চকবাজারে মিটিং করেছিলেন এবং রাতেই তিনি কলকাতার উদ্দেশে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন। এদিকে ১২ মে থেকে বাহাত্তর ঘণ্টার দার্জিলিং পাহাড় বনধের ডাক দিয়েছিলেন জনৈক সুবাস ঘিসিং। তাঁর সংগঠনের নাম ছিল ‘গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট’ (জিএনএলএফ)। তখনও পর্যন্ত এই সংগঠনের নাম বা নেতার নাম কেউ কখনও শোনেননি। বুদ্ধদেববাবু অবশ্য স্বভাবসিদ্ধভাবে দার্জিলিঙের জনসভায় এই বনধের ডাকের কড়া সমালোচনা করেছিলেন এবং বনধ সমর্থনকারীদের দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। সেই সময় রাজ্যে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় ছিল। তাদের আমলে বনধ ডাকা ছিল অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তার ওপর বারো বা চব্বিশ ঘণ্টার নয়, একেবারে ৭২ ঘণ্টার বনধ ডাকা হয়েছিল। সবাই একে নেহাতই পাগলামি বলে ধরে নিয়েছিলেন এবং আমরাও তাই ভেবেছিলাম।

প্রথম দিনেই পুলিশের গুলি

সাংবাদিকদের ভাগ্যে কি আদৌ ঘুম বা বিশ্রাম জোটে? নকশালবাড়ি এলাকায় বনধ সংক্রান্ত কিছু একটা খবর পাকছে বলে আভাস পাওয়া গেল। কিন্তু কিছুতেই আমরা সেই খবরের নাগাল পাচ্ছিলাম না। এমন সময় হঠাৎই বর্ষীয়ান সাংবাদিক নৃপেন বসুর ফোন এল। তিনি বললেন, ‘নবেন্দু, কিছু খবর পেয়েছ? নকশালবাড়ির দিকে কিছু ঝামেলা হয়েছে। চলো, পানিঘাটার দিকটা ঘুরে আসি।’ পানিঘাটা পৌঁছাতে প্রায় বিকেল হয়ে গিয়েছিল। দোকানপাট সব বন্ধ ছিল এবং বাড়িগুলোর দরজা-জানলাও বন্ধ ছিল। রাস্তায় কোনও লোকজন ছিল না এবং চারিদিকে কেমন যেন থমথমে ভাব ছিল। হঠাৎ দেখলাম, কেউ একজন জানলা খুলে উঁকি মারছে। জিজ্ঞেস করতে সে প্রথমে ইতস্তত করলেও পরে জানাল যে, ওখানে নাকি গুলি চলেছে এবং কয়েকজন মারা গিয়েছেন। এ কথা শুনেই আমার এবং নৃপেনদার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল। আমরা তৎক্ষণাৎ পানিঘাটা পুলিশ ফাঁড়ির দিকে ছুটলাম।

সেখানে গিয়ে বোঝা গেল যে, পরিস্থিতি মোটেই ভালো নয়। ওখানেই আমরা শিলিগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে পেয়ে গেলাম। তাঁকে খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছিল এবং তাঁর মুখ কাঁচুমাচু ছিল। আমাদের দেখে তিনি বলে উঠলেন, ‘আপনারা এখানে কী করে এলেন? কোনও খবর নেই।’ নৃপেনদা গলা উঁচিয়ে বললেন, ‘শুনলাম এখানে পুলিশ গুলি চালিয়েছে এবং তিন-চারজন মারা গেছেন।’ শেষমেশ অনেক চাপাচাপির পর পুলিশকর্তা জানালেন যে, পাশের পাহাড়ি টিলার ওপর থেকে বেশ কিছু লোক পুলিশকে লক্ষ্য করে বড় বড় পাথর ছুড়ে আক্রমণ চালায়। তিনি নিজে এবং আরও কয়েকজন পুলিশকর্মী আহত হওয়ার পর পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে গুলি চালানো হয়।

পুলিশকর্তা জানিয়েছিলেন যে, একজন মারা গিয়েছেন। এদিকে এই খবর রটে যাওয়ার পর পাহাড়ে কার্যত বনধ শুরু হয়ে যায়। আর সেখান থেকেই গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের সূচনা হয় এবং গোর্খা নেতা হিসেবে সুবাস ঘিসিংয়ের উল্কাগতিতে উত্থান ঘটে। এতদিন তাঁর কর্মকাণ্ড দেখে যাঁরা সুবাস ঘিসিংকে নিতান্তই পাগল বলে ঠাওরেছিলেন, তাঁরা এবার মত পালটে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনে শামিল হয়ে যান। পৃথক রাজ্যের দাবিতে দার্জিলিঙের পার্বত্য এলাকায় এবং ডুয়ার্সের কিছু জায়গাতে হিংসাত্মক আন্দোলন শুরু হয়ে যায়।

দ্য বল স্টার্টেড রোলিং

পানিঘাটা কাণ্ডের পর ১৯৮৬ সালের ২৫ মে কার্সিয়াংয়ে যে প্রতিবাদ মিছিল বেরোয়, তা হিংসাত্মক হয়ে উঠলে পুলিশ গুলি চালায়। তাতে পাঁচজনের মৃত্যু হয়। পাহাড়ের সামগ্রিক পরিস্থিতি দিন-দিন আরও বেশি মাত্রায় উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে। পাহাড়ে সেই সময় সিপিএমের যথেষ্ট দাপট ছিল। গোর্খা লিগ এবং কংগ্রেস পাহাড়ে অনেকটাই শক্তিধর হলেও এই দুই দলের নীচের তলার কর্মী ও সমর্থকরা জিএনএলএফ-এর ছাতার তলায় ভিড়ে যেতে থাকেন। সুবাস ঘিসিংয়ের আন্দোলন ছিল পৃথক রাজ্যের দাবিতে, আর সিপিএম ছিল তার ঘোরতর বিরোধী। ফলে পাহাড়জুড়ে কার্যত ভ্রাতৃঘাতী আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। বেশ কিছু বছর ধরে পাহাড়ে সিপিএমের অস্তিত্ব কার্যত নেই। কিন্তু গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের শুরুর সময়টায় পাহাড়ে সিপিএমের কয়েকজন মারকুটে নেতা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মান সিং রাই। তাঁর নেতৃত্বে সিপিএম সমর্থকরা গোর্খাল্যান্ডপন্থীদের মারধর করতেন। মান সিং রাইকে নিয়ে পাহাড়ের মায়েদের মধ্যে সিনেমার গব্বর সিংয়ের মতো কাহিনী চালু ছিল— ‘জব রাত মে বাচ্চা রোতা হ্যায় তো মা কহতি হ্যায়, সো যা বেটা, নেহি তো মান সিং আয়েগা।’

কিন্তু জিএনএলএফ নেতা-কর্মীদের প্রচণ্ড দাপটে সিপিএম কার্যত ধুলোয় লুটিয়ে গেল। জ্যোতিবাবু ও বুদ্ধদেববাবুদের তখন রীতিমতো বেহাল দশা হয়েছিল। কিছুতেই সুবাস ঘিসিংকে বাগে আনা যাচ্ছিল না। ব্যাপক হিংসাত্মক আন্দোলনে গোটা পাহাড় জেরবার হয়ে পড়েছিল। এদিকে ১৯৮৬ সালের ২৭ জুলাই কালিম্পংয়ে পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিশাল প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। রাজ্য পুলিশ এবং সিআরপি জওয়ানরা এই মিছিল সামাল দিতে লাঠি চালায় এবং টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটায়। মিছিলের পুরোভাগে মহিলারা ছিলেন। মিছিলে প্রায় সবার হাতে খাপখোলা কুকরি ছিল। কুকরির আঘাতে এক পুলিশকর্মী মারা যান এবং একজন ডিআইজি গুরুতর আহত হন। এরপর পুলিশ নাগাড়ে গুলি চালায়। সরকারি হিসেবে মৃত্যু হয়েছিল বারোজনের, তবে জিএনএলএফ-এর মতে মৃতের সংখ্যা আরও বেশি ছিল। এই ঘটনার পর পাহাড়ের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজ্য সরকার সেনাবাহিনী মোতায়েন করে।

জিএনএলএফ-এর দাপট

সিপিএম-কে চাপে রাখতে কেন্দ্রীয় সরকার সুবাস ঘিসিংকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিতে শুরু করে। এই ব্যাপারে তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুটা সিংয়ের দিকেই জ্যোতিবাবুরা আঙুল তুলতেন। তখন রাজীব গান্ধি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৮৭ সালে সুবাস ঘিসিং বিধানসভা নির্বাচন বয়কটের ডাক দেন। জ্যোতিবাবুদের প্রতি বেশি মাত্রায় ঝুঁকেছিলেন বলে দার্জিলিঙে রাজীব গান্ধির জনসভাও ঘিসিং বয়কট করার ডাক দিয়েছিলেন। নর্থ পয়েন্ট ময়দানে রাজীবের সভায় শ্রোতা হিসেবে শুধু পুলিশ এবং সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে যাওয়ায় কিছুদিনের মধ্যেই দার্জিলিঙে ফের রাজীবের জনসভার আয়োজন করা হল। প্রথমে ঠিক ছিল, রাজীবের জনসভা প্রদেশ কংগ্রেসের ব্যানারে হবে। তখন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন এবিএ গনি খান চৌধুরী। সভার আগের দিন সন্ধ্যায় ঘিসিং এই দাবিতে বেঁকে বসলেন যে, কংগ্রেসের ব্যানারে নয়, রাজীব সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে। ঘিসিংয়ের এই আচরণে রীতিমতো ক্ষিপ্ত হয়ে গনি খান ওই রাতেই শিলিগুড়ি নেমে আসেন। রাজীবের সেই সভায় অবশ্য বড় ধরনের জনসমাগম হয়েছিল। ওদিকে দার্জিলিং পরিস্থিতি সামাল দিতে রমেশ হান্ডাকে ডিআইজি পদে উন্নীত করে নিয়ে আসা হয়েছিল। এই অসমসাহসী হান্ডার ওপর আক্রমণ চালানো হয়। তিনি গুলিবিদ্ধ হলেও শেষমেশ প্রাণে বেঁচে যান।

শেষমেশ ডিজিএইচসি

অবশেষে সুবাস ঘিসিংয়ের ‘নাকের বদলে নরুন’ প্রাপ্তি হল। কেন্দ্র, রাজ্য এবং জিএনএলএফ-এর মধ্যে দফায় দফায় বৈঠকের পর ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী স্থির হল যে, পৃথক রাজ্য নয়, বরং ‘দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ’ (ডিজিএইচসি) গঠন করা হবে। ঘিসিং তার চেয়ারম্যান হলেন। কিন্তু পাহাড়ের মানুষকে ঘিসিং যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, তা কোনওভাবেই বাস্তবায়িত হল না। এরপর আর পুলিশের গুলিতে নয়, বরং অবিশ্বাস এবং অনাস্থার কারণে নেতারা টার্গেট হতে শুরু করলেন। ঘিসিং নিজেও প্রচুর রক্ষীবেষ্টিত হয়ে চলাফেরা করতে লাগলেন।

একদিন সন্ধ্যায় শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যাওয়ার পথে কার্সিয়াংয়ে ঘিসিং আক্রান্ত হলেন। তিনি গুলিবিদ্ধ হলেও প্রাণে বেঁচে যান। পরবর্তীতে ঘিসিংকে হটিয়ে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের নেতৃত্বে আসীন হন তাঁরই একদা ঘনিষ্ঠ বিমল গুরুং। গুরুংয়ের নেতৃত্বে পাহাড় ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সেই বনধ, গোলাগুলি, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা আবার শুরু হয়। সাধারণ মানুষের বিপদ চরমে ওঠে। এবার গঠিত হল ‘গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন’ (জিটিএ)। আসল দাবি অর্থাৎ পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের স্বপ্ন আর মেটেনি। দার্জিলিং পার্বত্য এলাকা আজও পিছিয়ে রয়েছে এবং সাধারণ মানুষের সমস্যা এখনও পাহাড়প্রমাণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

(লেখক সাংবাদিক)

স্বপ্ন ফেরি ও প্রাপ্তির খতিয়ান

মৈনাক কুন্ডা

গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের সেই সময়টাতে আমরা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। তখন পাহাড় বেশ অশান্ত। তার আঁচ ডুয়ার্স ও তরাইয়ের ভূগোলেও এসে পড়ছিল। আমরা সেই অশান্তি বেশ টের পাচ্ছিলাম। আমাদের বেশ মনে পড়ে, ক্যাম্পাসে তখন ক্লাস এইটের ছাত্র সোনম শেরপার নাম অনুরণিত হত। পাহাড়ের আন্দোলনে তাদের পরিবার রাজ্যের অখণ্ডতার পক্ষে থাকায় প্রাণ দিয়ে তার মূল্য চোকাতে হয়েছিল এবং সোনম শহিদ হয়েছিল। ক্যাম্পাসের মিছিলে দিবাকর দাজু স্লোগান তুলতেন আর সমতলের ছেলেমেয়েরা তাতে গলা মেলাত— ‘নেপালি ভাষালাই সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিনু পড়ছ’।

আঞ্চলিক আন্দোলনের সুলুকসন্ধান

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে আটের দশক আঞ্চলিকতাবাদের স্বর্ণযুগ ছিল। ভারতবর্ষের কোনায় কোনায় মানুষ বলছিলেন— অনেক হয়েছে বাপু তোমাদের শাসন, এবার আমাদের হিসেবে আমাদের বুঝে নিতে দাও। মানুষ উপলব্ধি করছিলেন যে, সরকারের নানা দপ্তর ও নিয়মিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সত্ত্বেও তাঁদের রোটি-কাপড়া-মকানের সমস্যা তীব্রতর হচ্ছে। শিক্ষা ও চিকিৎসা সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছিল। কর্মসংস্থান শুধু ভোটের ভাষণেই সীমাবদ্ধ থাকত। চালু পদ্ধতির প্রতি মানুষের অসন্তোষ এবং অঞ্চলে অঞ্চলে উন্নয়নের ভীষণ অসাম্য দেশের কোনায় কোনায় আঞ্চলিকতা আন্দোলনের বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছিল।

১৯৮৫ সালে অসম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ‘জয় আই অহম’ স্লোগানে আগের পাঁচ বছর অসমজুড়ে রক্তক্ষয়ী আন্দোলন চলেছিল। চুক্তির পর অসম গণপরিষদ বিপুল ভোটে জিতে অসমের শাসনভার পায়। আন্দোলনের নেতা প্রফুল্লকুমার মহন্ত যখন মুখ্যমন্ত্রী হন, তখনও তাঁর গায়ে ছাত্রসুলভ গন্ধটি যায়নি। একই ছবি মিজোরামেও দেখা গিয়েছিল। ১৯৮৬ সালে মিজো চুক্তি স্বাক্ষর হয়। তার আগে প্রায় ১৫ বছর ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চেয়ে সশস্ত্র আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন মিজো নেতা লালডেঙ্গা। চুক্তির ফলশ্রুতিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সদস্য লালডেঙ্গা মিজোরামের প্রথম নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীর পদে উন্নীত হন।

এই আটের দশকেই ১৯৮৪ সালে পঞ্জাবে ‘অপারেশন ব্লু স্টার’ ঘটেছিল, যেখানে স্বর্ণমন্দির থেকে উগ্রপন্থীদের উৎখাত করতে সেনাবাহিনী সশস্ত্র অভিযান চালায়। এর পরিণতিতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি নিজ বাসগৃহেই গুলিতে নিহত হন। কিন্তু তার আগের কয়েক বছর পঞ্জাবে সশস্ত্র খালিস্তান আন্দোলন চলছিল। তাদেরও সেই এক দাবি ছিল যে, আলাদা খালিস্তান চাই। বিহারে ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশে উত্তরাখণ্ড ও হরিতাঞ্চল, মধ্যপ্রদেশে ছত্তিশগড় এবং অন্ধ্রে তেলেঙ্গানার দাবি তখন উঠছিল। এই দাবিগুলো পরবর্তী সময়ে ২০০০ এবং ২০১৪ সালে সাংবিধানিক সিলমোহর পায়। অসমে এই সময় থেকেই বোড়োল্যান্ডের দাবি উঠতে শুরু করে। আজ অসমে ষষ্ঠ তফশিলের অন্তর্গত তিনটি এবং রাজ্য আইনের অধীনে ছটি অটোনোমাস কাউন্সিল ক্রিয়াশীল রয়েছে।

সুবাস ঘিসিংয়ের রণহুংকার

ইতিহাসের সেই বিশেষ সন্ধিক্ষণে আর এক প্রাক্তন সেনা জওয়ান সুবাস ঘিসিং আওয়াজ তোলেন— ‘হামরো মাটো (মাটি), হামরো সরকার : গোর্খাল্যান্ড-গোর্খাল্যান্ড, ছুট্টাই (আলাদা) গোর্খাল্যান্ড চাহিয়ো, গোর্খাল্যান্ড হামরো অধিকার হো’। তাঁর বলার মধ্যে এবং ‘নো গোর্খাল্যান্ড, নো রেস্ট’ অঙ্গীকারের মধ্যে এমন এক জাদু ছিল, যা সংখ্যাগরিষ্ঠ নেপালিভাষী মানুষকে উত্তাল করে দিয়েছিল। দার্জিলিং থেকে দলসিংপাড়া এবং কার্সিয়াং থেকে কালচিনি জিএনএলএফ-এর পতাকায় ছেয়ে গিয়েছিল। রাজপথ থেকে মহল্লা পর্যন্ত জিএনএলএফ-এর কুকরি দখল নিয়েছিল। ‘জান দিনছু মান দিনছু, গোর্খাল্যান্ড লিনছু লিনছু’ শপথে মানুষ আত্মবলিদানের পথে নেমেছিলেন। অজস্র মানুষ এই আন্দোলনে প্রাণ হারিয়েছিলেন। তবে সুবাস ঘিসিংকে শেষ অবধি নাকের বদলে নরুন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। ১৯৮৮ সালের ২২ অগাস্ট চুক্তির মাধ্যমে ‘দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল’ গঠিত হয় এবং ঘিসিং তার চেয়ারম্যান হন।

আন্দোলন শুরুর আগে

১৯০৭ সাল থেকে পাহাড় বলে আসছিল যে, তারা আলাদা প্রশাসনিক ব্যবস্থা চায়। ১৯১৭ সালে ‘হিল মেন্স অ্যাসোসিয়েশন’-এর পক্ষ থেকে গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গলের চিফ সেক্রেটারিকে প্রথম মেমোরান্ডাম দেওয়া হয়। সেখানে দাবি করা হয় যে, দার্জিলিংয়ের মানুষ ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, ধর্ম এবং বর্ণের দিক থেকে বাংলার অন্য অংশ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এই পার্থক্যকে মান্যতা দিয়ে দার্জিলিংকে বাংলার বাইরে রাখার দাবি জানানো হয়। তখন থেকেই পাহাড় আলাদা হতে চেয়েছে, আর সমতল বলে এসেছে যে দার্জিলিং বাংলার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই দাবি নিয়ে অল ইন্ডিয়া গোর্খা লিগ, কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি আলাদাভাবে বা যৌথভাবে দার্জিলিংয়ের মাটিতে নানারকম কর্মসূচি নিয়েছে।

কিন্তু সুবাস ঘিসিং পাহাড়কে অনেক বেশি নাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৮০ সালের ৫ এপ্রিল দার্জিলিংয়ে জিএনএলএফ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অগাস্ট মাসে দলের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধিকে চিঠি দেওয়া হয়। জ্যোতি বসুকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দাবি করা হয় যে, ছয় মাসের মধ্যে দার্জিলিং থেকে রাজ্য প্রশাসন প্রত্যাহার করতে হবে। ১৯৮৬ সালের ১৩ মার্চ গোর্খাল্যান্ডের দাবি আদায়ের জন্য মিটিং করে ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। কাঠ ও পাথর সহ পাহাড়ের মূল্যবান কোনও কিছু বাইরে পাঠানোর ক্ষেত্রে অবরোধ, কর প্রদান বন্ধ, ঋণ পরিশোধ বন্ধ এবং ১৫ অগাস্ট ও ২৬ জানুয়ারির মতো জাতীয় দিবস উদযাপন বন্ধ রাখার ডাক দেওয়া হয়। যারা গোর্খাল্যান্ড দাবি সমর্থন করবে না, সেই দল বা নেতাকে ভোট বয়কট ইত্যাদির মাধ্যমে ‘ডু অর ডাই’ কর্মসূচি নিয়ে ১২-১৪ মে লাগাতার ৭২ ঘণ্টা পাহাড়, ডুয়ার্স ও তরাইয়ে বন্ধ ডাকা হয়।

পৃথক রাজ্যের দাবিতে তখন আগুন জ্বলেছিল। অবশেষে ১২০০ জীবন ও অজস্র সরকারি সম্পত্তি ধ্বংসের বিনিময়ে ১৯৮৮ সালের ২২ অগাস্ট দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল গঠনের চুক্তির মাধ্যমে সেই আন্দোলন এসে থামল। পাহাড়ের ক্ষমতা এখন সুবাস ঘিসিং থেকে বিমল গুরুং হয়ে অনীত থাপার কবজায় চলে গিয়েছে। হিল কাউন্সিলের জায়গা এখন গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিয়েছে। জিএনএলএফ ও জিজেএম আজ গোর্খা লিগের মতোই ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে। বর্তমানে সেখানে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

স্বপ্ন বনাম বাস্তব

আঞ্চলিকতাবাদের মূল মন্ত্র হল স্বপ্ন ফেরি করা। এক সোনালি সকালের স্বপ্ন তারা দেখায়। সেই কোনকালে বিদ্রোহী কবি বলেছিলেন, ‘ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন’। স্বপ্নের ফেরিওয়ালারা মানুষকে আশ্বাস দিয়ে যান যে, সিস্টেমের রিমোট কন্ট্রোল হাতে এলেই শুধু গরম ভাত নয়, মাঝেমধ্যে পোলাও জুটবে। কিন্তু বাস্তবে কি তা-ই হয়? হিল কাউন্সিল বা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ইতিহাস কিন্তু উলটো কথা বলে। সরকারি টাকা এমনভাবে ব্যয় করা হয়েছে যে, কর্তৃপক্ষ সময়মতো তার হিসেব দিতে পারেনি। শিল্প উন্নয়নের যে বেলুন ফোলানো হয়েছিল, তা আজ চুপসে গিয়েছে। শিক্ষিত বেকারের চাকরির স্বপ্ন আজও বিশ বাঁও জলে রয়েছে। পাহাড়ের উন্নয়নের হালও তথৈবচ হয়ে আছে। স্বপ্নভঙ্গের বেদনা থেকে হয়তো আবার অন্য কোনও সুবাস ঘিসিং পৃথক গোর্খাল্যান্ডের জঙ্গি আন্দোলন করে ভবিষ্যতে পাহাড়ের মুকুটহীন সম্রাট হয়ে উঠবেন।

(লেখক শিক্ষক)

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

প্রতি বুথে অন্তত ১০০ লোকের তালিকা বানিয়ে জনসংযোগ

বিজেপির 'অদৃশ্য প্রচার'

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৪ ফেব্রুয়ারি : আরএসএস মডেলে 'অদৃশ্য প্রচার' কর্মসূচিতে নেমেছে বিজেপি। জেলার প্রতিটি বুথ থেকে অন্তত ১০০ জন করে বিজেপির মতাদর্শ সমর্থন করেন এমন মানুষের নামের তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে। সেই তালিকা রাজ্য হয়ে কেন্দ্রীয় স্তরে পৌঁছাবে। এরপর তালিকা ধরে ধরে কীভাবে ভোট নিজেদের ঝুলিতে নেওয়া যায় তা নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতারা পরামর্শ দেবেন। জনসভা, কর্মীসভার পাশাপাশি এভাবেও নির্বাচনি প্রচার চালানো হচ্ছে। দলীয় স্তরে এই কর্মসূচির নাম 'অদৃশ্য প্রচার' দেওয়া হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে নিজেদের পাল্লা ভারী করতে গেরুয়া শিবির এই কৌশল কাজে লাগাচ্ছে। বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তীর কথায়, 'এটি একটি সাংগঠনিক কর্মসূচি। এবিষয়ে সংবাদমাধ্যমে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের জয় নিশ্চিত।'

- জেলার প্রতিটি বুথ থেকে অন্তত ১০০ জন করে বিজেপির মতাদর্শ সমর্থন করেন এমন মানুষের নামের তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে
- সেই তালিকা রাজ্য হয়ে কেন্দ্রীয় স্তরে পৌঁছাবে
- তালিকা ধরে কীভাবে ভোট নিজেদের ঝুলিতে নেওয়া যায় তা নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতারা পরামর্শ দেবেন

> **এটি একটি সাংগঠনিক কর্মসূচি। এবিষয়ে সংবাদমাধ্যমে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের জয় নিশ্চিত।**
> **-সঞ্জয় চক্রবর্তী**
> জেলা সাধারণ সম্পাদক, বিজেপি

বিজেপির কোচবিহার সাংগঠনিক জেলায় ২২৯৮টি বুথ রয়েছে। এরমধ্যে অনেক বুথে তাদের কমিটি তৈরি হয়নি। গেরুয়া শিবিরের সক্রিয় কর্মী বাদেও এলাকাগুলিতে এমন মানুষ রয়েছেন যাঁরা বিজেপির নীতিগত আদর্শে বিশ্বাসী, তবে সরাসরি পদ্ম শিবিরের সঙ্গে যুক্ত নন। আবার কেউ কেউ তৃণমূলের প্রতি ক্ষিপ্ত। কিন্তু তাঁরা বিজেপিও করেন না। মূলত বেছে বেছে এধরনের মানুষের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে একেবারে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে এই নির্দেশ এসেছে। প্রতিটি বুথে অন্তত ১০০ জনের তালিকা প্রস্তুত করতে বলা হয়েছে। ইতিমধ্যে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব কাজ অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তালিকা প্রস্তুতের পর কীভাবে ওই ভোটারদের মন জয় করা হবে তা নিয়ে অবশ্য কোনও নেতা সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খোলেননি। নাম প্রকাশ না করার শর্তে জেলার এক পদ্ম নেতা বলেন, 'প্রযুক্তি এখন অনেক উন্নত। তাই নামের তালিকা পাওয়া গেলে সেই ভোটারদের সঙ্গে দূর থেকে যোগাযোগ করা অসম্ভব নয়।'

জেলায় নয়টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ছয়টি বিজেপির দখলে। রাজনৈতিক মহলের মতে, গত লোকসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর জেলাজুড়ে গেরুয়া শিবিরের শক্তি কিছুটা হলেও হ্রাস পেয়েছে। তবে বিধানসভাভিত্তিক নিজেদের জমি ধরে রাখতে প্রচারের নানা কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে। গোপনে প্রচার আরএসএসের একটি কৌশল। এবার সেই কৌশলেই পদ্ম শিবির ময়দানে নেমেছে।

যদিও বিজেপির কোনও কৌশল কাজে আসবে না বলে শাসকদল কটাক্ষ করেছে। তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মনের কথায়, 'কোচবিহারে বিজেপির ছয়জন বিধায়ক রয়েছেন। তাঁরা মানুষের জন্য উল্লেখযোগ্য কোনও কাজ করেননি। ফলে মানুষ বুঝে গিয়েছে বিজেপি শুধু প্রতিশ্রুতি দেয়। তাই তাদের কোনও প্রচারেই লাভ হবে না।'

জামালদহে ১২ ঘণ্টার বনধ

নাবালিকা মৃত্যুতে ধৃতের ৫ দিনের পুলিশ হেপাজত

প্রতাপকুমার ঝাঁ

জামালদহ, ১৪ ফেব্রুয়ারি : নাবালিকা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মৃত্যুর পর থেকে মেখলিগঞ্জের জামালদহের পরিবেশ থমথমে। পুলিশবাহিনী এলাকায় টহল দিচ্ছে। অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে জামালদহ সচেতন হিন্দু সমাজের ডাকে শনিবার ১২ ঘণ্টার বনধ পালিত হল। বনধকে ঘিরে জামালদহে দফায় দফায় প্রতিবাদ মিছিল হয়। আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগে প্রতিবেশী এক তরুণকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। সে ওই এলাকায় দাদুর বাড়িতে থাকত। শনিবার আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাকে পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তের স্বার্থে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। জেলা পুলিশের এক আধিকারিকের কথায়, 'নাবালিকার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত চলছে। ধৃত তরুণকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মৃতার পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য নথিবদ্ধ করা হচ্ছে। তদন্তের অগ্রগতির ওপর পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নির্ভর করবে।'

জামালদহে শুনসান রাস্তাঘাট। শনিবার।

এদিন আদালতে পেশ করার সময় অভিযুক্ত তরুণ নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ স্বীকার করে নেয়। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সে বলে, 'প্রায় দু'মাস আগে আমাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গত বৃহস্পতিবার সেই সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি হয়। তারপর মেয়েটি আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।'

মৃতার পরিবারের অভিযোগ, নাবালিকাকে মানসিকভাবে চাপে রাখা হয়েছিল। সেকারণে সে চরম সিদ্ধান্ত নেয়। ঘটনার পর থেকে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। শনিবার জামালদহে বনধের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা গিয়েছে। অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ ছিল। অন্যদিনের তুলনায় রাস্তাঘাট ফাঁকা ছিল।

এদিকে, এক মাসের মধ্যে জামালদহে দুই নাবালিকার উপর অত্যাচারের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে বিজেপি। স্থানীয় বিজেপি নেতা পবন ভাদানির বক্তব্য, 'দুটি পৃথক ঘটনায় অভিযুক্তদের কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তির দাবিতে আমাদের আন্দোলন চলবে।'

তৃণমূলের জেলা পরিষদের সদস্য কেশবচন্দ্র বর্মনের মন্তব্য, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। অভিযুক্ত ধরা পড়েছে। দোষী প্রমাণিত হলে আইন আইনের কাজ করবে। আমরা মৃত মেয়েটির পরিবারের পাশে রয়েছি।

ভেরভেরি মানাবাড়িতে ভাঙা কালভার্টে শঙ্কা

দেবাশিস দত্ত

পারডুবি, ১৪ ফেব্রুয়ারি : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি পঞ্চায়েতের ভেরভেরি মানাবাড়ি গ্রামের কালভার্টটি ভাঙার ছয় থেকে সাত বছর কেটে গিয়েছে। আজও তার কোনও স্থায়ী সংস্কার হয়নি। ফলে কার্যত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে গোটা গ্রাম। নিত্যদিন চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে বাসিন্দাদের। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রায় ৬-৭ বছর আগে কালভার্টটি নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু বর্ষার জলের তোড়ে তা ভেঙে পড়ে। এরপর একাধিকবার পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও শুধু আশ্বাসই মিলেছে, বাস্তবে কোনও কাজ হয়নি। স্থানীয় বিপ্লব দাসের কথায়, 'কী বলব বলুন! গ্রামের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে অ্যাম্বুল্যান্স ঢুকতে পারে না। স্কুল, কলেজের পড়ুয়া থেকে শুরু করে পথচারী সকলকে বাধ্য হয়ে বিকল্প পথ ধরে অনেকটা ঘুরে যেতে হয়। বর্ষাকালে সেই পথও হয়ে ওঠে বিপজ্জনক।'

এ বিষয়ে মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন বলছেন, 'গ্রামবাসীদের সমস্যার কথা শুনেছি। শীঘ্রই বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে সংস্কারের ব্যবস্থা করা হবে।' মাথাভাঙ্গা-২-এর বিডিও অর্ণব মুখোপাধ্যায়ও বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখে দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন।

বর্ষায় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। দোলং নদীর জল বাড়লেই গ্রামের সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। রাস্তার মাঝখানে ভেঙে থাকা কালভার্ট পার হওয়া এখন রীতিমতো ঝুঁকিপূর্ণ। সাইকেল বা বাইক তো দূরের কথা, হেঁটেও চলাচল করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

> **কী বলব বলুন! গ্রামের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে অ্যাম্বুল্যান্স ঢুকতে পারে না। স্কুল, কলেজের পড়ুয়া থেকে শুরু করে পথচারী সকলকে বাধ্য হয়ে বিকল্প পথ ধরে অনেকটা ঘুরে যেতে হয়। বর্ষাকালে সেই পথও হয়ে ওঠে বিপজ্জনক।**
> **বিপ্লব দাস**
> স্থানীয় বাসিন্দা

এর জেরে ইতিমধ্যেই একাধিক ছোটখাটো দুর্ঘটনার ঘটনাও ঘটেছে বলে দাবি গ্রামবাসীদের। সুপ্রিয়া সরকারের কথায়, 'কালভার্ট ভাঙা থাকায় প্রতিদিন যাতায়াত করতে চরম অসুবিধা হচ্ছে। বহু মানুষের জীবন-জীবিকা এই রাস্তাটার উপর নির্ভরশীল, অথচ বছরের পর বছর ধরে বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে কালভার্টটি। এনিয়ে প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই।' গ্রামবাসীদের একটাই দাবি, অবিলম্বে কালভার্টটির মেরামত শুরু হোক।

ভেরভেরি মানাবাড়ির ভাঙা কালভার্ট।

শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে কেনাকাটা। শনিবার কোচবিহার শহরে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

স্বাস্থ্যশিক্ষায় দুর্নীতি দেবীডাঙ্গাতেও

প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার ৭

শিলিগুড়ি, ১৪ ফেব্রুয়ারি : শহরে ফের স্বাস্থ্যশিক্ষায় দুর্নীতি। প্যারামেডিকেল ও নার্সিং ইনস্টিটিউশনের নাম করে ফের প্রতারণার অভিযোগ। দেবীডাঙ্গার ওই ইনস্টিটিউশনের প্রিন্সিপাল সহ সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। শালবাড়ির ইনস্টিটিউটের পর এখানেও সুরেন্দ্র গিরির নাম সামনে আসছে। প্রতারিত পড়ুয়াদের কথায়, সুরেন্দ্র দেবীডাঙ্গার এই ইনস্টিটিউশনের ডিরেক্টরদের মধ্যে একজন ছিলেন। বছরতিনেক আগে ওই ইনস্টিটিউশন থেকে বেরিয়ে শালবাড়িতে আলাদা নামে প্যারামেডিকেল ও নার্সিং ইনস্টিটিউট চালু করেছিলেন। সেখানে প্রিন্সিপালের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, দুই ইনস্টিটিউশনের সার্টিফিকেটও একই ধরনের। দুই ক্ষেত্রেই সার্টিফিকেটে ভোকেশনাল কোর্সের কথা উল্লেখ রয়েছে। দেবীডাঙ্গার ইনস্টিটিউশনে ওটি টেকনিসিয়ান পদে পাঠরত পালদেন লেপচা বলেন, 'দুই ক্ষেত্রেই সার্টিফিকেট একইরকম হওয়ার বিষয়টা নজরে আসার পরেই আমরা শুক্রবার ইনস্টিটিউশনে যাই। সেখানে আমরা প্যারামেডিকেল ও নার্সিং ইনস্টিটিউশনের বৈধতার কাগজপত্র দেখতে চাই। চাপে পড়ে ডিরেক্টররা জানান, ২০২৫ সালে ইউজিসি সার্টিফিকেশনের জন্য আবেদন করা হয়েছে। এরপর আমরা প্রশ্ন করি, ২০২১ সাল থেকে এই ইনস্টিটিউশনে অনেকে পড়ছেন। তাঁদের ভবিষ্যৎ তাহলে কী? তার কোনও উত্তর ওঁরা দিতে পারেননি।' শুক্রবার রাতেই সরজ রাই নামে এক পড়ুয়া প্রধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এরপরই তদন্তে নামে প্রধাননগর থানার পুলিশ।

পুলিশের জালে ধৃতরা।

ধৃত সাতজনের মধ্যে শুভ্রজিৎ শর্মা ওই ইনস্টিটিউশনের প্রিন্সিপাল পদে রয়েছেন। তিনি পুরনিগমের ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। গ্রেপ্তার হওয়া নবীনচন্দ্র বণিক, কৌশিক গুহ, সঞ্জয় শর্মা, অভিজিৎ সূত্রধর প্রত্যেকেই ডিরেক্টর পদে ছিলেন। অভিজিৎ আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা হলেও বাকি তিনজনই শহরের বাসিন্দা। ধৃতদের মধ্যে বাকি দুজন তরুণী। তাঁরা পাহাড়ের বাসিন্দা। তাঁদের মধ্যে রোজি ছেত্রী প্রধান অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর পদ ও রোধা খাতি রিসেপশনিস্টের পদ সামলাচ্ছিলেন। শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ওই দুই মহিলাকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। বাকিদের তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং জানিয়েছেন, 'পড়ুয়ারা অভিযোগ করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাঁচজনকে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। তদন্ত চলছে।'

পড়ুয়াদের কথায়, দেবীডাঙ্গার এই ইনস্টিটিউশন চালু হয়েছে ২০২১ সালে। এদিন ইনস্টিটিউশনের ব্রোশিওরে থাকা নিজের ছবি দেখিয়ে পড়ুয়া তুলসী খাওয়াস অভিযোগ করেন, 'আমি এই ইনস্টিটিউশনে ২০২৫ সালে ভর্তি হয়েছি। আমার ছবি ব্রোশিওরে ব্যবহার করা হয়েছে। নতুন পড়ুয়াদের আমার ছবি দেখিয়ে বলা হচ্ছে, আমি পাশ আউট স্টুডেন্ট। কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজার টাকা মাসে আয় করছি।'

মাস্টার রোল ওয়ার্কারদের বেতন বৃদ্ধি

কোচবিহার, ১৪ ফেব্রুয়ারি : দেড় হাজার টাকা বেতন বাড়ল উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪৬ জন 'মাস্টার রোল ওয়ার্কার'-এর। দীর্ঘদিন ধরে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনের পর শেষমেশ বেতন বৃদ্ধি পাওয়াতে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার রোল ওয়ার্কাররা কিছুটা স্বস্তি পেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ডঃ প্রদ্যুৎকুমার পাল বলেন, 'আমাদের ১৪৬ জন মাস্টার রোল ওয়ার্কারের বেতন মাসে দেড় হাজার টাকা করে বেড়েছে। আগামী দু-এক মাসের মধ্যেই তাঁরা এই বর্ধিত বেতন হাতে পাবেন।'

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে প্রায় ২৬৩ জন অস্থায়ী

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

কর্মী আছেন। এদের মধ্যে ১৪৬ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার রোল ওয়ার্কার রয়েছেন। এছাড়াও আরও ৫০ জনের মতো কনট্রাকচুয়াল কর্মী রয়েছেন। এই অস্থায়ী কর্মীরা প্রায় সকলেই কমবেশি ১১ হাজার টাকার মতো করে বেতন পান। বেতন বৃদ্ধির দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা আন্দোলন করছেন। বেতন বৃদ্ধির ঘোষণায় খুশি হলেও মাস্টার রোল ওয়ার্কারদের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের স্কেল অনুযায়ী তাঁদের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ দেবব্রত বসু বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের কনট্রাকচুয়াল সহ বাকি যে শতাধিক অস্থায়ী কর্মচারী রয়েছেন, আমরা তাঁদের বেতন বৃদ্ধি করার জন্য উদ্যোগ নিচ্ছি।' মাস্টার রোল ওয়ার্কার তথা হর্টিকালচার বিভাগের ফিল্ড ওয়ার্কার সাধন দে বলেন, 'দেড় হাজার টাকা বেতন বৃদ্ধিতে আমরা খুশি। তবে আমরা চাই, কেন্দ্রীয় সরকারের স্কেল অনুযায়ী আমাদের বেতন বাড়ানো হোক।' বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী যৌথ মঞ্চের সভাপতি দেবাশিস দাস বলেন, 'মাস্টার রোল ওয়ার্কারদের বেতন বাড়ানোর বিষয়টিকে আমরা স্বাগত জানাই।'

পিবিইউতে ডে শিফটে তিন বিষয়ে ক্লাস

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৪ ফেব্রুয়ারি : ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা, ইতিহাস ও সংস্কৃত এই তিনটি বিষয়ের 'ডে' এবং 'ইভনিং' শিফটের ক্লাস একসঙ্গে করানো হবে। এই দুটি শিফটের ক্লাস দিনেরবেলাতে করানো হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মাধব অধিকারী বলেন, 'আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা, ইতিহাস ও সংস্কৃত এই তিনটি বিষয়ের ডে এবং ইভনিং শিফটের ক্লাস একসঙ্গে দিনেরবেলাতেই করানো হবে। এরফলে ইভনিং শিফটের পড়ুয়ারা আর্থিকভাবে উপকৃত হবেন। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেরও সুবিধা হবে।' এই তিনটি বিষয়ে ইভনিং শিফটে পড়ুয়ার সংখ্যা একদম কমে যাওয়াতেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

বর্তমানে ইভনিং শিফটের পড়ুয়াদের প্রতি সিমেস্টারে ৮০০০ টাকা ফি দিতে হয়। ডে এবং ইভনিং শিফটের ক্লাস একসঙ্গে করানো হলে পড়ুয়াদের প্রতি সিমেস্টারে ১৩০০ টাকা ফি দিতে হবে। এর ফলে ইভনিং শিফটের পড়ুয়ারা আর্থিকভাবে উপকৃত হবেন। এর পাশাপাশি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেও এই তিনটি বিষয়ের ইভনিং শিফটে ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হবে না। শুধু এই তিনটি বিষয় নয়, ডে এবং ইভনিং শিফটের ক্লাস একসঙ্গে করানোর জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের তরফেও আবেদন জমা পড়েছে বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। খুব দ্রুত ইংরেজি বিভাগের ডে এবং ইভনিং শিফটের ক্লাসও একসঙ্গে করানো হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে।

ইতিহাস বিভাগের ইভনিং শিফটের পড়ুয়া মুনমুন চৌধুরী বলেন, 'ডে শিফটে ক্লাস হলে আমরা আর্থিকভাবে উপকৃত হব। পাশাপাশি দিনেরবেলা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করতে আসতে আমাদের সুবিধা হবে।'

পড়ুয়ার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা, সংস্কৃত ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ইংরেজি বিভাগে ডে-র পাশাপাশি ইভনিং শিফটও চালু করা হয়। উভয় শিফটেই ১১১টি করে আসন আছে। বর্তমানে দুটি সেশন মিলিয়েও প্রতিটি বিভাগে একশোজন পড়ুয়াও নেই। ইভনিং সেশনে বাংলায় ৩০ জন, সংস্কৃতে ২ জন ও ইতিহাসে মাত্র ১১ জন পড়ুয়া আছেন। এই কারণেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই তিনটি বিভাগের দুটি শিফটের ক্লাস একসঙ্গে করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পুজো দিতে ২৪ ঘণ্টারও বেশি লাইনে

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৪ ফেব্রুয়ারি : দু'পাশে উঁচু পাহাড়। মাঝখান দিয়ে পাথরের রাস্তা। পাশ দিয়ে নদী বইছে তিরতির করে। কয়েক জায়গায় ছোট ঝরনা থেকে জল পড়ছে। দুপুরের চড়া রোদ মাথায় পড়লেও হালকা পাহাড়ি হাওয়া যেন ক্লান্তি দূর করে দেয়। জয়ন্তী ছোট মহাকালের পরিবেশটা এইরকমই। কিছুটা এগিয়ে পাহাড়ের ওপরে উঠে বড় মহাকালের রাস্তা শুরু। যত এগিয়ে যাওয়া যায় রাস্তা তত সরু হয়। ছোট মহাকাল পর্যন্ত যে পরিবেশ সেটা বড় মহাকাল দর্শনের লাইনে দাঁড়ালে যেন বদলে যায়। মনে হতে পারে- লাইন ছেড়ে দেব নাকি? কখন মন্দিরে পৌঁছোব তার তো ঠিক নেই।

রাস্তাজুড়ে গোটা তিরিশেক ভাণ্ডারা। দূরদূরান্ত থেকে আসা পুণ্যার্থীদের খাওয়া আর বিশ্রামের জায়গা বলতে এগুলোই। সব ভাণ্ডারাতেই দিনরাত পুণ্যার্থীদের আপ্যায়ন করছেন উদ্যোক্তারা।

গোটা একটা দিন লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে সেটা ভেবে অনেকেই লাইনে দাঁড়িয়েছেন। সেই লাইন এতটাই লম্বা যে শনিবার দুপুরে যাঁরা দাঁড়িয়েছেন তাঁরাও ভাবছেন, রবিবার দুপুরে পুজো দিতে পারবেন কি না। আলিপুরদুয়ারের ঘাগরার বাসিন্দা শুভাশিস ঘোষ বললেন, 'গতবার শিবরাত্রির আগের দিন সকালে লাইন দিয়ে ২৪ ঘণ্টা পর পুজো দিয়েছি। এবার লাইন দিতে দেরি হল। আরও বেশি সময় লাগতে পারে।'

বড় মহাকালের গুহায় একসঙ্গে বেশি লোক ঢোকা মুশকিল। ফলে লাইন ক্রমশ বাড়ছে। পুণ্যার্থীদের অনেকে অমরনাথ যাত্রার সঙ্গে তুলনা করছিলেন। পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে গিয়ে যেভাবে গুহার ভিতরে অমরনাথে পুজো দিতে হয় সেইরকম অভিজ্ঞতা নাকি বড় মহাকালেও।

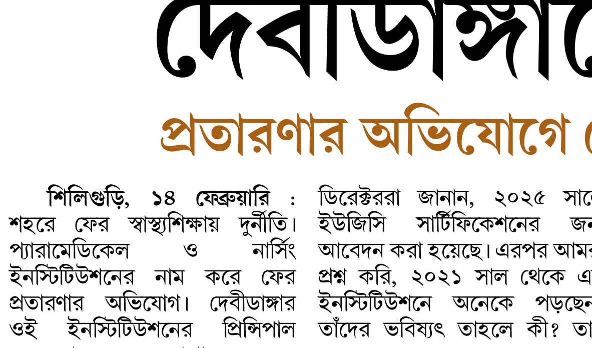

জয়ন্তীতে ভাণ্ডারায় খাবার নিতে ভিড়। শনিবার।

এবার ভালোবাসার দিন অর্থাৎ ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে লাইনে দাঁড়িয়েছেন কোচবিহারের আকৃতি রায় আর তুহিন সাহা। দুজনের প্রেমের সম্পর্কে থাকলেও বিয়ে হবে কি না সেটা এখনও নিশ্চিত নয়। পারিবারিক সমস্যা রয়েছে। মহাকালের কাছে পুজো দেবেন সেই সমস্যা মেটানোর আশায়। ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে প্রেমিকাকে নিয়ে মহাকালে পুজো দিতে এসেছিলেন লতাবাড়ির নিখিল রাই। ভিড় দেখে ছোট মহাকালে পুজো দিয়েই ফিরলেন। নিখিলের কথায়, 'ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে ঘুরতে যাব ভেবেছিলাম। জয়ন্তীতেই চলে এলাম। পুজো দেওয়া হল, ঘোরাও হল।'

শনিবার বিকেল থেকে বেশি ভিড় বাড়ছে। এদিন বন দপ্তরের আধিকারিক, জেলা পুলিশের কর্তারা ঘনঘন টহল দিয়েছেন। কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না, খতিয়ে দেখেছেন। রবিবার থেকে ভিড় যে অনেকটাই বেশি সেটাও অনুমান করা হচ্ছে।

জয়ন্তী বাজার থেকে প্রায় দেড় কিমি দূরে মহাকালের রাস্তায় এক ভাণ্ডারার সামনে দাঁড়িয়ে পুণ্যার্থীদের ডাকছিলেন এক তরুণ- 'দাদা অনেকক্ষণ ধরে হাঁটছেন মনে হয়। একটু জিরিয়ে নিন। কিছু খেয়ে নিন।'। তাঁর পিছনের স্টলে লাইন দিয়ে খাবার নিচ্ছেন অনেকেই। পাশে রাখা চেয়ারগুলোতে বসে কয়েকজন খাচ্ছেন। মেনুতে ফ্রায়েড রাইস আর আলু সয়াবিনের নিরামিষ সবজি। তাই খেয়ে আবার হাঁটা শুরু করলেন অনেকে।

পারোকাটার এক পুণ্যার্থী সাবিত্রী বর্মনের কথায়, 'জয়ন্তী মহাকালে এলে খাবারের কোনও চিন্তা থাকে না। এবারও তাই হল। তিনবেলা খাবারের আয়োজন রয়েছে। সকালে ও দুপুরে তো খেলাম। যদি থাকতে হয় তাহলে রাতেও ভাণ্ডারায় খাব।'

শুক্রবার থেকেই বেশ কয়েকটি ভাণ্ডারা চালু হয়েছে। কয়েকটা ভাণ্ডারা সোমবার, কয়েকটা মঙ্গলবার পর্যন্ত থাকবে। এই কয়েকদিনে প্রায় ৫ লক্ষ পুণ্যার্থীর খাবারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন এই ৩০টি ভাণ্ডারার পরিচালকরা। ছোট মহাকালের পাশে এক ভাণ্ডারায় দেখা গেল পরিবেশন করা হচ্ছে, ভাত-ডাল-ফুলকপির সবজি-পাঁপড়-চাটনি। আরেক ভাণ্ডারায় মেনুতে ভাত-ডাল-পালং শাক-সবজি-চাটনি-পায়েস। কয়েক জায়গায় আবার রুটি সবজিও করা হয়েছে।

গোপাল দাশগুপ্ত নামে হাসিমারার এক ভাণ্ডারা কমিটির সদস্য বলেন, সকালে পুরি-সবজি করা হচ্ছে। দুপুরে আর রাতে আলাদা ভেজ। পুণ্যার্থীরা তৃপ্তি করে খাচ্ছেন। সেটাই আমাদের বড় পাওনা।'

রাজবংশীরা আমাদের সঙ্গে : উদয়ন

দিনহাটা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : কোচবিহারের রাজবংশী সমাজের একটি বড় অংশ তৃণমূলের সঙ্গে আছেন, শনিবার বুড়িরহাটে পঞ্চানন বর্মার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এমনই দাবি করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ। কোচবিহার জেলায় রাজবংশী ভোট নির্বাচনের ফলাফল ঠিক করে দিতে পারে। তাই এই বৃহৎ ভোটেই নজর থাকে যে কোনও দলের। ভোট অঙ্ক মাথায় রেখে সেই তাসই খেলতে চাইলেন মন্ত্রী! রাজনৈতিক মহলের অন্তত এমনই ধারণা। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ, ভোটের আগে এমন বক্তব্য নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

এদিন ওই অনুষ্ঠানে উদয়ন গুহ উপস্থিত হলে সংবাদমাধ্যম তাঁর কাছে নগেন রায় (অনন্ত মহারাজ) এবং জীবন সিংহের বিষয়ে জানতে চায়। সেখানে মন্ত্রী দাবি করেন, রাজবংশী সমাজকে নিয়ে নতুন করে কী বলব, কোচবিহার জেলা রাজবংশী সম্প্রদায় ছাড়া অসম্পূর্ণ, এই সম্প্রদায়ের মহিলা ও পুরুষ আমাদের দলের সঙ্গে আছেন, তাই কোচবিহারে আমাদের শক্তি বেড়েছে।

তৃণমূলের দাবি, রাজবংশী সমাজের সার্বিক উন্নয়নে রাজ্য সরকার একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ভবিষ্যতেও এই ধারা বজায় থাকবে। তবে এই বক্তব্য মানতে নারাজ বিরোধীরা। কোচবিহার জেলা বিজেপির সহ সভাপতি বিরাজ বসু বলেন, ভোট এলেই মন্ত্রীদের সুর বদলে যায়। এত বছর ক্ষমতায় থেকেও রাজবংশী সমাজের জন্য কী করেছেন ওনারা, আগে তার জবাব দিন।'

সাপটানা নদী বাঁচাতে আন্দোলন

ফালাকাটা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : ফালাকাটা শহরের সাপটানা নদী দীর্ঘদিন ধরে দখল হয়ে যাচ্ছে। কোথাও দখল করে পাকাবাড়ি তৈরি করা হয়েছে। কোথাও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। আবার আবর্জনায় নদী ভরাট করা তো নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব মিলিয়েই সাপটানা এখন আর নদীর চেহারায় নেই। জবরদখলে গতি হারিয়েছে। শুকিয়ে গিয়ে মরূদ্যানের মতো হয়েছে সাপটানা। এই অবস্থায় সাপটানা বাঁচাতে এবার আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন শহরের পরিবেশকর্মীরা। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই জবরদখলকারীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

ফালাকাটার পরিবেশকর্মী শুভজিৎ সাহার কথায়, 'সাপটানা নদী ফালাকাটার লাইফলাইন। অথচ এই নদী আজ পুরোপুরি জবরদখলকারীদের কবজায়। এখন নদী দিয়ে জল প্রবাহিত হয় না। আমরা তাই এই নদী রক্ষার জন্য আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছি। গোটা বিষয়টি নিয়ে শহরের নাগরিকদের মতামতও নেওয়া হবে।'

শহরের আরেক পরিবেশকর্মী প্রবীর রায়চৌধুরী বলেন, 'সাপটানা দিয়ে আগে সারাবছর জল প্রবাহিত হত। কিন্তু কয়েক বছর ধরে নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় দখল করা হয়েছে। ফলে শহরে বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে জলের জোগান দেওয়া সম্ভব হবে না। তাছাড়া শহরের বাস্তুতন্ত্রের অন্যতম ভূমিকা নিয়েছে এই সাপটানা। আমরা সাপটানা বাঁচাতে দলমতনির্বিশেষে সবাইকে একজোট হবার আহ্বান জানাচ্ছি।'

সাপটানা নদীকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরেই অবৈধ নির্মাণ গড়ার অভিযোগ আছে। শহরের বিভিন্ন জায়গায় নদী বুজিয়ে ঘরবাড়ি, দোকানপাট বানানো হয়েছে। এছাড়াও একাধিক জায়গায় অঘোষিত ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে এই নদী। পরিস্থিতি এমন যে নদীর মধ্যে জমে থাকা আবর্জনায় মাঝেমধ্যেই আগুন লাগার ঘটনাও ঘটছে। পাশাপাশি হাতিনালা দখল করেও অবৈধ নির্মাণ এবং নানাভাবে নালা বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। অথচ শহরে এই দুটির গুরুত্ব অপরিসীম। বিষয়টি নিয়ে নাগরিকদের মধ্যেও ক্ষোভ আছে। কিন্তু প্রভাবশালীদের ভয়ে কেউ কিছু বলতে পারেন না। তবে নাগরিকদের স্বার্থে ফালাকাটার সমাজকর্মী ডাঃ সুকুমার এমকে ঘোষ বিষয়টি নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তারপরে কোনও এক অজ্ঞাত কারণে বিষয়টি নিয়ে কোনও পক্ষ তৎপর হয়নি।

কোচবিহারের রাজকন্যার স্মরণে স্পেশাল জয়রাইড

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৪ ফেব্রুয়ারি : ১৯৩৫ সালে কলকাতায় জন্ম। বাবা ব্রিটিশ, ব্যবসা করতেন। মা বাঙালি। ছেলে ঝরঝরে বাংলায় দারুণ। দীর্ঘ ৩০ বছর ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কাউন্সিলে (বিবিসি) সাংবাদিকতা করেছেন। এর মধ্যে ২০ বছর ধরে সংস্থার দিল্লির ব্যুরো চিফ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। প্রচুর বই লিখেছেন। সেই মার্ক টুলির স্মরণে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) বিশেষ চার্টার্ড চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মার্ক গত ২৫ জানুয়ারি নয়াদিল্লিতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তবে মৃত্যুর পরও বন্ধু ও সহকর্মীদের বুকে তিনি অমর। তাঁদের কয়েকজনের উদ্যোগ ও রেলের সম্মতিতে ডিএইচআর চার্টার্ড পরিষেবা চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। রবিবার একটি হেরিটেজ স্টিম ইঞ্জিন টয়ট্রেন নিয়ে কার্সিয়াং থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত ছুটবে।

দার্জিলিং পাহাড়, বাংলা আর টয়ট্রেন- এই তিনের প্রতি মার্কের অমোঘ টান ছিল। সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখেই প্রয়াত সাংবাদিকের বন্ধুরা ঠিক করেছিলেন, চিরাচরিত শোকসভার বদলে তাঁরা বিশেষ যাত্রার আয়োজন করবেন। পরিকল্পনামাফিক ডিএইচআরের কাছে আবেদন জানানো হয়। তাতে সাড়া দিতে কর্তৃপক্ষ বিন্দুমাত্র দেরি করেনি। পর্যটনের প্রসারে একাধিক চার্টার্ড রাইড ও জয়রাইড থাকলেও বন্ধুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এমন উদ্যোগ অভিনব বলে তাঁরা জানিয়েছেন। ডিএইচআর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর আশা, দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে দার্জিলিং টয়ট্রেনের গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা এভাবেই আরও বাড়বে।

অন্যদিকে, কোচবিহারের রাজকুমারীকে ঘিরে প্রচলিত লোককথার ওপর ভিত্তি করে হেরিটেজ তকমাপ্রাপ্ত ডিএইচআর পূর্ণিমার রাতে জয়রাইড চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নাম দেওয়া হয়েছে 'মহারানিজ গ্রেট এসকেপেড'। মার্চের প্রথম পূর্ণিমাতেই এই যাত্রার সূচনা হওয়ার কথা। জনশ্রুতি বলে, গল্পটি ১৯২০ সাল নাগাদ। কোচবিহারের এক রাজকন্যা দার্জিলিং সফরে এসেছিলেন। তাঁকে স্থানীয় উইন্ডমেয়ার হোটেলে একটি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু সেখানে এসে তাঁর একঘেয়ে লাগছিল। সুযোগ বুঝে তিনি ডিএইচআর-এর তৎকালীন জেনারেল ম্যানেজারের সাহায্যে সেখান থেকে চুপ করে বেরিয়ে আসেন। জ্যোৎস্নার আলোয় টয়ট্রেনেই নিজের মতো করে এক পার্টি আয়োজন করেন। তখন পূর্ণিমার রাত। রাজকীয় পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল। সেইমতোই ডিএইচআর একটি জয়রাইড শুরু করতে চলেছে। শুধুমাত্র পূর্ণিমার রাতেই এই পরিষেবা দেওয়া হবে। 'প্রিমিয়াম' এই পরিষেবায় প্রতি যাত্রায় সর্বোচ্চ তিনজন যাত্রীকে নেওয়া হবে। রাতেই চাঁদের আলোতে চা পাতা তোলার অনুভূতি দিতে ইতিমধ্যে বিভিন্ন চা বাগান সংস্থার সঙ্গে রেল কথা বলছে। তাদের দিক থেকে সবুজ সংকেত এলে ভাড়ার বিষয়টিও নির্ধারিত হবে।

ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী জানিয়েছেন, এই নতুন উদ্যোগের মাধ্যমে সেই রোমাঞ্চকর অভিযানকে আধুনিক মোড়কে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা চলছে। বিকেল সাড়ে ৫টায় তিনধারিয়া ওয়ার্কশপে ঢুকবেন পর্যটকরা।

এরপর ৬টা নাগাদ তিনধারিয়া স্টেশন ছাড়বে খেলনাগাড়ি। ট্রেনেই তিব্বতি চা পরিবেশন করা হবে। রংটংয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়ানোর পর ৭টা নাগাদ সেখান থেকে ছেড়ে ১১টার মধ্যে সুকনা হয়ে পৌঁছাবে গুলমা চা বাগানে। গুলমায় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও রাতের খাবারের ব্যবস্থা থাকছে। যাত্রীদের জন্য রয়েছে চাঁদের আলোয় চা পাতা তোলার অভিজ্ঞতা নেওয়ার সুযোগ।

এর পাশাপাশি ডিএইচআর মার্চ মাসেই 'বাঘেরাস ট্রেল-দ্য সানসেট রাইড এক্সপেরিয়েন্স' নামে আরও একটি পরিষেবা চালু করতে চলেছে। যেখানে হেরিটেজ রেল ভ্রমণের সঙ্গে প্রকৃতি অন্বেষণের সুযোগ থাকবে। কার্সিয়াং বন দপ্তরের সহযোগিতায় পর্যটকদের পাহাড়ে এক বিশেষ আউটডোর অভিজ্ঞতার জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই ট্রেনটি সকাল ১০টায় ছাড়বে। অংশগ্রহণকারীরা কার্সিয়াংয়ের ডাউহিলে সমবেত হবেন। সেখানে বনকর্মীদের তত্ত্বাবধানে প্রায় দুই ঘণ্টার একটি ট্রেকিং হবে। এছাড়াও স্থানীয় ফরেস্ট মিউজিয়াম, হেভেন ভিউপয়েন্ট এবং একটি পুরোনো মঠ দেখার বিকল্প ব্যবস্থাও থাকবে। ট্রেকিং শেষে যাত্রীদের গাড়িতে করে কার্সিয়াং রেলওয়ে স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখান থেকে সূর্যাস্তের আগেই টয়ট্রেনটি মহানদীর উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। পথে গিদ্দা পাহাড়ে একবার বিরতি দেওয়া হবে। ওই সময় কেউ চাইলেই নেতাজি মিউজিয়াম দেখার সুযোগ পাবেন।

- প্রয়াত মার্ক টুলির স্মরণে ডিএইচআর রবিবার একটি চার্টার্ড ট্রেন চালাবে
- কোচবিহারের রাজকন্যার টয়ট্রেন অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে একটি জয়রাইড শুরু হচ্ছে
- মার্চ মাসেই 'বাঘেরাস ট্রেল-দ্য সানসেট রাইড এক্সপেরিয়েন্স' নামে আরও একটি পরিষেবা

এই উদ্যোগের মাধ্যমে সেই রোমাঞ্চকর অভিযানকে আধুনিক মোড়কে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা চলছে। বিকেল সাড়ে ৫টায় তিনধারিয়া ওয়ার্কশপে ঢুকবেন পর্যটকরা।

-ঋষভ চৌধুরী
ডিরেক্টর, ডিএইচআর

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com
তখন সন্ধ্যা নামছে।।
ইসলামপুর বাইপাসে ছবিটি তুলেছেন অভয় মোদক।

আপেলের বাক্সে মাদক

অসম-বাংলা সীমানায় কাফ সিরাপ পাচার বানচাল

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১৪ ফেব্রুয়ারি : উত্তর-পূর্ব ভারতের অসম-বাংলা সীমানায় কাফ সিরাপ পাচারের হদিস মিলল। শনিবার দুপুরে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের তারাগঞ্জ সেতু সংলগ্ন এলাকায় পাচারের পথে অভিযান চালিয়ে বক্সিরহাট থানার পুলিশ ছয় হাজার বোতল কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করেছে। বাজেয়াপ্ত কাফ সিরাপের আনুমানিক বাজারমূল্য ত্রিশ লক্ষ টাকা। পুলিশি নজর এড়াতে আপেলভর্তি কার্টনের আড়ালে পাচারের ছক কষেছিল অসাধু কারবারিরা। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। অবৈধভাবে কাফ সিরাপ পরিবহণের অভিযোগে ভিনরাজ্যের লরিচালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এদিন কাফ সিরাপবোঝাই লরি আটকের ঘটনায় সীমানায় আসেন তুফানগঞ্জ এসডিপিও কান্নেধারা মনোজ কুমার সহ প্রশাসনিক কর্তারা।

এবিষয়ে এসডিপিও বলেন, 'সীমানায় তল্লাশি চালিয়ে পণ্যবাহী গাড়ি থেকে ৬০ কার্টন কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। দিল্লি থেকে তা পাচারের উদ্দেশ্যে অসমের গুয়াহাটি দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাচারচক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

একসময় অসম-বাংলা সীমানাকে কয়লা, বার্মা কাঠ, বার্মা সুপারি, অরুণাচলের মদ, বিদেশি সিগারেট, গোরু, মোষ পাচারের করিডর হিসেবে ব্যবহার করা হত। এবার অসম-বাংলা সীমানা থেকে কাফ সিরাপবোঝাই গাড়ি আটকের ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। তদন্তকারী পুলিশ অফিসাররা মনে করছেন, সীমানায় পুলিশি নজর এড়াতে পাচারে অভিনব কায়দা অবলম্বন করা হয়েছিল।

শনিবার অসম-বাংলা জাতীয় সড়কের তারাগঞ্জ সেতু সংলগ্ন এলাকায় কোচবিহারের দিক থেকে আসা অসমগামী একটি লরিকে দাঁড় করান কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা। জিজ্ঞাসাবাদে চালক জানান, দিল্লি থেকে আপেল পরিবহণ করা হচ্ছে। সন্দেহ হওয়ায় লরিতে তল্লাশি চালাতেই চক্ষু চড়কগাছ পুলিশকর্মীদের। আপেলবোঝাই কার্টনের আড়ালে কাফ সিরাপের বস্তা থরে থরে সাজানো। এরপর তুফানগঞ্জের এসডিপিও, তুফানগঞ্জ অতিরিক্ত মহকুমা শাসক জিতেন তামাং এবং বক্সিরহাট থানার ওসি নকুল রায়ের উপস্থিতিতে গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করা হয় একের পর এক কাফ সিরাপের বস্তা। পুলিশ জানিয়েছে, অবৈধভাবে মাদক পাচারের অভিযোগে অবিনাশ দেবনাথ নামে ত্রিপুরার চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

পাচারের পথে কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করছে পুলিশ। বক্সিরহাটে।

শ্রদ্ধায় মনীষী পঞ্চানন বর্মাকে স্মরণ

কোচবিহার ব্যুরো

১৪ ফেব্রুয়ারি : কোচবিহার জেলাজুড়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন হল মনীষী পঞ্চানন বর্মার ১৬১তম জন্মজয়ন্তী। শনিবার সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে দিনভর নানা কর্মসূচির মাধ্যমে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। জেলাজুড়েই ছিল উৎসবের আবহ।

এদিন সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে জন্মক্ষণে মাথাভাঙ্গা শহরে নিজের বাসভবনে মূর্তিতে মাল্যদান করেন বিশিষ্ট পঞ্চানন অনুরাগী গিরীন্দ্রনাথ বর্মন। মাথাভাঙ্গা শহরে কেন্দ্রীয় ছাত্রাবাসে আবাসিক ছাত্রদের উদ্যোগে পালন হয় বিশেষ অনুষ্ঠান। খলিসামারি পঞ্চানন বর্মা মেমোরিয়াল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট ও মাথাভাঙ্গা পুরসভার যৌথ ব্যবস্থাপনায় লাঠিখেলা ও বৈরাতি নৃত্যে শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে।

মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের পঞ্চানন মোড়ে অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে ও পঞ্চানন আদর্শ রক্ষা কমিটির সহযোগিতায় ব্রোঞ্জ মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। জোরপাটকি, গোলকগঞ্জ, প্রেমেরডাঙ্গা সহ বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলেও অনুষ্ঠিত হয় মাল্যদান ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি। শীতলকুচির খলিসামারিতে জন্মভিটা ও পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়-এর দ্বিতীয় ক্যাম্পাসে আয়োজিত হয় বিশেষ অনুষ্ঠান। শীতলকুচির ভাঐরথানা বাজারে এদিন পঞ্চানন বর্মার আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হয়।

মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ঘোকসাডাঙ্গা বীরেন্দ্র মহাবিদ্যালয় রাজবংশী ভাষা আকাদেমির উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজবংশী ভাষা আকাদেমির চেয়ারম্যান হরিহর দাস, সচিব দীপক কেরকেট্টা সহ বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষরা। দোলং মোড়ে মনীষী পঞ্চানন বর্মা স্মারক সমিতির উদ্যোগে পঞ্চাননমূর্তিতে মাল্যদান সহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দোলং মোড়ে সিপিএম-এর দলীয় কার্যালয়ে পঞ্চানন জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে দিনটি পালন করে পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক ন্যায় মঞ্চ। বড় শৌলমারি সিঙ্গিজানি মনীষী ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা স্মারক সমিতি ট্রাস্ট বোর্ডের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। প্রেমেরডাঙ্গাতেও এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কোচবিহার শহরের রাসমেলা মাঠ সংলগ্ন মূর্তিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। দিনহাটা, মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়িতেও শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

জেলার সর্বত্র মনীষীর আদর্শ ও সমাজসংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড স্মরণ করে নতুন প্রজন্মের মধ্যে তাঁর চেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার অঙ্গীকারই ছিল এদিনের মূল সুর।

মাথাভাঙ্গা পঞ্চানন মোড়ে মনীষী পঞ্চানন বর্মার মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য। -বিশ্বজিৎ সাহা

দুই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা দিবস

হলদিবাড়ি, ১৪ ফেব্রুয়ারি : শনিবার হলদিবাড়ি শহরের ঐতিহ্যবাহী শতবর্ষ প্রাচীন দুই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। এদিন হলদিবাড়ি টাউন ক্লাব ও পিভিএনএন লাইব্রেরির ১১০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে টাউন ক্লাব কর্তৃপক্ষ। সকালে টাউন ক্লাব চত্বরে ক্লাবের পতাকা উত্তোলন করেন ক্লাব সচিব পঙ্কজ সরকার। এরপর দুপুরে প্রদর্শনী ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। বিকেলে প্রাক্তন খেলোয়াড়দের প্রীতি ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

তবে এবার সাদামাঠাভাবে প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করে পিভিএনএন লাইব্রেরি। এদিন লাইব্রেরি প্রাঙ্গণে পতাকা উত্তোলন ও রায়সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার প্রতিকৃতিতে মালা পরিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রাক্তন বিধায়ক অর্ঘ্য রায়প্রধান। প্রাচীন প্রতিষ্ঠান দুটি ১৯১৬ সালে হলদিবাড়ি পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে গড়ে তোলা হয়েছিল। লাইব্রেরিতে প্রচুর মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য সহ ১৩ হাজারের বেশি বই রয়েছে। যা পাঠকদের জ্ঞানের বিকাশে উপযোগী বলে জানান বইপ্রেমীরা।

সংবর্ধনা

তুফানগঞ্জ, ১৪ ফেব্রুয়ারি : সপ্তাহ দুয়েক আগে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরুর আগে নাককাটি উচ্চবিদ্যালয়ে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। সেসময় কর্তব্যরত পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়ারদের তৎপরতায় বড়সড়ো দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায় পরীক্ষার্থীরা। আর সেই অবদানের জন্য শনিবার জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের তরফে কর্তব্যরত ৮ জনকে সংবর্ধনা দেওয়া হল। এদিন তুফানগঞ্জ-১ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরে এই অনুষ্ঠান হয়। ছিলেন জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পবিত্রা লামা, তুফানগঞ্জ-১'এর বিডিও সঞ্জয় ঘিসিং, বিডিএমও অনিরুদ্ধ রায়।

ছোট্ট তারা

রোহন মিয়াঁ
তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের ছাটরামপুর জুনিয়ার বেসিক স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। পড়াশোনার পাশাপাশি অঙ্কনেও পারদর্শী।

নদীর ঘাটে পড়ে প্রতিমার কাঠামো

দিনহাটা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : দুর্গোৎসব শেষ হওয়ার পর কেটে গিয়েছে প্রায় চার মাস। কিন্তু নদীর ঘাটে এখনও পড়ে রয়েছে প্রতিমার কাঠামো এবং পুজোর নানা উপকরণ। ছবিটি বুড়াধরলা নদীর রথবাড়ি ঘাটের। দিনহাটা মহকুমার বেশিরভাগ দুর্গা প্রতিমা এই ঘাটে বিসর্জন দেওয়া হয়। কিন্তু প্রতিবছর বিসর্জনের পর ঘাট পরিষ্কার করা হলেও এবছরের ছবিটি আলাদা। এরফলে নদীর জলে দূষণের আশঙ্কা যেমন রয়েছে তেমনি ঘাটটি সাধারণ মানুষের ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। পুরসভার চেয়ারপার্সন অপর্ণা দে নন্দী বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখে যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে।'

দিনহাটা শহর সংলগ্ন বুড়াধরলা নদীর পাড়ে শ্মশানের দুটি চুল্লি রয়েছে। ফলে অনেকে ওই ঘাটে যান। কিন্তু বর্তমান ঘাটের যে পরিস্থিতি তাতে সেখানে নামা দায়। শহরের বাসিন্দা প্রীতম সরকারের কথায়, 'রথবাড়ি ঘাটের এরকম ছবি সচরাচর চোখে পড়ে না। তবে এদিন শেষকৃত্য করতে ঘাটে গিয়ে এই দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে যাই। প্রশাসনের উচিত এবিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করা।' আরেক বাসিন্দা স্বাধীন সাহা একই কথা বলেন। তাঁর মতে, প্রতিমার কাঠামো এভাবে ঘাটে পড়ে থাকায় দৃশ্য দূষণ হচ্ছে। প্রশাসনের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

রথবাড়ি ঘাটে এভাবেই পড়ে রয়েছে কাঠামো। শনিবার।

মহানামযজ্ঞ

ফুলবাড়ি, ১৪ ফেব্রুয়ারি : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ফুলবাড়ি বাজার ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির ১৬ প্রহরব্যাপী বৈদিক মহামিলন নামযজ্ঞ শনিবার শুরু হয়েছে। সোমবার হবে অষ্টকালীন লীলাকীর্তন। মহানামযজ্ঞের এবছর ৩৭তম বর্ষ।

কংক্রিটের রাস্তা ভেঙে চৌচির

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ১৪ ফেব্রুয়ারি : প্রায় পাঁচ বছর আগে এলাকাবাসীর দাবি মেনে তৈরি হয়েছিল কংক্রিটের রাস্তা। কিন্তু, তিন বছর যেতে না যেতেই রাস্তাটি ফেটে চৌচির হয়েছে। রাস্তার মাঝখানে অনেকটাই অংশ ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। আর সেই ফাটলে পা ঢুকে অনেকে আঘাত পেয়েছেন। স্থানীয়দের দাবি, শীঘ্রই রাস্তাটি সংস্কার করা দরকার।

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের ধলপল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রেগুলেটেড মার্কেটের পশ্চিম দিকে তুফানগঞ্জ-ভাটিবাড়ি রাজ্য সড়ক থেকে একটি কংক্রিটের রাস্তা চলে যায়। প্রায় পাঁচ বছর আগে গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে করা হয়েছিল। এতে এলাকাবাসীর যাতায়াতের ক্ষেত্রে খুবই সুবিধা হয়েছিল। কিন্তু নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করায় এত কম সময়ে রাস্তাটি ভেঙে যায়। রাস্তার একটি অংশ থেকে আরেকটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে মাঝখানে তৈরি হয়েছে বড় ফাটল। এই ফাটলই চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা প্রহ্লাদ সরকার বলেন, রাস্তাটি ভেঙে যাওয়ায় যাতায়াতের সমস্যা হয়। দিনেরবেলা সমস্যা সেরকম না হলেও রাতের অন্ধকারে পথচারীরা সমস্যায় পড়েন। যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই রাস্তাটি দ্রুত মেরামত করা দরকার।

রাস্তায় ফাটল। ধলপলে।

পথচারী দুলাল সরকারের কথায়, এই রাস্তাটি আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এভাবে ভেঙে যাওয়ায় সাবধানে না হাঁটলে বিপদ হতে পারে। বিষয়টি প্রশাসনের দেখা উচিত। এই ব্যাপারে ধলপল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিনয়চন্দ্র সরকার বলেন, আমরা শীঘ্রই রাস্তাটি সংস্কার করব।

বাণেশ্বর মন্দিরে মাটির ঘটে শিবপুজো

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৪ ফেব্রুয়ারি : কোচবিহারবাসীর অন্যতম আরাধ্য দেবাদিদেব মহাদেব। রবিবার বিকেল ৫টা ৫ মিনিটে শিবরাত্রির পুজো শুরু হবে মন্দিরে। চলবে সোমবার বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত। এই আবহে প্লাস্টিকের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে জেলার অন্যতম শৈবতীর্থ বাণেশ্বর মন্দিরে। কেবলমাত্র মাটির ঘট নিয়েই মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবেন পুণ্যার্থীরা। ইতিমধ্যেই মন্দির চত্বরে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের তরফে এবিষয়ে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। তাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সচেতন নাগরিকরাও। অপরদিকে, ভক্তদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে মন্দিরের দিঘিতে স্নান করায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের আধিকারিক জয়ন্ত চক্রবর্তী বলেন, 'ভক্তরা মন্দিরে প্লাস্টিক নিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন না। মন্দিরে বাড়তি সতর্কতার জন্য পুলিশ, সিভিল ডিফেন্সের পাশাপাশি গোটা মন্দির চত্বরে ১০টি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে।'

গত বছর শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে মন্দিরে হাজার হাজার পুণ্যার্থীর ঢল নেমেছিল। সেকথা মাথায় রেখে মন্দিরে নিরাপত্তায় কোনও খামতি রাখতে চাইছে না কর্তৃপক্ষ। পুণ্যার্থী সমাগমের কথা মাথায় রেখে সপ্তাহখানেক আগে থেকেই মন্দির সাজানোর প্রস্তুতি সেরেছে কর্তৃপক্ষ। বাঁশের রেলিংয়ের পাশাপাশি মন্দির চত্বরে করা হয়েছে অস্থায়ী ছাউনিও। শনিবার সেখানে গিয়ে দেখা গেল, মন্দির রং করার পাশাপাশি অত্যাধুনিক আলোকসজ্জায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে। প্রবেশপথে বসানো হয়েছে ফুলের তোরণ। কেবলমাত্র মন্দির চত্বরই নয়। মন্দিরের বাইরেও পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা লাইনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভিড়ের কথা মাথায় রেখে অন্যান্য মন্দির থেকে বাণেশ্বর মন্দিরে ১০-১২ জন অতিরিক্ত কর্মচারীও পাঠানো হচ্ছে বলে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে।

পুজো শুরু হতে এখনও কয়েক ঘণ্টা বাকি। তার আগেই মন্দিরের বাইরে ফুল, বেলপাতার দোকান বসতে শুরু করেছে। শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে প্রতিবারের মতো এবারেও মন্দিরের সামনে ১২ দিনের মেলা বসবে। এবিষয়ে বাণেশ্বর পঞ্চায়েত প্রধান শ্যামলকুমার ঘোষের প্রতিক্রিয়া, 'পুজো উপলক্ষ্যে প্রতিদিনই মন্দির চত্বর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হবে। ভক্তদের কথা মাথায় রেখে নতুন শৌচালয় এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অধীনে জেলায় মোট ২০টি মন্দির রয়েছে। বাণেশ্বর মন্দিরের পাশাপাশি শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে সেজে উঠেছে শহর ও শহরতলির অন্য শিব মন্দিরগুলিও। বাণেশ্বরের পাশাপাশি অনাথনাথ শিব মন্দির, হিরণ্যগর্ভ শিব মন্দির, ধলুয়াবাড়ি শিব মন্দির, হরিপুর শিব মন্দির, ডাঙ্গরআই মন্দির সহ অন্য মন্দিরগুলিতে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়বে বলে আশাবাদী দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড।

শিবরাত্রির পুজোর প্রস্তুতি বাণেশ্বরে। শনিবার।

এক গ্রামে তিন সাংসদ

চট্টগ্রাম, ১৪ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে এক বিরল ঘটনার সাক্ষী হল চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার গহিরা গ্রাম। সদ্য সমাপ্ত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এই গ্রাম থেকে নির্বাচিত হয়েছেন তিন-তিনজন সংসদ সদস্য। বৃহস্পতিবার নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকে গহিরায় আনন্দের বাঁধ ভেঙেছে। চলছে মিষ্টি বিতরণ, অকাল দীপাবলি।

তিনজনই বিএনপি প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে চট্টগ্রাম-৬ (রাউজান) আসন থেকে জয়ী বিএনপির হেভিওয়েট নেতা গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী। একই গ্রামের হুম্মাম কাদের চৌধুরী জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন চট্টগ্রাম-৭ (রাঙ্গুনিয়া) আসন থেকে। প্রাক্তন মন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমানের ছেলে সাঈদ আল নোমান নির্বাচিত হয়েছেন চট্টগ্রাম-১০ (ডবলমুরিং-খুলশি) আসন থেকে।

ভোলায় বিজেপি

ঢাকা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশের ১৩তম জাতীয় নির্বাচনে ভোলা-১ আসনে বিরাট ব্যবধানে জয় পেয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পার্থ। ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে তিনি ১,০৫,৫৪৩ ভোট পেয়ে জামায়াতে ইসলামির প্রার্থী মো. নজরুল ইসলামকে (৭৫,৩০৭ ভোট) পরাজিত করেছেন। বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের শরিক হিসাবে বিজেপি এই একমাত্র আসন দখল করেছে।

নিখোঁজ ছাত্র

ওয়াশিংটন, ১৪ ফেব্রুয়ারি : আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বার্কলে) স্নাতকোত্তরের ছাত্র সাকেত শ্রীনিবাসাইয়া (২২) গত এক সপ্তাহ ধরে নিখোঁজ। কর্ণাটকের বাসিন্দা এবং আইআইটি মাদ্রাজের এই মেধাবী প্রাক্তনীকে গত ৯ ফেব্রুয়ারি বার্কলে হিলসের লেক আঞ্জা এলাকায় শেষবার দেখা গিয়েছিল। রহস্যজনকভাবে, একটি বাড়ির সামনে তাঁর পাসপোর্ট ও ল্যাপটপ ভর্তি ব্যাগটি পাওয়া গেলেও সাকেতের কোনও হদিস মেলেনি।

কচ্ছপ উদ্ধার

ভোপাল, ১৪ ফেব্রুয়ারি : মধ্যপ্রদেশের ভোপালের সন্ত হিরদারাম রেল স্টেশনে পাটনা-ইন্দোর এক্সপ্রেসের এসি প্রথম শ্রেণির কামরা থেকে ৩১১টি বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার করা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশ টাইগার স্ট্রাইক ফোর্স ও রেল পুলিশ যৌথ অভিযানে ট্রেনের কোচ অ্যাটেনডেন্ট অজয় সিং রাজপুতকে গ্রেপ্তার করে। ওই ব্যক্তি পাচার চক্রের কুরিয়ার হিসাবে কাজ করছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

স্টার্টআপে বরাদ্দ

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি : দেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমকে আরও শক্তিশালী করতে ১০ হাজার কোটি টাকার 'ফান্ড অফ ফান্ডস ২.০' অনুমোদন করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। শনিবার অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই বিপুল বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর আগে ২০১৬-তে স্টার্টআপ ইন্ডিয়া নীতির মাধ্যমে প্রথম দফায় ১০ হাজার কোটি টাকার তহবিল তৈরি করা হয়েছিল।

সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বরাদ্দের দ্বিতীয় পর্যায়টি মূলত 'ডিপ-টেক' এবং প্রযুক্তিভিত্তিক স্টার্টআপগুলিকে সাহায্যের জন্য 'ডিজাইন' করা হয়েছে। মন্ত্রীসভার বিবৃতিতে বলা হয়, 'দীর্ঘমেয়াদি অন্তর্ভুক্তিমূলক পুঁজি সংগ্রহ এবং উদ্ভাবনভিত্তিক শিল্পোদ্যোগকে ত্বরান্বিত করতে এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।'

মেট্রোর বলি

মুম্বই, ১৪ ফেব্রুয়ারি : মুম্বইয়ের মুলুন্দে শনিবার দুপুরে নির্মীয়মাণ ৪ নম্বর মেট্রো লাইনের একটি স্ল্যাব ভেঙে পড়ে একজন নিহত এবং তিনজন আহত হয়েছেন। এলবিএস রোডের ব্যস্ত এলাকায় একটি চলন্ত অটো ও গাড়ির ওপর এই অংশটি খসে পড়ে। নিহতের নাম রামধন যাদব। এমএমআরডিএ বিষয়টির তদন্ত শুরু করেছে। এই দুর্ঘটনায় জননিরাপত্তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন কংগ্রেস নেত্রী বর্ষা গায়কোয়াড়।

বিস্ফোরক রুবিও

মিউনিখ, ১৪ ফেব্রুয়ারি : বিশ্বজুড়ে চলতে থাকা যুদ্ধ ও অস্থিরতা ঠেকাতে রাষ্ট্রসংঘের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও। শনিবার মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে তিনি জানান, গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ইস্যুগুলিতে রাষ্ট্রসংঘ কার্যত কোনও ভূমিকাই পালন করতে পারছে না। গাজা যুদ্ধের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'রাষ্ট্রসংঘের কাছে কোনও উত্তর নেই। আন্তর্জাতিক সংস্থাটি গাজা সংঘাতের সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে।' রাষ্ট্রসংঘকে ঢেলে সাজানোর ওপর জোর দেন তিনি।

শীতের শেষলগ্নে ভেড়ার পশম সংগ্রহের ব্যস্ততা। শনিবার উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে।

তারেকের শপথে থাকতে পারেন মোদি

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ নেওয়ার আগেই গঙ্গা-পদ্মা মেলবন্ধনে আগ্রহী বাংলাদেশের ভাবী প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তাঁর শপথে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সেই মেলবন্ধনের সূচনা করার চিন্তাভাবনা চলছে বিএনপি-র অন্দরে। তবে ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মসৃণ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বার্থকেই যে তাঁরা অগ্রাধিকার দেবেন সেই কথা শনিবার স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন বিএনপি-র চেয়ারপার্সন।

দলীয় সূত্রে খবর, তারেক রহমানের শপথের অনুষ্ঠানে ভারতের পাশাপাশি পাকিস্তান সহ বিভিন্ন সার্কভুক্ত দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের আমন্ত্রণ জানানোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। কবে নাগাদ তারেক শপথ নেবেন তা এখনও স্পষ্ট নয়। আভাস মিলেছে, সোম অথবা মঙ্গলবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে পারেন খালেদা-পুত্র। মন্ত্রী পরিষদ সচিব ড. শেখ আবদুর রশিদ এদিন জানিয়েছেন, ১৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে নতুন সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হবে। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে রবিবারও শপথের অনুষ্ঠান হতে পারে। তার প্রস্তুতিও নেওয়া আছে।

শুক্রবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর বিএনপি-র চেয়ারপার্সনকে বিশ্বনেতাদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিই সবার আগে অভিনন্দন জানান। বাংলাদেশের উন্নয়নে ও সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণে তিনি যে তারেক রহমানের পাশে থাকবেন সেই বার্তাও দেন নমো। শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লিগবিহীন বাংলাদেশে বিএনপি-র প্রতি নয়াদিল্লির এহেন উষ্ণ আচরণে মন গলতে শুরু করেছে খালেদার দলের। তারাও খোলা মনে ভারতের এই বার্তাকে স্বাগত জানিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে যদি আনুষ্ঠানিকভাবে তারেকের শপথে হাজির থাকার আমন্ত্রণ পাঠানো হয় এবং তিনি শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে হাজির হন তাহলে নয়াদিল্লি-ঢাকা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে পারে। এর আগে প্রয়াত খালেদা জিয়ার শেষকৃত্যে মোদি সরকারের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর হাজির হয়েছিলেন। হাসিনা-পতনের পর তিনিই প্রথম ভারতীয় নেতা যিনি ঢাকায় পদার্পণ করেন। ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঢাকা সফরের সময় তৎকালীন বিরোধী নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

যদিও পরবর্তীতে সেই সৌজন্য অনেকটাই উধাও হয়ে গিয়েছিল। কূটনৈতিক মহলের ধারণা, যেহেতু হাসিনা জমানার ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের স্বর্ণযুগ এখন অতীত, তাই সেই অধ্যায়কে পাশে সরিয়ে রেখে এখন তারেক এবং বিএনপি নেতৃত্বের সঙ্গে নতুন করে পথ চলা শুরু করতে চায় মোদি সরকার।

তাছাড়া জামায়াতের তুলনায় বিএনপি নয়াদিল্লির কাছে মন্দের ভালো বিকল্প। তাই চিন-পাকিস্তান যাতে পদ্মাপারে একচ্ছত্র প্রভাব বাড়াতে না পারে সেজন্য বিএনপি-র সঙ্গে সুসম্পর্কই এখন পাখির চোখ নয়াদিল্লির।

ভ্যালেন্টাইন ডে-কে মনে রেখে শনিবার 'নাসা' প্রকাশ করেছে ২,৬৫০ আলোকবর্ষ দূরের 'কোকুন নেবুলা'-র ছবি। ধুলো আর গ্যাসের তৈরি এই লালচে 'হৃৎপিণ্ড'টি যেন মহাকাশের বুকে এক অপূর্ব প্রেমের আখ্যান।

প্রথমার্ধের ইতি

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি : একগুচ্ছ প্রশ্ন জিইয়ে রেখেই শেষ হল সংসদের বাজেট অধিবেশনের প্রথমার্ধ। ৯ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধ। দীর্ঘ সময় বাদে রবিবার সাধারণ বাজেট পেশ, প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ ছাড়াই লোকসভায় রাষ্ট্রপতির বক্তৃতার ওপর ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব পাশ হওয়ার মতো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে প্রথমার্ধে। তবে সেসব কিছুকে ছাপিয়ে এবার সংসদ সরগরম ছিল লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির কেন্দ্রবিরোধী অবস্থান ঘিরে। প্রথমে প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল এমএম নারাভানের অপ্রকাশিত বই, তারপর ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে তীব্র আক্রমণ শানান রাহুল গান্ধি। তাঁর সঙ্গে বারবার বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়ে ট্রেজারি বেঞ্চ। তাঁর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব আনার কথা থাকলেও আপাতত তা আনা হচ্ছে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু। অপরদিকে বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে একটি সাবস্ট্যান্টিভ মোশন এনেছেন রাহুলের বিরুদ্ধে। বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে ওই প্রস্তাবটি নিয়ে সিদ্ধান্ত হতে পারে। কংগ্রেসের সব সাংসদই মনে করছেন, বিরোধী দলনেতা হিসেবে রাহুল গান্ধির আগ্রাসী অবস্থান দলকে অনেকটাই চাঙ্গা করেছে। তাঁর প্রশ্নে শাসকদল অস্বস্তিতে পড়েছে বলেই ওই প্রস্তাব আনার তোড়জোড় চলছে। এদিকে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে কংগ্রেস সহ বিরোধীরা। সেই প্রস্তাবটির ভবিষ্যৎও নির্ধারণ হবে সংসদে। বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তাব আনতে চলেছে তৃণমূল।

নর্থ, সাউথ ব্লক এবার জাদুঘর

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি : রাইসিনা হিলসের ঐতিহাসিক নর্থ ব্লক এবং সাউথ ব্লক এখন থেকে জাতীয় জাদুঘরের অংশ হতে চলেছে। শনিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো জানান, ব্রিটিশ আমলের এই ভবনগুলিতে এককাল সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক পরিচালিত হলেও এখন তা 'যুগে যুগে ভারত' নামক বিশ্বমানের এক জাদুঘরে রূপান্তরিত হবে।

শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর নতুন দপ্তরের উদ্বোধন করেন, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'সেবা তীর্থ'। দিল্লিকে ভারতের রাজধানী হিসেবে ঘোষণার ৯৫ বছর পূর্তিতে এই স্থানান্তরকে 'ঐতিহাসিক' বলে দাবি করেছে কেন্দ্র। নতুন কমপ্লেক্সে পিএমও ছাড়াও ক্যাবিনেট সচিবালয় এবং জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ সচিবালয়কে এক ছাতার তলায় আনা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী 'সেবা তীর্থ' নামে একটি ফলক উন্মোচন করেন, যার নীচে খোদাই করা আছে 'নাগরিক দেব ভব'। অশ্বিনী বৈষ্ণো বলেন, 'নতুন এই দপ্তরের নামকরণ শুধু একটি পরিবর্তন নয়, এটি ঔপনিবেশিক মানসিকতা ছেড়ে সেবার মানসিকতায় এগিয়ে যাওয়ার প্রতীক।' কমপ্লেক্সটি পরিবেশবান্ধব ও আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তিতে তৈরি করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী এদিন 'কর্তব্য ভবন ১ ও ২' নামে আরও দুটি সচিবালয় ভবনের উদ্বোধন করেন।

পান্নুন হত্যা চক্রান্তে দোষ কবুল নিখিলের

ওয়াশিংটন, ১৪ ফেব্রুয়ারি : নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা গুরপতবন্ত সিং পান্নুনকে হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার কথা মার্কিন আদালতে স্বীকার করেছেন ভারতীয় নাগরিক নিখিল গুপ্তা। শুক্রবার ম্যানহাটনের ফেডারেল আদালতে ৫৪ বছর বয়সি নিখিল 'ভাড়াটে খুনি নিয়োগ' এবং 'অর্থ পাচারের' ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কবুল করেন।

প্রসিকিউটরদের দাবি, ভারতের প্রাক্তন সরকারি কর্মকর্তা বিকাশ যাদবের নির্দেশে এই চক্রান্ত করা হয়েছিল। ষড়যন্ত্র অনুযায়ী কার্যক্রম চালাতে গিয়ে খুনি ভেবে যার কাছে ১৫ হাজার ডলার অগ্রিম পাঠানো হয়েছিল, সে আসলে ছিল মার্কিন মাদক নিয়ন্ত্রণ সংস্থার (ডিইএ) একজন ছদ্মবেশী তথ্যদাতা। এফবিআই এই ঘটনাকে 'আন্তর্দেশীয় দমনপীড়ন' বলে অভিহিত করেছে।

দোষ কবুল করায় নিখিলকে ২০ থেকে ২৪ বছর জেল খাটতে হতে পারে এবং আগামী ২৯ মে তাঁর সাজা ঘোষণা করা হবে। তবে ভারত সরকার বরাবর দাবি করে এসেছে যে, এই ষড়যন্ত্রে সরকারের কোনও যোগ নেই।

অবসরপ্রাপ্ত সেনা আধিকারিকদের দু'দশকের অপেক্ষার নিয়ম

বই লিখতে বিধিনিষেধ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি : প্রাক্তন সেনাপ্রধান মনোজ মুকুন্দ নারাভানের বই ঘিরে তুমুল বিতর্কে উত্তপ্ত হয়েছিল সংসদের বাজেট অধিবেশনের প্রথম ভাগ, এবার তাই লক্ষ্য 'কুলিং অফ পিরিয়ড'-এর ভাবনায় কেন্দ্র। অর্থাৎ অবসরের পর কুড়ি বছর পর্যন্ত বই লেখা নিষিদ্ধ করার নির্দেশিকা জারির চিন্তাভাবনা শুরু করেছে সরকার।

বাজেট অধিবেশনের প্রথম ভাগের প্রায় প্রতিটি দিনেই উত্তাপ ছড়িয়েছে প্রাক্তন সেনাপ্রধানের লেখা বইকে কেন্দ্র করে। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি বিষয়টি নিয়ে আলোচনার দাবি তোলার পর দফায় দফায় লোকসভা মুলতুবি হয়। শাসক ও বিরোধী শিবিরের তীব্র বাগযুদ্ধে কার্যত অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় সংসদে।

বিতর্কের কেন্দ্রে ছিলেন প্রাক্তন সেনাপ্রধান নারাভানে। তাঁর লেখা বইয়ে লাদাখে চিনা আগ্রাসন সংক্রান্ত কিছু মন্তব্য রয়েছে বলে দাবি করেন রাহুল গান্ধি। বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, নারাভানে নাকি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে সেই সময়ে দ্রুত ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে দেরি করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। রাহুলের দাবি, বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জ্ঞাতসারেই হয়েছিল এবং গোটা ঘটনার দায় তাঁরই।

যদিও এই অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তাঁদের বক্তব্য, যে বইকে ঘিরে এত বিতর্ক, সেটিই এখনও প্রকাশিতই হয়নি। সংসদের বিধি অনুযায়ী অপ্রকাশিত কোনও বইয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা গ্রহণযোগ্য নয় বলেও দাবি করেন তাঁরা। যদিও রাহুল গান্ধি পালটা বলেন, প্রাক্তন সেনাপ্রধানের একটি পুরোনো সমাজমাধ্যমের পোস্টেই বই প্রকাশের উল্লেখ রয়েছে। বইয়ের একটি কপি রাহুলের হাতেও দেখা যায়।

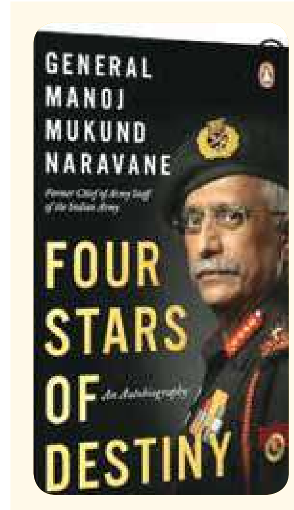

মন্ত্রীসভার বৈঠক

- প্রাক্তন সেনাপ্রধান, অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ আমলা, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের অবসরের পর বই লেখার ওপর 'কুলিং অফ পিরিয়ড' বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব
- সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে অবসরের দুই দশকের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা কোনও বই প্রকাশ করতে পারবেন না

এই টানাপোড়েনের মধ্যেই শুক্রবার শেষ হয় বাজেট অধিবেশনের প্রথম পর্ব। কিন্তু বিতর্কের রেশ থেকে যায় রাজনৈতিক মহলে। দিল্লির সরকারি সূত্রের দাবি, সাউথ ব্লকে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সেখানে নাকি প্রস্তাব ওঠে, দেশের প্রাক্তন সেনাপ্রধান, অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ আমলা, এমনকি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের ক্ষেত্রেও অবসরের পর বই লেখার ওপর ২০ বছরের 'কুলিং অফ পিরিয়ড' বাধ্যতামূলক করার।

এমন সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে অবসরের দুই দশকের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা কোনও বই প্রকাশ করতে পারবেন না। পূর্বে কখনও এমন বিধিনিষেধ জারি হয়নি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, সাম্প্রতিক বিতর্কে সরকারের 'স্বচ্ছ ভাবমূর্তি' প্রশ্নের মুখে পড়েছে বলেই এই কড়া পদক্ষেপের চিন্তাভাবনা।

অধিবেশন শেষ হলেও, প্রাক্তন সেনাপ্রধানের বই ঘিরে যে রাজনৈতিক সংঘাতের সূচনা হয়েছে, তা আপাতত থামার কোনও ইঙ্গিত নেই। বরং সংসদের ভিতরের বিতর্ক এখন নীতিগত সিদ্ধান্তের সম্ভাব্য পথে মোড় নিচ্ছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

বৈঠকে রাহুল

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি : ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তিতে দেশের কৃষকরা বিপন্ন বলে লোকসভায় দাঁড়িয়ে তোপ দেগেছিলেন রাহুল গান্ধি। এই ইস্যুতে তিনি এবং কংগ্রেস যে কেন্দ্রকে ছেড়ে কথা বলবেন না সেই বার্তা আগেই দিয়ে রেখেছিলেন। এবার বিভিন্ন কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলে দেশের অন্নদাতাদের স্বার্থরক্ষায় বার্তা দিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। রাহুল সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'নরেন্দ্র সারেন্ডার মোদি ভারতের কৃষকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। এটা

নয়াদিল্লি

কৃষকরা বুঝে গিয়েছেন।' ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে তাঁর তোপ, 'এটা শুধুমাত্র বাণিজ্য চুক্তি নয়, বরং আমাদের অন্নদাতাদের জীবিকার ওপর সরাসরি হামলা।' যদিও বিজেপি ওই বৈঠককে লোকদেখানো বলে পালটা তোপ দেগেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেন, 'রাহুল গান্ধি যে দাবি করেছেন তা ভুয়ো এবং অতিরঞ্জিত। কৃষক নেতা সেজে থাকা কয়েকজন কংগ্রেস কর্মীর ঘাড়ে বন্দুক রেখে উনি এবার গুলি চালাচ্ছেন।' এই বক্তব্য খণ্ডন করে রাহুল বলেন, 'পীযূষ গোয়েল মিথ্যা কথা বলছেন। যে বাণিজ্য চুক্তি হয়েছে তাতে তুলো চাষি এবং বস্ত্রশিল্প দুপক্ষই ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হবে।'

জয়ী কংগ্রেস

হায়দরাবাদ, ১৪ ফেব্রুয়ারি : তেলেঙ্গানার পুরসভা ভোটে বিপুল জয় পেল রাজ্যের শাসকদল কংগ্রেস। অনেক পিছিয়ে বিজেপি। রাজ্যের ১১৬টি পুরসভার ২৫৮২টি ওয়ার্ডের মধ্যে হাত শিবির জিতেছে ১৩৪৭টি ওয়ার্ড। জয়ের পর তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি সহ প্রদেশ নেতৃত্বকে অভিনন্দন জানিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং

তেলেঙ্গানা

লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। কেসিআরের দল বিআরএস ৭১৪টি ওয়ার্ড পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। বিজেপির ঝুলিতে এসেছে মাত্র ২৬১টি ওয়ার্ড। করিমনগর এবং নিজামাবাদ পুরসভায় একক বৃহত্তম দল হয়েছে বিজেপি। এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বান্দি সঞ্জয় কুমার বলেন, 'করিমনগরের জয় ঐতিহাসিক। আমাদের দলের পরবর্তী লক্ষ্য হায়দরাবাদ।'

বইল প্রাণে দখিন হাওয়া... বসন্ত উৎসবের প্রস্তুতি ঢাকার শাহবাগে। শনিবার।

বিচারপতিদের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি : দেশের বিচারব্যবস্থাকে ঘিরে জনআস্থার প্রশ্নে নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এল কর্মরত বিচারপতিদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের পরিসংখ্যান। সংসদের বাজেট অধিবেশনের শেষদিনে রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল যে তথ্য পেশ করেছেন, তাতে স্পষ্ট, গত কয়েক বছরে অভিযোগের সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে। লিখিত উত্তরে জানানো হয়েছে, ২০২৫ সালে দেশের কর্মরত বিচারপতিদের বিরুদ্ধে মোট ১১০২টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। যদিও এক দশক আগের চিত্র ছিল ভিন্ন। ২০১৬ সালে অভিযোগের সংখ্যা ছিল ৭২৯। ২০১৭ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৬৮২-তে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সংখ্যাটি দ্রুত বাড়তে শুরু করে। ২০১৯ সালে অভিযোগ পৌঁছে যায় ১০৩৭-এ। গত এক দশকে সর্বোচ্চ অভিযোগের রেকর্ড হয়েছে ২০২৪ সালে। সে বছর অভিযোগের সংখ্যা ছিল ১১৭০।

এই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বিচারব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। আইনমন্ত্রীর দাবি, অভিযোগগুলির নিষ্পত্তি করা হচ্ছে বিচারব্যবস্থার নিজস্ব 'ইন-হাউস' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। সুপ্রিম কোর্টে গৃহীত প্রস্তাবনা অনুযায়ী, কোনও হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বা শীর্ষ আদালতের বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে তা খতিয়ে দেখার দায়িত্ব বর্তায় দেশের প্রধান বিচারপতির ওপর।

সরব আক্রম

কলম্বো, ১৪ ফেব্রুয়ারি : প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ইমরান খানের শারীরিক অবস্থা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন কিংবদন্তি পেসার ওয়াসিম আক্রম। শনিবার এক্স হ্যান্ডেলে তিনি পাকিস্তান সরকারের কাছে আর্জি জানান, ইমরান খানকে যেন অবিলম্বে সেরা চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়। রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে বন্দি ইমরানের ডান চোখের দৃষ্টিশক্তি কমতে কমতে

ইমরানের চিকিৎসা

মাত্র ১৫ শতাংশে এসে ঠেকেছে। বিষয়টি জানার পর আক্রম লেখেন, 'আমাদের অধিনায়কের এই অসুস্থতার কথা শুনে হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে। কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ওঁর সেরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হোক।' তিনি ইমরানের দ্রুত আরোগ্য এবং পূর্ণ সুস্থতা কামনা করেছেন।

ইজরায়েলি হামলায় ধ্বংসের ক্ষত। ধূলিধূসরিত গাজা শহর। শনিবার।

অসমে জাতীয় সড়কে নামল নমোর বিমান

ডিব্রুগড়, ১৪ ফেব্রুয়ারি : উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রতিরক্ষা ও কৌশলগত পরিকাঠামোয় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল। শনিবার সকালে অসমের ডিব্রুগড়ের মোরানে 'ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং ফেসিলিটি' (ইএলএফ)-তে বায়ুসেনার সি-১৩০জে সুপার হারকিউলিস বিমানে চড়ে অবতরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। উত্তর-পূর্বে প্রথমবার কোনও জাতীয় সড়ককে রানওয়ে হিসেবে ব্যবহার করার এই ঘটনাকে 'ঐতিহাসিক' বলেছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক।

চিন সীমান্তের কাছে অবস্থিত ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কের (বর্তমানে ১২৭ নম্বর) ৪.২ কিলোমিটার দীর্ঘ এই অংশটি প্রায় ১০০ কোটি টাকা খরচ করে বিশেষভাবে শক্তিশালী করা হয়েছে। এটি মূলত যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বিকল্প রানওয়ে হিসেবে কাজ করবে। এদিন অবতরণের পর

অসমের মাটিতে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা।

প্রধানমন্ত্রী তেজস, সুখোই ও রাফাল যুদ্ধবিমানের প্রায় ৪০ মিনিটের একটি বর্ণাঢ্য মহড়ার সাক্ষী হন। এই রানওয়েতে ৪০ টন ওজনের যুদ্ধবিমান এবং ৭৪ টন ওজনের মালবাহী বিমান অনায়াসে অবতরণ করতে পারে।

মোদি সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'মোরানের এই ইএলএফ জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত উদ্ধারকাজ ও ত্রাণ পৌঁছাতে এবং প্রতিরক্ষা পরিকাঠামো শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।' প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা (এলএসি) থেকে মাত্র ৩০০ কিমি দূরে অবস্থিত এই রানওয়ে চিনের সম্ভাব্য বিমান হামলার মোকাবিলায় ভারতের জন্য একটি কৌশলগত সুরক্ষা কবচ।

প্রতিরক্ষা প্রকল্পের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী অসমে ৫,৪৫০ কোটি টাকার একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সূচনা করেন। এর মধ্যে রয়েছে ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর নির্মিত 'কুমার ভাস্কর বর্মা সেতু', যা গুয়াহাটি ও উত্তর গুয়াহাটির দূরত্ব কমিয়ে মাত্র ৭ মিনিটে নিয়ে আসবে। এছাড়া তিনি আইআইএম গুয়াহাটির স্থায়ী ক্যাম্পাস ও ন্যাশনাল ডেটা সেন্টারের উদ্বোধন করেন এবং গুয়াহাটির জন্য ১০০টি বৈদ্যুতিক বাসের যাত্রা শুরু করেন। ভোটমুখী অসমে প্রধানমন্ত্রীর এই সফর একদিকে উন্নয়নের বার্তা এবং চিনের প্রতি কড়া সামরিক সংকেত হিসেবেই দেখছে রাজনৈতিক মহল।

রামেশ্বরধামে লুকিয়ে হাজার বছরের ইতিহাস

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ১৪ ফেব্রুয়ারি : মাটির নীচে লুকিয়ে থাকা প্রাচীন ইট আর টেরাকোটার কারুকার্য আজও মনে করিয়ে দেয় পাল যুগের শৌর্যবীর্যের কথা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের গোপালগঞ্জ ধাদলপাড়ার বিদ্ধেশ্বরী রামেশ্বরধাম এমনই এক সহস্রাব্দ প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষী।

বর্তমানে এখানে যে শিব মন্দির ও শিবলিঙ্গটি দেখা যায়, তা খুব বেশি পুরোনো না হলেও এর ভিত্তিটি অত্যন্ত প্রাচীন। স্থানীয় বাসিন্দাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বর্তমান মন্দিরটি যে উঁচু ঢিপির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তার নীচেই চাপা পড়ে রয়েছে হাজার বছরের পুরোনো এক শিব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। বিভিন্ন সময়ে মাটি খুঁড়তে গিয়ে সেখানে প্রাচীন ইট ও নকশা করা টেরাকোটার ভগ্নাংশ পাওয়া গিয়েছে যা এই জনশ্রুতিকে আরও জোরালো করে।

জেলার বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ সমিত ঘোষ এই মন্দিরের প্রাচীনত্ব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। উদ্ধার হওয়া ইটের গঠন দেখে তিনি জানান, বেরিয়ে আসা ইটে টেরাকোটার কাজ দেখলেই বোঝা যায় এই মন্দির অত্যন্ত প্রাচীন। প্রায় হাজার বছরের পুরোনো তো হবেই। তিনি আরও বলেন, 'উদ্ধার হওয়া ইটের গঠন ও টেরাকোটার নকশা দেখে অনুমান করা যায়, এগুলি পাল যুগের।' তাঁর মতে, জেলার শিববাড়ি, করদহ ও আমিনপুরের প্রাচীন মন্দিরগুলোর মতোই এই ধামটিও ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

এই মন্দিরকে ঘিরে স্থানীয় মানুষের ভক্তি তো রয়েছেই। সেইসঙ্গে নানা জনশ্রুতিও জড়িয়ে রয়েছে। মন্দির কমিটির সম্পাদক বিপ্লব মণ্ডল এলাকার প্রাচীন ইতিহাস প্রসঙ্গে বলেন, 'মন্দিরটির বয়স হাজার বছরেরও বেশি হবে। বহু বছর আগে বাবা রামেশ্বর এখানে পুজো করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর এখানকার শিব মন্দিরের নাম হয় রামেশ্বরধাম।' ভক্তদের মতে, প্রাচীনকালে এই নির্জন স্থানটি ছিল সাধনা ও তীর্থযাত্রার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। বর্তমানে এলাকাবাসীর উদ্যোগেই এখানে নিয়মিত পূজার্চনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিশেষ করে শিবরাত্রি ও চৈত্র সংক্রান্তির সময় দূরদূরান্ত থেকে অগণিত ভক্তের সমাগম ঘটে। ইতিহাস, আধ্যাত্মিকতা আর লোকবিশ্বাসের হাত ধরে বিদ্ধেশ্বরী রামেশ্বরধাম আজও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গর্ব হিসেবে টিকে আছে।

জনশ্রুতি, জল্পেশের দাদা ভদ্রেশ্বর

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১৪ ফেব্রুয়ারি : সমগ্র ডুয়ার্সের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মন্দির রয়েছে ময়নাগুড়ি ব্লকে। তাই এই অঞ্চলকে 'মন্দিরময় ময়নাগুড়ি'ও বলা হয়। ময়নাগুড়ির জল্পেশ, জটিলেশ্বরের পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকটি প্রাচীন শিব তীর্থ রয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম হল ভদ্রেশ্বর মন্দির। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান সমৃদ্ধ প্রচারহীন ভদ্রেশ্বর মন্দিরটি গত কয়েক দশক ধরে পুরোপুরি অনাদরে পড়ে রয়েছে। যদিও সুপ্রাচীন এই মন্দিরকে হেরিটেজ কমিশনের তরফে হেরিটেজ ঘোষণার সুপারিশ করা হয়েছে।

ময়নাগুড়ি ব্লকের বার্নিশ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ভদ্রেশ্বর শিব মন্দিরের চারপাশে রয়েছে নানান প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান। মন্দির চত্বরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে পাথরের ওপর খোদাই করা বিভিন্ন নিদর্শন। মন্দিরের পশ্চিম দিকে তালপুকুর। পাথরের বড় বড় চাঁই কেটে তৈরি হওয়া এই মন্দিরের সামান্য অংশ মাটির ওপরে রয়েছে। বাকি সবটাই মাটির প্রায় ১৫ ফুট নীচে। সেখানেই রয়েছে শিবলিঙ্গ। মন্দিরের উত্তরদিকে উলটে দেওয়া পিরামিডের আকৃতির মতো ছোট ছোট ইটের তৈরি সুগভীর কূপ। যা এখনও বিরাজমান। নিউ দোমোহনি রেলস্টেশন লাগোয়া এই মন্দিরের এক পাশজুড়ে রেললাইন ও নয়ানজুলি। অন্যপাশে দিগন্তবিস্তৃত কৃষিজমি।

শাল, মহুয়া গাছে ঘেরা সবুজ অংশের মধ্যে থেকে নীল আকাশে মাথা তুলেছে ভদ্রেশ্বর মন্দিরের চূড়া। ময়নাগুড়ি দুর্গাবাড়ি মোড় থেকে মৌয়ামারি গ্রামের মেঠোপথ ধরে সহজেই পৌঁছোনো যায় এই মন্দিরে। ময়নাগুড়ি ভোটপট্টি উচ্চবিদ্যালয়ের ইতিহাসের শিক্ষক মানিক ঘটক বললেন, 'রাজা জল্পেশ্বরের আমল থেকেই এই অঞ্চলে শৈব ধর্মের প্রসার ঘটে। এই শৈব ধর্মেরই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ ভদ্রেশ্বর মন্দির। যদিও জল্পেশ মন্দিরের জনপ্রিয়তার কারণে ভদ্রেশ্বর মন্দির গুরুত্ব হারিয়েছে। খননকাজ হলে অনেক নতুন ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।'

১৯৬৮ সালের ভয়াবহ বন্যার সময়েও মন্দিরের কোনও অংশে জল ওঠেনি। এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, কথিত আছে, বাবা জল্পেশের দাদা ছিলেন ভদ্রেশ্বর। তাই গ্রামবাসী বিশ্বাস করেন, জল্পেশের থেকে বয়সে বড় এই দেবতা। সব মিলিয়ে এলাকাবাসীর কাছে বেশ জাগ্রত এই মন্দির।

বটেশ্বর মন্দির যেন ধ্বংসস্তূপ

প্রকাণ্ড বট গাছের নীচে ছায়ার মধ্যে মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশের সময় দু'পাশে দুটি পাথরের খিলান। মাটির নীচে আছে শিবলিঙ্গ। অনাদর, অযত্ন, অবহেলা আর সংরক্ষণের অভাবে পরিত্যক্ত এই চিহ্নগুলির ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে যেন আজও সোনালি অতীত কথা বলে।

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১৪ ফেব্রুয়ারি : দূর থেকে দেখলে বোঝা মুশকিল যে এটা কোনও মন্দির! একটা বড় বট গাছ। তার ঠিক পাশেই কতগুলি বড় বড় পাথর সাজানো রয়েছে। দেখভালের অভাবে সেগুলি শ্যাওলা পড়ে সবুজ হয়ে গিয়েছে। সাজানো পাথরগুলির মাথায় টিনের ছাউনি। সবমিলিয়ে সেটি একটি ঘরের রূপ নিয়েছে। আর সেই ঘরের পিছনে রয়েছে বাঁশের জঙ্গল। সবমিলিয়ে এক নিঃস্তব্ধ পরিবেশ। এখানেই প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন বটেশ্বর মন্দির।

মন্দিরের পূর্ব দিকে বয়ে গিয়েছে জরদা নদী। তারই মধ্যে রয়েছে মন্দিরের ভগ্নস্তূপ। রয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা পাথরের টুকরো। মন্দিরের সামনে পাথরে খোদাই করা একটি মঙ্গলঘট রয়েছে। আর ভেতরের পাথরের স্তূপের বেশিরভাগের মধ্যেই হরেক কারুকাজ। কোনওটিতে ধ্যানরত যোগীমূর্তি, কোনওটিতে আবার প্রস্ফুটিত পদ্ম, কোনওটিতে হাতির ছবি। পাশাপাশি যোগাসনে উপবিষ্ট যে মূর্তিটি রয়েছে, তা দেখে মনে হয় তিনি কোনও লৌকিক ধর্মগুরু।

প্রকাণ্ড বট গাছের নীচে ছায়ার মধ্যে মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশের সময় দু'পাশে দুটি পাথরের খিলান। মাটির নীচে আছে শিবলিঙ্গ। অনাদর, অযত্ন, অবহেলা আর সংরক্ষণের অভাবে পরিত্যক্ত এই চিহ্নগুলির ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে যেন আজও সোনালি অতীত কথা বলে।

বটেশ্বর মন্দিরের এই দেবস্থানের প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে সেভাবে কিছু জানা যায়নি। কেউ বলেন, মন্দিরের প্রতিষ্ঠা পাল যুগে, কারও মতে এই মন্দির গুপ্ত যুগের। বটেশ্বর মন্দির জল্পেশ ও জটিলেশ্বর মন্দির-এর সমসাময়িক সপ্তম কিংবা অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত বলেও দাবি করা হয়। বাংলার আর পাঁচটা মন্দিরের মতো এই মন্দিরে পোড়ামাটির ইটের ব্যবহার

নেই। মন্দিরের সবটাই বেলেপাথর দিয়ে তৈরি। গবেষকরা জানিয়েছেন, বটেশ্বর ছাড়া উত্তরবঙ্গে কোনও মন্দিরে বেলেপাথরের কারুকার্য পাওয়া যায়নি। মন্দিরের ভগ্নস্তূপ বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এই মন্দিরের সঙ্গে অসমের কামাখ্যা মন্দিরের স্থাপত্যশৈলীর মিল রয়েছে। আবার বিশেষজ্ঞদের এক অংশের মতে, এটি আদতে বৌদ্ধ স্তূপ।

ঐতিহাসিক সার্জেন জর্জ রেনি বটেশ্বর মন্দির নিয়ে তাঁর গবেষণায় লিখেছেন, অষ্টম শতাব্দীতে ইংরেজদের তাড়া খেয়ে পালিয়ে যাবার সময় ভুটানি সেনাবাহিনী বটেশ্বর মন্দিরে সোনা ও অন্য মূল্যবান সম্পদ লুকিয়ে রেখেছিল। ভুটানি সেনারা পালিয়ে যাবার পর ব্রিটিশ সেনা বটেশ্বর মন্দিরে প্রবেশ করে সেই সোনা ও সম্পদের খোঁজ করে। সেসময় তারা মন্দিরটি ভেঙে চুরমার করে দেয়। ফলে বিপুল ক্ষতি হয় উত্তরবঙ্গের প্রাচীন মন্দিরটির। সব মিলিয়ে আজও ভগ্নস্তূপের মধ্যে থেকে অনেক কথা বলে চলে প্রাচীন বটেশ্বর মন্দির।

ইতিহাস ও পুরাণের মিলনক্ষেত্র তিলভাণ্ডেশ্বর

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

বামনগোলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : প্রাচীন বটবৃক্ষের শিকড় আর ডালপালায় মোড়া এক ঐতিহাসিক মন্দির। মালদা জেলার বামনগোলা ব্লকের শিবডাঙ্গি গ্রামের এই তিলভাণ্ডেশ্বর শিব মন্দিরের গায়ে লেগে রয়েছে পাল যুগের ইতিহাস, আর মহাভারতের জনশ্রুতি। সামনেই শিবচতুর্দশী, আর তাকে কেন্দ্র করেই এখন সাজোসাজো রব গ্রামজুড়ে। মালদা তো বটেই, এমনকি প্রতিবেশী রাজ্য বিহার ও ঝাড়খণ্ড থেকেও লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম ঘটে এই পুণ্য তিথিতে।

মন্দিরটি একটি উঁচু টিলার ওপর অবস্থিত। বিশালাকার প্রাচীন গাছের শিকড়ে ঢাকা এই মন্দিরটি দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন প্রকৃতির কোলে আশ্রয় নেওয়া কোনও রহস্যময় স্থাপত্য। লোককথা অনুযায়ী, মহাভারতের পাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাসের সময় এখানে কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। তখন ভীম নিজের হাতে এই শিবলিঙ্গটি প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে পাল যুগের রাজারা এটি সংস্কার করেন। পুরাণের কথা না ধরলেও, ইতিহাসের বিচারেই এই মন্দিরটি ১২০০ বছরেরও বেশি প্রাচীন। স্থানীয়দের মতে, প্রাচীনত্বের নিরিখে এই শিবলিঙ্গ দেশের প্রথম ১০টির মধ্যে একটি। পাল যুগের অবসানের পর আবারও গভীর জঙ্গলে হারিয়ে যায় এই মন্দিরটি। পরে ব্রিটিশ আমলে মন্দিরটি ফের জঙ্গলের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

শিবচতুর্দশীকে ঘিরে ভক্তদের মধ্যে এখন প্রবল উন্মাদনা। মন্দিরে পুজো দিতে আসা অনন্ত রায় বলেন, 'ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি, শিবচতুর্দশীর দিন এখানে মানুষের ঢল নামে। তিলভাণ্ডেশ্বর বাবার কৃপায় অনেকের মনস্কামনা পূরণ হয়।' দূর বিহার থেকে এখানে পুজো দিতে আসেন সঞ্জয় ঝা। বললেন, 'প্রতি বছর এখানে আসি। এই মন্দিরের পরিবেশ অন্যরকম মানসিক শান্তি দেয়।'

শিবরাত্রির সময় তো ভিড় হয় খুব। সেই ভিড় এড়াতে অনেক ভক্ত আগেভাগেই চলে এসেছেন। দেবিকা মিশ্র নামে এক গৃহবধূর কথায়, 'শিবচতুর্দশীতে লক্ষ মানুষের ভিড়ে শিবের মাথায় জল ঢালতে হিমসিম অবস্থা হয়। তাই ভিড় এড়াতে দু'দিন আগেই এই মন্দিরে শিবের দর্শনে এসেছি।'

ঐতিহ্যবাহী এই মন্দির এখনও সেভাবে জায়গা পায়নি জেলার পর্যটন মানচিত্রে। আর তা নিয়ে এলাকার মানুষের আক্ষেপও রয়েছে। তাঁদের দাবি, যথাযথ সংরক্ষণ ও গবেষণা হলে এটি উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় পর্যটনকেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে।

নতুন করে সেজেছে জটিলেশ্বর মন্দির

ময়নাগুড়ি, ১৪ ফেব্রুয়ারি : ময়নাগুড়ি ব্লকের চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত জটিলেশ্বর মন্দির। জল্পেশ মন্দির থেকে জটিলেশ্বর মন্দিরের দূরত্ব ৫ কিলোমিটার। মন্দিরটি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেব্যাপারে নানা মত রয়েছে। যদিও প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন জটিলেশ্বরের মন্দিরটি নবম শতকে তৈরি।

মন্দিরে প্রবেশ করলেই দেখা যাবে বিভিন্ন অংশে ধ্বংসাবশেষ পড়ে রয়েছে। গবেষকদের অনেকের মতে, মন্দিরের ধ্বংসাবশেষগুলি পাল যুগের। আবার অন্য অংশের মতে, এই ধ্বংসাবশেষ গুপ্ত যুগের। দীর্ঘদিন ধরে মন্দিরটির এমন ছবি দেখে হতাশ হতেন পুণ্যার্থীরা। তবে পর্যটন দপ্তরের তরফে জল্পেশ মন্দিরকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে।

জল্পেশ মন্দিরের মতো জটিলেশ্বর মন্দিরেও শিবলিঙ্গ রয়েছে মাটির নীচে। মন্দিরের পূর্বদিকে পুকুর বাঁধাই করা হয়েছে। মন্দিরের গর্ভগৃহে করা হয়েছে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা। পুকুরপাড়ের বাঁধাই করা অংশে পর্যটকদের বসার ব্যবস্থা হয়েছে। এছাড়াও মন্দিরের ফটক থেকে মূল মন্দির পর্যন্ত অংশে রঙিন পেভার্স ব্লক বসিয়ে সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছে। 'ডুয়ার্স মেগা ট্যুরিজম' প্রকল্পের অধীনে মন্দিরটির পুরোনো কাঠামো অক্ষত রেখেই প্রায় আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ে কয়েক বছর আগে মন্দির চত্বর ঢেলে সাজানো হয়েছে। যদিও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের অভাব রয়েছে বলে অভিযোগ।

জটিলেশ্বর মন্দিরে সারাবছরই পুণ্যার্থীদের ভিড় থাকে। তবে শ্রাবণ ও ফাল্গুন মাসে ভিড় হয় সবথেকে বেশি। স্থানীয়দের পাশাপাশি বাইরে থেকেও প্রচুর পুণ্যার্থী আসেন জটিলেশ্বর মন্দিরে। এছাড়া জল্পেশ মন্দিরে পুজো দিয়ে অনেক পুণ্যার্থী জটিলেশ্বর মন্দিরে আসেন।

জীবন্ত ডাইনোসর বলে পরিচিত অস্ট্রেলিয়ার সাউদার্ন ক্যাসোওয়ারি হল পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক পাখি।

রং খেলার সেইদিন আমার খুব মনে পড়ে

লেখালেখি

এ নিয়ে ১০ লাইনে তোমার কথা লিখতে হবে। সঙ্গে থাকবে তোমার নাম, স্কুলের নাম, আর তোমার বাড়ির ফোন নম্বর। তারপর পাঠিয়ে দাও আমাদের কাছে। তোমার লেখা মনোনীত হলেই সেটা ছাপা হবে।

ছোটরা গল্প (অনধিক ৩০০ শব্দ), কবিতা, ছড়া ও ছবি পাঠাতে পারো। তোমাদের সৃষ্টি প্রকাশিত হবে এই পাতায়। লেখার সঙ্গে নাম, স্কুলের নাম, ক্লাস, ফোন নম্বর থাকতে হবে। শুধুমাত্র নিজের লেখা ও আঁকা ছবি পাঠাতে হবে।

লেখা ও ছবি হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে 9800788836 নম্বরে অথবা মেল করো ubssishukishor@gmail.com-এই ঠিকানায়

বোকা সোনা ব্যাঙ

পিয়াল ভট্টাচার্য

গ্যাঁক গোঁক ক্যাঁক কিঁক গোঁ...অক।

মানে 'ও বুলবুলি তোমার বাসায় গোখরো ঢুকছে।'

ছাতিম গাছটার মগডালে বাসার ভেতর সদ্য বুলবুলি পাখির তিনটে ছানা হয়েছে। ওই গাছের গোড়ার দিকে এক কোটরে থাকে মস্ত গোখরো সাপ। গোখরো কীভাবে টের পেয়েছে বুলবুলির ছানা হয়েছে। আর যাবে কোথায়? তার হিলহিলে লোভাতুর চেরা জিভ বের করতে করতে গাছ বেয়ে বেয়ে উঠছে বুলবুলির বাসার দিকে।

কৈবর্তদের দিঘির পাড়ে এই ছাতিম গাছটা। দিঘিতে বাস করে এক মস্ত সোনা ব্যাং। সোনা ব্যাং গোখরো সাপের শয়তানি দেখে বুলবুলিকে ডেকে ডেকে সাবধান করছে। বুলবুলি টের পেয়ে গেছে। ছানাদের জন্য খাবার খুঁজতে গিয়েছিল। ফুড়ুত ফুড়ুত করে উড়ে এসে বাসায় বসে ক্যাঁচোর কোঁচর করে ডেকে ডেকে হয়রান হচ্ছে। বলছে, 'কিচ মিচ কেঁও কিচ।' মানে, এখন আমি কী করব? সোনা ব্যাং বলল, 'এক কাজ করো, তুমি ছানাদের বাসার থেকে এই দিঘির পাড়ে ঝোপের উপর ফেলে দাও।' বুলবুলি আঁতকে উঠল, 'সর্বনাশ! আমার কচি ছানারা মরে যাবে যে।' সোনা ব্যাং বলল, 'ওদের বাঁচাতে গেলে এখনই কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমি ওদের সরিয়ে নিয়ে যাব।'

বুলবুলি আশ্চর্য হয়ে বলে, 'ওরা কি জলে ভাসতে জানে? ওরা তো এই অথই জলের দিঘিতে ডুবে মরে যাবে? তুমি কেমন বোকারাম? এদিকে ডাঙাতেও বিপদ। তুমি মরণের বুদ্ধি দিচ্ছ?' সোনা ব্যাং বলল, 'এ ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই। ওই গোখরো বেটা এল বলে। তুমি ছানাদের বাঁচাতে চাইলে শিগগির ফেলে দাও বাসা থেকে। আমি ওদের বাঁচানোর ব্যবস্থা করছি।' বুলবুলি বলল, 'তবে এক কাজ করো। ওদের পিঠে নিয়ে সাঁতরে দিঘির অপর পাড়ে গিয়ে ওঠো। আমি ওপাড়ের ঝোপেঝাড়ে ছানাদের নিয়ে আস্তানা গড়ে নেব।' সোনা ব্যাং বলল, 'তোমার দেখছি বুদ্ধি একেবারে কম। গোখরো সাপ ঠিক টের পেয়ে যাবে তুমি কোথায় গিয়ে আস্তানা গেড়েছ।'

-'তাহলে উপায়!'

-'উপায় আমি বের করছি। আমাতে ভরসা রাখো।'

বুলবুলি আর কী করবে! ঠাকুরের নাম জপ করতে করতে ছানাগুলোকে বাসার থেকে নীচে ফেলে দিল। ছানাগুলো তো চিঁ চিঁ করতে করতে দিঘির পাড়ে ঝোপের ওপর এসে পড়ল। সোনা ব্যাং শন শন করে সাঁতার দিয়ে দিয়ে ছানাগুলোর কাছে গিয়ে বলল, 'ওঠ আমার পিঠে।' ছানাগুলো একে একে হামাগুড়ি দিয়ে সোনা ব্যাঙের পিঠে চেপে বসল। বুলবুলি গাছের থেকে উদগ্রীব হয়ে গলা উঁচু করে দেখতে লাগল সে দৃশ্য। দেখল সোনা ব্যাং ছানাদের পিঠে নিয়ে সাঁতরাতে সাঁতরাতে দিঘির মাঝখানে গেল। দিঘিতে থরে থরে শ্বেত পদ্ম ফুটে আছে। বড় বড় সবুজ থালার মতো পদ্মপাতা জলের ওপর চিতিয়ে আছে। সোনা ব্যাং এক পদ্ম পাতার উপরে উঠে ছানাদের বলল, এখানে চুপটি করে বসে থাক।' বলেই সোনা ব্যাং পদ্ম পাতার থেকে লাফ দিয়ে জলে নেমে সাঁতার কাটতে কাটতে দিঘির পাড়ে এসে বুলবুলিকে বলল, 'এইবার নিশ্চিন্ত তো? নিরাপদ আশ্রয় পেলে তো?' বুলবুলি মুখটা বেজার করে বলল, 'পদ্ম পাতায়!' সোনা ব্যাং শোলোক শোনাল–

জীবনটা যে টলমলে এক পদ্ম পাতার জল।

এমনি করেই বাঁচার মজা, থাকলে মনোবল।।

বুলবুলি খুশিতে কিচির মিচির করে হেসে বলল, 'হ্যাঁ নিশ্চিন্ত। দেখছি তুমি যেমন বিচক্ষণ তেমন বুদ্ধিমান!' এদিকে, গাছ বেয়ে বেয়ে সেই বিশাল গোখরো সাপ বুলবুলির বাসায় ঢুকে দেখল একটা ছানাও নেই। শিকার ফসকে গেছে দেখে রাগে ফোঁস ফোঁস করে ফণা তুলে মাথা ঝাঁকাতে লাগল। বুলবুলি গাছটার মগডালে বসে বলল–

কেমন ঠকলি ব্যাটা পাজি বিষধর।

অভিশাপ দিচ্ছি তোকে, মর মর মর।।

ওদিকে দিঘির মাঝে পদ্ম পাতার ভেতর বুলবুলির ছানারা বেশ আরামে রইল। বুলবুলি উড়ে উড়ে খাবার জোগাড় করে এনে ছানাদের পদ্ম পাতায় বসে খাওয়ায়। এমনি করতে করতে একদিন ছানারা বড় হয়ে গেল।

বুলবুলি ছানাদের বলল, 'ব্যাং মামাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চল উড়ে যাই অন্য গাছে।' বুলবুলির ছানারা বলল, 'অনেক ধন্যবাদ সোনা মামা। তুমি আমাদের জীবনদাতা।' ব্যাং মামাকে ধন্যবাদ জানিয়ে মায়ের সঙ্গে ফড়ফড় করে উড়তে উড়তে দিঘির ওপারে একটা আম গাছে গিয়ে উঠল।

আর একদিন হয়েছে কী পাকুড় গাছের কোটরে গোখরো সাপের অনেকগুলো ছানা হয়েছে। ছোট ছোট ছানা। কোটরের ভেতরেই থাকে। একদিন গোখরো সাপ কোটর থেকে বেরিয়ে খাবারের সন্ধানে গেছে। এমন সময় এক চিল কোথা থেকে উড়ে এসে কোটরের মুখে সবে বসেছে। ওমনি দিঘির ভেতর থেকে সোনা ব্যাং 'ক্যাঁকো কোঁকো ক্যাঁক কঁক' করে ডেকে উঠল। মানে সাপকে ডেকে বলছে, 'তোমার বাসায় চিল পড়েছে। শিগগির এসো।' গোখরো আশপাশেই ছিল। শন শন করে ছুটে এল। কোটরের কাছে এসে চিলকে ছোবল মারতে গেল। চিল চট করে উড়ে চলে গেল। গোখরো কোটরের ভেতরে ঢুকে মস্ত ফণা তুলে অতন্দ্র প্রহরীর মতো ছানাদের পাহারা দিতে লাগল। যেই চিল ছানা খেতে আসে অমনি ফোঁস করে লম্বা ফণা বের করে ছোবল মারতে যায়। চিল দেখল শিকার করা যাবে না। ব্যর্থ হয়ে উড়ে চলে গেল। গোখরো সাপ সোনা ব্যাংকে অনেক ধন্যবাদ জানাল। বলল, সত্যি তুমি প্রকৃত বন্ধু। সেদিন বুলবুলির ছানাদের আমি মেরে খেতে গিয়েছিলাম। আজ বুঝতে পারছি সন্তানহারা মায়ের কী কষ্ট। তুমি আমার চৈতন্যোদয় ঘটিয়েছ। এখন থেকে তুমি আমার পরম বন্ধু।'

সাপের কথায় সোনা ব্যাং আহ্লাদে গলে গেল।

তারপর থেকে দুজনের খুব বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। একদিন গোখরো সাপ তার বাসায় সোনা ব্যাংকে নিমন্ত্রণ করল। সোনা ব্যাং পাড়ে উঠে গোখরো সাপের বাসায় এল। আর যাবে কোথায়? এই সুযোগই খুঁজছিল, কী করে ব্যাং-কে ডাঙায় তোলা যায়। সোনা ব্যাংকে দেখেই গোখরো সাপ কপাত করে মুখে ভরে কঁক কঁক করে গিলে খেয়ে ফেলল। অপর পাড়ের আম গাছ থেকে বুলবুলি সেই দৃশ্য দেখে হায় হায় করে চিৎকার করে উঠল, 'কী ভুল করল ব্যাং, কী ভুল করল! সাপের মতো খলের সঙ্গে কোনওদিন বন্ধুত্ব করা যায়! সোনার টুকরো ব্যাং ভাই আমার। এত বুদ্ধি ধরেও সরলমতির জন্য প্রাণ গেল! হায়!'

আমাদের লেখালেখি

দাদুর সঙ্গে হোলি

সেদিন ছিল দোলপূর্ণিমা। সালটা ২০২২। তখন সকাল প্রায় ৯টা। আমি হাতমুখ ধুয়ে পড়তে বসেছি। হঠাৎ কলিং বেল বাজল। মা দরজা খুলেই দেখলেন দাদু এসেছেন। মা সেখান থেকেই আমাকে বললেন –'সোনাই, দাদু এসেছেন।' আমি চট করে বই বন্ধ করে চলে গেলাম দাদুর কাছে। দাদু আমাকে আদর করে বললেন, 'দ্যাখো দিদুন, তোমার জন্য কী কী এনেছি!' দাদু ব্যাগ মাকে রাখতে দিয়েছিলেন। মা আমাকে ব্যাগটা দিলেন। আমি দেখলাম দাদু আমার জন্য পিচকিরি, রং, মুখোশ আরও অনেক কিছু এনেছেন। তারপর দাদু আমাকে পাঁচটি টফি দিলেন। টফি রেখে আমি দাদুকে রং ছুঁইয়ে দিলাম এবং প্রণাম করলাম। দাদু আমাকে আশীর্বাদ করলেন। এভাবেই প্রত্যেক হোলি কেটে যেত আমার; দাদুর উপহার এবং রং দিয়ে। কিন্তু ২০২৩ সালের হোলিতে তাঁর আর আসা হল না। আজ আমার দাদু আর এ জগতে নেই। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কাটানো সময় আমার স্মরণে আছে। তাঁর সঙ্গে কাটানো সেই শেষ হোলি আমার আজও মনে পড়ে।

–স্বস্তিকা পাল, ***ষষ্ঠ শ্রেণি, শিলিগুড়ি দেশবন্ধু বিদ্যাপীঠ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (উঃ মাঃ)***

রঙের স্মৃতি

প্রতিবছর দোল উৎসব আমাদের জীবনে অনেক আনন্দ নিয়ে আসে। এইদিন সকাল থেকেই বন্ধুদের সঙ্গে রং খেলতে বেরিয়ে পড়তাম আমি। কেউ আবির নিয়ে আসত, কেউ রং মেশানো জল। সবাই একে অপরের গালে রং লাগিয়ে হাসিতে মেতে উঠতাম। বয়স্ক কাউকে দেখলেই সবাই দৌড়ে গিয়ে পায়ে রং দিয়ে প্রণাম করতাম। চারপাশটা রঙিন হয়ে যেত আর মনটা ভরে যেত খুশিতে। রং খেলতে খেলতে কখন যে দুপুর হয়ে যেত, তা বুঝতেই পারতাম না। বাড়িতে ফিরে মা বকাঝকা করলেও মনে খুব আনন্দ থাকত। বিকেলে আবার সবাই মিলে গল্প করতাম আর সারাদিনের মজার কথা বলতাম। এখন আর সেভাবে রং খেলা হয় না, কিন্তু রং খেলার সেই সুন্দর স্মৃতিগুলো আজও আমার মনে গভীরভাবে রয়ে গিয়েছে।

– শ্রীময়ী সরকার, ***নবম শ্রেণি, পুঁটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির, জলপাইগুড়ি***

ফ্যারাওয়ের দাঁত

জায়গাটির নাম সাক্কারা। এটি প্রাচীন মিশরের রাজধানী মেম্ফিসের একটি সমাধিক্ষেত্র। এখানেই আছে ফ্যারাও জোসারের অন্তিম বিশ্রামের জন্য তৈরি পিরামিড। এটি মিশরের প্রথম পিরামিড। তবে এটি গিজার পিরামিডের মতো খাড়া নয়, ধাপযুক্ত। সেজন্য এই পিরামিডের নাম ধাপ পিরামিড। শহর ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে, একটু উঁচু উপত্যকায় সাক্কারা অবস্থিত। বিশাল আয়তক্ষেত্র আকারের মাঠে দুই লক্ষ চুনাপাথরের ব্লক দিয়ে ধাপে ধাপে তৈরি হয়েছে এই পিরামিড। এটি খুফুর গিজা পিরামিডের চেয়েও দুশো বছরের পুরোনো।

মিশরের ইতিহাসে ফ্যারাও জোসার ধাপ পিরামিডের জন্য বিখ্যাত। পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। তাঁর রাজদরবারে গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা হিসেবে তিনি একজন দাঁতের চিকিৎসক নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল হেসি-রা। তিনি নড়ে যাওয়া দাঁতকে সোনার বা রুপোর তার দিয়ে পাশের শক্ত দাঁতের সঙ্গে বেঁধে স্থায়ী করার কাজে দক্ষ ছিলেন। তাঁর সমাধির ফলকে লেখা আছে 'দাঁতের চিকিৎসক ও চিকিৎসকদের প্রধান'। বোঝাই যাচ্ছে ফ্যারাও এবং তাঁর

পরিবারে অনেকেরই দাঁতের সমস্যা ছিল বলে তিনি রাজদরবারে একজন দাঁতের ডাক্তার নিযুক্ত করেছিলেন।

সেই সময় শুধু ফ্যারাও নন, সব মিশরীয়রই দাঁতের সমস্যা ছিল। তার কারণ মিশরীয়দের প্রধান খাদ্য ছিল রুটি। কিন্তু সেই সময় জাঁতা বা পাথরে শস্য পেষার সময় পাথরের কণা বা বালি খাবারের সঙ্গে মিশে যেত। এই বালি মিশ্রিত খাবার খেয়ে তাঁদের দাঁতের এনামেল দ্রুত ক্ষয় হয়ে যেত এবং সংক্রমণ হত। এই সমস্যা থেকে বাঁচতেই মিশরীয়রা দাঁত পরিষ্কার রাখার উপায় বের করেন। আর এই কারণে ইতিহাসবিদরা দাবি করেন, মিশরীয়রাই বিশ্বের প্রথম টুথপেস্ট তৈরি করেছিলেন। ভিয়েনার একটি মিউজিয়ামে রাখা একটি প্যাপিরাস থেকে প্রাচীন মিশরীয়দের টুথপেস্ট তৈরির একটি ফর্মুলা পাওয়া গিয়েছে।

পেস্ট থাকলেও তখন কিন্তু এখনকার মতো ব্রাশ ছিল না। টুথপেস্ট ব্যবহারের জন্য এক ধরনের দাঁতন ব্যবহার করা হত। আধুনিক প্লাস্টিকের টুথব্রাশ আসার আগে মিশরীয়রা গাছের ডাল ব্যবহার করতেন। তাঁরা সুগন্ধি গাছের ডালের এক প্রান্ত চিবিয়ে ব্রাশের মতো আঁশযুক্ত করে নিতেন এবং তা দিয়ে দাঁত মাজতেন। ৪,৬০০ বছর আগে মিশরীয়রা দাঁত নিয়ে যতটা ভাবতেন আমরা কি ততটা ভাবি?

সংশোধনী

গত সংখ্যায় 'মা কালী ও ডাকাতদল' গল্পের লেখক পরিচয়ে মহারানি সুনীতি দেবীর ছবির জায়গায় ভুল করে মহারানি গায়ত্রী দেবীর ছবি প্রকাশিত হওয়ায় আমরা দুঃখিত।

আলোকা এসেছে

ইথার নাগ

ছোট্ট তামাম দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে। বাবা ওকে বইমেলা থেকে শিক্ষামূলক বই কিনে দেন। এবারেও অমর চিত্র কথা, রাশিয়ার রূপকথা, তোত্তোচান কিনে দিয়েছেন। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে মা গল্পগুলো ওকে পড়ে শোনান। এরই মধ্যে একদিন বাবা মোবাইলে দেখে তামামকে বললেন, দ্যাখ, কলকাতার একটি পথপুকুর কেমন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আমেরিকার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা টেক্সাস থেকে ওয়াশিংটন ডিসি পর্যন্ত পদযাত্রার মাধ্যমে শান্তির বাণী প্রচার করবেন। কলকাতাতেও যখন এই ভিক্ষুরা পথ হাঁটছিলেন, তখন কপালে চিহ্ন আঁকা পথকুকুরটি তাঁদের সঙ্গ নিয়েছিল। কিছুতেই সন্ন্যাসীদের পিছু ছাড়েনি। বাধ্য হয়েই ভিক্ষুদের দলে ওকে নেওয়া হয়েছিল। আমেরিকার বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা যখন কুকুরটিকে নিয়ে শান্তির বাণী প্রচার করতে করতে যাচ্ছিলেন, তখন রাস্তার ধারে জনতা ফুল নিয়ে সন্ন্যাসীদের অভিবাদন জানাচ্ছিলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা কুকুরটির নাম রেখেছেন আলোকা।

একটি ভিডিও দেখে তামামের খুব ভালো লাগল। এক সন্ধ্যায় একটি মাঠে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা প্রার্থনা করছিলেন। জনতার মধ্যে তখনও গুঞ্জন হয়ে চলেছিল। আলোকা জনতার দিকে একবার ভৌ করে বকে দিয়ে, ভিক্ষুদের মন্ত্রোচ্চারণ শোনার জন্য ওঁদের দিকে মুখ করে বসল। ওর রকমসকম দেখে মনে হয়, কোনও দেবদূত যেন আলোকার রূপ ধরে এই পৃথিবীতে এসেছে। সন্ন্যাসীদের তো পিছুটান

থাকতে নেই। কিন্তু আলোকা যেন ওঁদের মায়ায় বেঁধে ফেলেছে। ওর পায়ে একটু সমস্যা ছিল। আমেরিকার পশু চিকিৎসকদের শুশ্রূষার পর ও সুস্থ হয়ে উঠেছে। ওখানে ও কত যে জামা পাচ্ছে তার হিসেব নেই। খেলনাও প্রচুর পেয়েছে। আমেরিকানরা ওকে নিয়ে গানও বেঁধেছে। এখন সারা বিশ্ব আলোকার দিকে তাকিয়ে আছে, এর পরের অধ্যায় জানার জন্য।

ছোট্ট তামাম ভালোবেসে ফেলল আলোকাকে। বাবাকে বলল আমাকে আলোকার সঙ্গে দেখা করিয়ে দাও! বাবা বললেন, সেটা তো একটু মুশকিল। কিন্তু আলোকার যে বন্ধুরা আমাদের আশপাশেই ঘুরে বেড়ায়, আমরা ওদের যত্ন নিতে পারি। ওদের খাবার দিতে পারি, অসুখ হলে কিছুটা চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারি। বিনিময়ে ওরা তো রাতে পাহারা দিচ্ছেই।

তামাম বাবার সাহায্যে ওদের বাড়ির সামনেই পথকুকুরদের শীতকালে রাতে থাকার জন্য একখানা ঘর বানিয়ে দিয়েছে। একদিন সকালে সেখান থেকে কুঁই কুঁই শব্দ শুনে তামাম উঁকি দিয়ে দেখে, এক মা সারমেয় চারটি ছানা সহ খড়ের বিছানার দখল নিয়েছে। তামাম খুশিতে চেঁচিয়ে ওঠে, মা! বাবা! দ্যাখো, আমাদের আলোকা এসে গিয়েছে!

অক্ষর সাজাও

- দমদগিরিখি
- গলগনমণ্ড
- তাত্তন্নপ্রচিস
- রিতরিকারত
- শরবয়াপদ
- ববাচনিকত
- প্রপাতিশীবেড়া

শব্দের অক্ষরগুলি উলটে-পালটে আছে। যেমন রমানন্দববি - এরকম কোনও কথা হয় না। আসল কথাটা হল বিমানবন্দর। তোমাদের কাজ হল এরকমভাবে সাজিয়ে অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি করে আমাদের কাছে তাড়াতাড়ি পাঠানো। এর মধ্যে প্রথম তিনজন সঠিক উত্তরদাতার নাম আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

গত সংখ্যার উত্তর : শ্রম আদালত, শুচিবাইগ্রস্ত, বিশল্যকরণী, প্রতিক্রিয়াশীল, পরশ্রীকাতর, সেয়ানা পাগল, পলায়নপর

বুদ্ধি-শুদ্ধি

সাদা থাকলে নোংরা, কালো থাকলে পরিষ্কার, বলো তো কী?

উলটোদিকে না ঘুরিয়ে ইংরেজির ৬ কে ৯ করা কীভাবে সম্ভব?

দুই অক্ষরে নাম অনেকেই খায়, শেষের অক্ষর বাদ দিলে হেঁটে চলে যায়।

তিন অক্ষরের নাম মেয়েরা পায়ে মাখে, মাঝের অক্ষর বাদ দিলে গাছের ফল।

না পারলে দেখে নাও

Monkey ও Turkey,

আঁকিবুকি

নিধি রায়, দ্বিতীয় শ্রেণি, জলপাইগুড়ি পাবলিক স্কুল

অনুরাগ ভৌমিক, চতুর্থ শ্রেণি, ডুয়ার্ট ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক স্কুল, কোচবিহার

রিয়া রায়, দশম শ্রেণি, পুঁটিমারী সারদা বিদ্যামন্দির, জলপাইগুড়ি

শ্রেষ্ঠা মাহাতো, সপ্তম শ্রেণি, চককাশী শ্যামসুন্দর উচ্চ বিদ্যালয়, বালুরঘাট

ঋণের বোঝা কমাতে প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

প্রেমের মতো ঋণের ফাঁদও পাতা রয়েছে চারদিকে। সেই ফাঁদে পড়লে অনেকেই দিশা হারিয়ে ফেলেন। ঋণের বোঝায় সপরিবারে আত্মহত্যার ঘটনাও দুর্লভ নয়। তাই ঋণ নিয়ে সচেতনতা একান্তই জরুরি। ঋণ বর্তমান সময়ে একেবারেই বাস্তবতা। তবে ঋণ যাতে বোঝা না হয়ে ওঠে সেদিকে নজর রাখতে হবে। সঠিক পরিকল্পনা এবং বিচক্ষণতাই সেই ঋণের জাল থেকে আপনাকে বের করতে সক্ষম হবে।

বর্তমান সময়ে গাড়ি, বাড়ি, বেড়ানো, সন্তানের উচ্চশিক্ষা, আপদে-বিপদে বা যে কোনও শখ পূরণে ঋণ নেওয়াটাই এখন দস্তুর। বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক সংস্থা ঋণের পসরা সাজিয়ে বসে রয়েছে। ঋণ সহজলভ্য হওয়ায় অনেকেই একই সঙ্গে একাধিক ঋণ নিয়ে থাকেন। আর তখনই ঋণের জাল তৈরি হয়। প্রয়োজনে ঋণ তো নিতেই হবে। তবে সেই জালে আটকে না পড়ার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে।

ঋণ কখন বোঝা হয়ে ওঠে

ধরা যাক কেউ গাড়ি বা বাড়ির জন্য বড় অঙ্কের কোনও ঋণ নিলেন। তার জন্য নিয়মিত ইএমআই দিতে হয়। এবার নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি, চিকিৎসার খরচ বা শখ মেটাতে গেলে পকেটে চাপ পড়ে। তখন ব্যক্তিগত ঋণ নেন অনেকে। এর ওপর ক্রেডিট কার্ডে ঋণ তো রয়েছে। তখনই শুরু হয় সমস্যা। আয় তেমন না বাড়লেও বাড়তি ইএমআই তখন বোঝা হয়ে ওঠে। নিত্যদিনের খরচ সামলানো তখন মুশকিল হয়ে ওঠে। তখনই আমরা বুঝতে পারি ঋণের ফাঁদে আটকে পড়েছি। এতে আতঙ্কিত না হয়ে সেই ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসার বিষয়ে মনোনিবেশ করতে হবে। সঠিক ঋণ ব্যবস্থাপনাই সেই সংকট থেকে মুক্তির জাদুকাঠি হতে পারে।

ঋণ ব্যবস্থাপনার কয়েকটি কৌশল

■ ক্রেডিট কার্ডের ঋণ এবং ব্যক্তিগত ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার তুলনামূলক অনেক বেশি হয়। নিয়মিত নজরদারি না থাকলে এই সকল ঋণের বোঝা দ্রুত হারে ভারী হতে থাকে। শোধ করতে আপনি যত বেশি সময় নেবেন, তত বেশি সুদ দিতে হবে আপনাকে।

■ ধরা যাক, আপনার ৩৬ শতাংশ সুদের হার সহ একটি ক্রেডিট কার্ড ঋণ এবং ১৪ শতাংশ সুদের হার সহ একটি ব্যক্তিগত ঋণ আছে। তবে সর্বদাই অগ্রাধিকার দিতে হবে চড়া সুদের ঋণ অর্থাৎ ক্রেডিট কার্ডের ঋণকে। দুই ঋণের ন্যূনতম অর্থ প্রদান করার পর বাড়তি অর্থ দিয়ে ক্রেডিট কার্ডের ঋণ কমানোর প্রক্রিয়া শুরু করুন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনার দেয় সুদের পরিমাণ কমাতে সাহায্য করবে এই কৌশল।

■ প্রথমে ছোট ঋণ পরিশোধ করার ওপর ফোকাস করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, আপনার ক্রেডিট কার্ডের ঋণ ১ লক্ষ টাকা এবং ব্যক্তিগত ঋণের অঙ্ক ৩০ হাজার টাকা। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ঋণ আগে পরিশোধ করতে হবে। তাহলে বড় অঙ্কের ঋণের মোকাবিলা করা সহজ হবে। এই কৌশল অনেকটাই মনস্তাত্ত্বিক। ছোট ছোট জয় বড় জয়ের অনুপ্রেরণা দেবে।

■ দেশের বেশ কয়েকটি ব্যাংক বা আর্থিক সংস্থা ব্যালেন্স ট্রান্সফারের সুবিধা দেয়। সেক্ষেত্রে আপনি কোনও ক্রেডিট কার্ডে আপনার চড়া সুদের ঋণ ট্রান্সফার করতে পারেন। ওই সময় ক্রেডিট কার্ডে হয়তো সুদের হার কম। এতে আপনার আসল পরিশোধ দ্রুত হবে এবং সুদ কম গুনতে হবে।

■ হঠাৎ যদি আপনার হাতে বাড়তি অর্থ চলে আসে তবে সেই অর্থ দিয়ে ঋণের কিছু অংশ এককালীন পরিশোধ করতে পারেন। এতে আপনার ইএমআই অনেকটাই কমে যাবে। এবং ঋণ দ্রুত পরিশোধ করতে সক্ষম হবেন। বড় অঙ্কের ঋণ দ্রুত পরিশোধ করতে এই কৌশল খুবই কার্যকর হয়।

■ সময়ে ইএমআই দিতে ভুলবেন না। যে কোনও ঋণ বা ক্রেডিট কার্ডে পেমেন্ট নির্দিষ্ট সময়ে না দিলে ক্রেডিট স্কোর কমে যাবে। সময়ে পেমেন্ট নিশ্চিত করতে 'অটো ডেবিট' বিকল্প ব্যবহার করতে হবে।

■ আপনার যদি একাধিক ঋণ থাকে তাহলে কম সুদের হার সহ একটি ঋণে তাদের একত্রিত করুন। দেশের বেশ কয়েকটি ব্যাংক ব্যক্তিগত ঋণ একত্রিত করার সুযোগ দেয়। এতে সুদের বোঝা কমে এবং ঋণ পরিশোধ করা সহজ হয়।

> বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক সংস্থা ঋণের পসরা সাজিয়ে বসে রয়েছে। ঋণ সহজলভ্য হওয়ায় অনেকেই একইসঙ্গে একাধিক ঋণ নিয়ে থাকেন। আর তখনই ঋণের জাল তৈরি হয়। প্রয়োজনে ঋণ তো নিতেই হবে। তবে সেই জালে আটকে না পড়ার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে।

■ ঋণ নেওয়ার আগে আপনার মাসিক বাধ্যতামূলক খরচ এবং ইএমআই সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা করতে হবে। মনে রাখতে হবে, মাসিক আয়ের সর্বোচ্চ ৪০ শতাংশ পর্যন্ত ইএমআই-এর জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে।

■ ক্রেডিট কার্ড থাকলে অনেক সময়ে বাড়তি খরচ হয়। তাই আপনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরই ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করতে হবে।

ঋণের ফাঁদ এড়িয়ে চলার কৌশল

■ যে কোনও ঋণের ক্ষেত্রে একটি ন্যূনতম অর্থ পরিশোধের সুযোগ দেয় ঋণদাতারা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আপনার ক্রেডিট কার্ডে ৩৬ শতাংশ হারে ১ লক্ষ টাকা ঋণ নেবেন, ঋণদাতা মোট ঋণের ৫ শতাংশ হারে পরিশোধ করার সুযোগ দিচ্ছে। এক্ষেত্রে ন্যূনতম অর্থ পরিশোধের সুযোগ নিলে অনেক বেশি সময় লাগবে ঋণ শোধ করতে। সুদও বেশি গুনতে হবে। তাই নিজের আর্থিক ক্ষমতা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ হারে ঋণ পরিশোধ করার চেষ্টা করতে হবে।

■ কয়েকটি ক্ষেত্রে ঋণ নেওয়া এড়িয়ে চলতে হবে। যেমন দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, বিলাসিতা, বিনিয়োগ ইত্যাদি। এই ধরনের খরচে ঋণ নিলে ভবিষ্যতে প্রবল আর্থিক চাপ তৈরি হতে পারে। ভ্রমণ, ব্যয়বহুল কোনও গ্যাজেট, বিয়ে ইত্যাদির জন্যও ঋণ নেওয়া এড়িয়ে চলতে হবে এই খরচ মেটানোর জন্য পরিকল্পনামাফিক সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করা যেতে পারে।

■ জীবনে চলার পথে হঠাৎই বড় অঙ্কের অর্থের প্রয়োজন হতেই পারে। সেক্ষেত্রে প্রথমে নিজেদের আপৎকালীন ফান্ড বা তহবিল ব্যবহার করা যেতে পারে। শুরুতেই ঋণ নেওয়া এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।

■ যে কোনও ঋণ নেওয়ার আগে ঋণ সম্পর্কিত সব নথি খুঁটিয়ে পড়তে হবে। সব দিক বিবেচনা করে তবেই ঋণের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

এআই ভয়ে লন্ডভন্ড আইটি সেক্টর

বোধিসত্ত্ব খান

> ভারতের শেয়ার বাজারে ইনফরমেশন টেকনলজি (আইটি) সেক্টরের অন্তর্গত বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ারদরে তুমুল পতন বহু প্রশ্নের জন্ম দিয়ে দিয়েছে। কেবলমাত্র বিগত সপ্তাহেই ভারতীয় আইটি কোম্পানিগুলির ২.৬ লক্ষ কোটি টাকার মার্কেট ক্যাপিটাল উবে গিয়েছে। ইনফোসিস, টিসিএস, উইপ্রোর মতো সেরা কোম্পানিগুলি ধুঁকছে বলা যেতে পারে। বিগত দুই বছরে আইটি সেক্টর সম্পদ সৃষ্টি তো দূরের কথা, প্রায় ১৪.৪৬ শতাংশ পতন দেখে ফেলেছে।

আমেরিকান কোম্পানি অ্যানথ্রপিকের এআই মডেল ক্লডের নতুন প্লাগইন বিনিয়োগকারীদের মধ্যে যে তীব্র আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে, তার জেরে আমেরিকার ন্যাসড্যাক কেবলমাত্র এই বছরে ৩.০৪ শতাংশ পতনের মুখ দেখে ফেলেছে। ভারতে নিফটি আইটি ৮.২৩ শতাংশ পতন দেখে। ইনফোসিসের মতো কোম্পানির শেয়ার বিগত তিন বছরে ১২.৬৫ শতাংশ নেগেটিভ রিটার্ন দিয়েছে। ওরাকল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বিগত এক বছরে ২৬.২৬ শতাংশ, টিসিএস বিগত তিন বছরে ২২.৬৯ শতাংশ, উইপ্রো বিগত এক বছরে ৩০.৬১ শতাংশ পতন দেখেছে।

এই আতঙ্কের মাঝে মাইক্রোসফটের এআই সিইও সুলেইমান দাবি করেছেন, কম্পিউটারের সামনে বসে যে কাজগুলি মানুষের দ্বারা করা সম্ভব তার অধিকাংশ এআই করতে সক্ষম হবে সামনের ১৮ মাসের মধ্যে। এত বড় দাবি যখন এইরকম দায়িত্ববান ব্যক্তি করে থাকেন, তখন আইটি কোম্পানিগুলির অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন আরও বেশি করে উঠবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ভারতের মেধাবী আইটি কর্মীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যদি প্রশ্ন উঠে যায়, তাতে অবাক হওয়ার মতো কিছু থাকবে না। এবং আইটি কোম্পানিগুলির এহেন পতন কেবলমাত্র আইটি সেক্টর নয়, প্রায় সমস্ত সেক্টরকে প্রভাবিত করেছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভারতবর্ষে যাঁরা রিয়েল এস্টেট ফ্ল্যাটগুলির মূল খরিদ্দার তাঁরা হলেন উচ্চ আয় সম্পন্ন আইটি কর্মীরা, বিশেষ করে বিভিন্ন মেট্রো শহর যেমন বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, মুম্বই, দিল্লি এনসিআর প্রভৃতিতে। নিফটি রিয়েলটি কেবলমাত্র এই বছরে ৬.১৯ শতাংশ পতন দেখেছে। বিগত দুই বছরে এই সেক্টর ৩.১৫ শতাংশ নেগেটিভ রিটার্ন দিয়েছে। বিগত তিন মাসে ডিএলএফ ১৮.১০ শতাংশ, গোদরেজ প্রপার্টিজ ১৮.১১ শতাংশ, প্রেসটিজ এস্টেট ১৩.৪৫ শতাংশ পতন দেখেছে। যে অনন্ত রাজ ইন্ডাস্ট্রিজ কেবলমাত্র রিয়েল এস্টেট নয়, ডেটা সেন্টার তৈরির দিকে ঝুঁকে পড়েছে বিগত কয়েক বছর, সেটিও বিগত তিন মাসে ১৩.৩৮ শতাংশ পতন দেখেছে।

কয়েক মাস একটানা উত্থানের পর সোনা এবং রুপোর দাম এখন একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে ট্রেড করছে। সোনার দাম প্রতি দশ গ্রাম চলছিল ১৫৬২০০ টাকা (কলকাতা)। এমসিএক্সে প্রতি কিলো রুপো ট্রেড করছিল ২৪৬০৩২ টাকায় (স্পট প্রাইস)। শুক্রবার মেটাল স্টকগুলিতে বড় পতন আসে। হিন্দালকো (-৫.৭৪ শতাংশ), হিন্দুস্তান কপার (-৫.২৯ শতাংশ), হিন্দুস্তান জিঙ্ক (-৪.৯৫ শতাংশ), ন্যালকো (-৫.৫২ শতাংশ), এনএমডিসি (-৬.২৭ শতাংশ) এবং বেদান্ত (-৪.১৪ শতাংশ) পতন দেখেছে। যে কোম্পানিগুলি এদিন ৫২ সপ্তাহের নিম্ন স্তর ছুঁয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে ফার্স্ট সোর্স সলিউশনস, নিউজেন সফটওয়্যার, রুট মোবাইল, সিই ইনফো সিস্টেম, সোনাটা সফটওয়্যার, টাটা টেকনলজিস, ম্যাসটেক, টিসিএস, ইনফোসিস, কানসাই নেরোল্যাক, ইনফো এজ, টাটা কেমিক্যালস প্রভৃতি।

আমেরিকার বাজারে রক্তপাত বন্ধ না হলে তার প্রভাব যে বিশ্বের বিভিন্ন শেয়ার বাজারের ওপর পড়বে তা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। এমনিতেই নানান ঘটনায় বিশ্ববাজার অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। যে ক্রিপ্টোমার্কেটকে মুশকিল আসান হিসেবে ধরা হচ্ছিল, তাও ১০ অক্টোবর ২০২৫-এর পর থেকে দারুণ সংশোধন দেখে ফেলেছে নতুবা অপেক্ষায় রয়েছে। এখন বাজারে উত্থানের জন্য নতুন কোনও আলো দেখা যাচ্ছে না।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন।

লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

এআই নিয়ে আশঙ্কায় ফের অন্ধকারে ডুবল ভারতীয় শেয়ার বাজার। আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ায় যে লম্বা দৌড়ের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল তা এই মুহূর্তে স্থগিত হয়ে গেল। আগামী কয়েকদিন এমনই অস্থির থাকবে শেয়ার বাজার। সতর্ক থাকতে হবে লগ্নিকারীদের। বাজার স্থিতিশীল হলে তবেই নতুন লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। আপাতত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করাই এই কঠিন সময়ে লগ্নিকারীদের একমাত্র অস্ত্র হতে পারে। চলতি সপ্তাহে সেনসেক্স মোট ৯৫৩.৬৪ পয়েন্ট খুইয়ে ৮২৬২৬.৭৬ পয়েন্টে এবং নিফটি ২২২.৬ পয়েন্ট খুইয়ে ২৫৪৭১.১০ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। আগামী দিনে আরও ৩-৫ শতাংশ সংশোধনের সম্ভাবনাও প্রবলভাবে বজায় রয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজারে।

বিশ্বব্যাপী এআই নিয়ে এক উন্মাদনা তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলি মূলত পরিষেবা মূলক ব্যবসা করে। ফলে ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলি থেকে লগ্নি সরে যাচ্ছে। টানা পড়ছে দেশের প্রথম সারির তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলির শেয়ারদর। যার প্রভাব পড়েছে সূচক সেনসেক্স এবং নিফটিতেও। টিসিএস, ইনফোসিস সহ একাধিক সংস্থার শেয়ারদরে সংশোধন চলছে। ভারতীয় সংস্থাগুলিও এআইতে বিনিয়োগ শুরু করেছে। আবার এআই নিয়ে যে উন্মাদনা চলছে তার ভবিষ্যৎও যে সুরক্ষিত এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। সব মিলিয়ে আগামী কয়েক মাস এআই শেয়ার বাজারের ওঠানামায় বড় ভূমিকা নিতে পারে।

এর পাশাপাশি আমেরিকার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চুক্তিতে কতটা লাভবান হবে ভারত তা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। মার্কিন ডলারের তুলনায় টাকার দামে ওঠানামা চলছে। আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারের অস্থিরতাও নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে শেয়ার বাজারে। শুক্রবার আমেরিকার সিপিআই পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছে। প্রত্যাশার তুলনায় সিপিআই কমেছে। যার জেরে পরবর্তী ঋণনীতি পর্যালোচনায় সুদের হার কমাতে পারে মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ। এই প্রত্যাশা বাস্তবায়িত হলে ফের ঘুরে দাঁড়াতে পারে ভারতীয় শেয়ার বাজার।

বর্তমান যত কঠিনই হোক না কেন, এখনও ভারতীয় শেয়ার বাজার দীর্ঘ মেয়াদে ভালো রিটার্ন দিতে পারে। তাই আতঙ্কিত না হয়ে এই সময়ে নিজেদের পোর্টফোলিও গুছিয়ে নিতে হবে। গুণগত মানে ভালো শেয়ারে দীর্ঘ মেয়াদের জন্য লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। তবে, কোনও একটি ক্ষেত্রের নয়, লগ্নি ছড়িয়ে দিতে হবে বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রথম সারির সংস্থায়। তবেই ভবিষ্যতে বড় সম্পদ তৈরি করা যাবে।

অন্যদিকে সোনা-রুপোর দাম সংশোধনের পর ফের একটা গণ্ডির মধ্যেই ওঠানামা করছে। নজর রাখতে হবে এই দুই মূল্যবান ধাতুতেও।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **টিএমপিভি :** বর্তমান মূল্য-৩৮০.২৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৪৬/৩২১, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৩৬০-৩৭২, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৪০০২০, টার্গেট-৪৪৮।

■ **ন্যাটকো ফার্মা :** বর্তমান মূল্য-৮২৩.৮৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১০৫৯/৭২৬, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৭৭০-৮১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৪৭৫৫, টার্গেট-৯৮০।

■ **অনন্ত রাজ :** বর্তমান মূল্য-৫৩৩.০৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৭৪৩/৩৭৬, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৪৮০-৫১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৯১৮৩, টার্গেট-৭৫০।

■ **গোলকুন্ডা ডায়মন্ড :** বর্তমান মূল্য-২৬২.৩০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৭৮/১৫৬, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-২৪০-২৫৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৮২, টার্গেট-৩২৫।

■ **টাটা স্টিল :** বর্তমান মূল্য-২০৩.১৮, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২১১/১২৫, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-১৮৫-১৯৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৫৩৬৪০, টার্গেট-২৫৮।

■ **ডাবর ইন্ডিয়া :** বর্তমান মূল্য-৫১২.৪৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫৭৭/৪৩৩, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৪৮৫-৫০৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৯০৮৯২, টার্গেট-৬০০।

■ **পিএনবি :** বর্তমান মূল্য-১১৮.৭৬, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৩৫/৮৫, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-১০৫-১১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৩৬৪৯০, টার্গেট-১৭০।

সতর্কীকরণ : লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

গন্তব্য রাজবাড়ি

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : ভালোবাসা উদযাপনের বিশেষ দিনটিকে স্মৃতির পাতায় ধরে রাখতে সকাল থেকেই তরুণ-তরুণীদের মেতে থাকতে দেখা গেল। দিনহাটায় কারও কারও মুখে শোনা গেল আক্ষেপের সুরও। কোথাও বসে একটু নিরিবিলি সময় কাটানোর জায়গা কোথায়?

দিনহাটা শহরে এখনও সেভাবে বড় পার্ক বা আড্ডা দেওয়ার মতো খোলা জায়গা নেই। তাই ভালোবাসার বিশেষ দিনে সকাল থেকেই কোচবিহারমুখী হতে দেখা গেল দিনহাটার তরুণ-তরুণীদের। কেউ প্রিয় মানুষটির হাত ধরে সাগরদিঘির ধারে সময় কাটালেন। কেউ মদনমোহন মন্দির বা কোচবিহার রাজবাড়ি ঘুরে দেখালেন প্রিয় মানুষকে। কেউ কফি কর্নার বা রেস্তোরাঁয় নিরিবিলিতে বসে ভুলে গেলেন সময়ের ব্যস্ততা।

তরুণ বিক্রম সাহার কথায়, 'এমন দিনে একটু খোলা জায়গায় গল্প করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু দিনহাটায় বসার মতো তেমন কোনও জায়গা নেই। তাই এবছর কোচবিহারে যাই।' একই কথা বললেন কলেজ ছাত্রী মধুমিতা রায়। তাঁর কথায়, 'দিনহাটায় পার্ক থাকলেও তা আকারে অনেকটাই ছোট, সেখানে বসে একান্তে সময় কাটানোর মতো যথেষ্ট নয়। তাছাড়া বছরের বিশেষ দিনটিতে শহর থেকে দূরের ডেস্টিনেশনই বেশি পছন্দের। অগত্যা কোচবিহার যাওয়া।'

কোচবিহারে ফুল কেনা। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

তবে দিনহাটার তরুণ সমাজের একাংশের কথায়, নিজের শহরেও যদি নিরিবিলি সময় কাটানোর জন্য বড় পার্ক তৈরি হয় তাহলে সেখানেই সময় কাটানো যেতে পারে। শহরের প্রবীণ বাসিন্দা জগন্নাথ সরকারের কথায়, 'আগে নদীর ধার আর খোলা মাঠই ছিল বসার উপযুক্ত জায়গা। তবে দিনহাটায় এখন অনেক নতুন নতুন রেস্তোরাঁ যেমন খুলেছে, তেমনি পুরসভার উদ্যোগে বেশ কয়েকটি দিঘির সৌন্দর্যায়নের কাজও হয়েছে। যেখানে নিভৃতে বসার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে নতুন প্রজন্মের চাহিদা একটু আলাদা তাই হয়তো তরুণ-তরুণীদের অনেকেই কোচবিহারমুখী।' আর সেকারণেই এবারের ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে দিনহাটা শহরের রেস্তোরাঁ থেকে রাস্তাঘাটে তরুণ-তরুণীদের ভিড় ছিল খানিকটা কম।

আজ শহরে

- কোচবিহার বটতলা স্পোর্টিং ক্লাবের তরফে সকাল ১০টা থেকে ক্লাব চত্বরে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির।
- জেনকিন্স অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের তরফে সকাল ৮টায় অ্যালামনাই কাপের উদ্বোধন, ৯টায় বিদ্যালয় চত্বরে সাফাই অভিযান।

রক্তদান শিবির

কোচবিহার, ১৪ ফেব্রুয়ারি : শনিবার পুলওয়ামা হামলায় নিহত শহিদদের শ্রদ্ধা জানানো হল শহরের এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে। সাগরদিঘি সংলগ্ন এলাকায় শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের পাশাপাশি রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করা হয়। শিবির থেকে ৫ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়। সংগৃহীত রক্ত সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্সের ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে।

প্রিয় মানুষের সঙ্গে পার্কে ও রেস্তোরাঁয়

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৪ ফেব্রুয়ারি : স্বামীর সঙ্গে শনিবার নরেন্দ্রনারায়ণ পার্কে ঘুরতে গিয়েছিলেন জুলি রায়। ভ্যালেন্টাইন্স ডে উপলক্ষ্যে স্বামীকে উপহারও দিয়েছেন তিনি। তবে শুধু জুলি নয়, বিশেষ দিনে অনেকে প্রিয়জনকে গোলাপ দেন। শনিবার ভ্যালেন্টাইন্স ডে উপলক্ষ্যে ফুলের দোকানে ভিড় জমিয়েছিলেন স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে দম্পতিরাও। কেউ কেউ আবার একসঙ্গে কিছুটা সময় কাটাতে গিয়েছিলেন কফি শপ বা রেস্তোরাঁয়।

এদিন সিলভার জুবিলি রোডের ফুলের দোকানগুলিতে ছিল ঠাসা ভিড়। ফুল ব্যবসায়ী অরূপ কর্মকার বলেন, 'আজ সারাদিনে ৫৬০ পিস গোলাপ বিক্রি হয়েছে।' এছাড়াও এদিন রাজবাড়ি পার্কের বাইরে টেডি এবং গোলাপের বেশ কয়েকটি অস্থায়ী দোকানও বসতে দেখা গিয়েছে।

কর্মসূত্রে স্ত্রী কলকাতায় থাকলেও মিঠুন সাহা কোচবিহারে থাকেন। কিন্তু মুঠোফোনের যুগে স্ত্রী যেন তাঁর কাছেই রয়েছেন। এদিন সকালে এক দোকানে বসে মিঠুন বললেন, 'কর্মসূত্রে স্ত্রী কলকাতায় থাকে তাই এই বিশেষ দিনটি ওর সঙ্গে কাটাতে পারলাম না। কিছুদিন বাদে কলকাতায় গিয়ে দিনটি সেলিব্রেট করব বলে কথা দিয়েছি।'

সন্ধ্যার পর প্রিয় মানুষের সঙ্গে সাগরদিঘিতে ঘুরতে এসেছিলেন অমিত সাহা। একসঙ্গে ঘোরাঘুরি ও আড্ডা দেওয়ার পর একসঙ্গে ডিনার করতে শহরের এক রেস্তোরাঁয় গিয়েছিলেন তাঁরা। বিশেষ দিনে কিছুটা ভিড় থাকায় সেখানেও বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় তাঁদের। অমিত বলেন, 'প্রতিবার এই বিশেষ দিনে ওর জন্য সময় বের করি। সারাদিন ব্যস্ত থাকলেও সন্ধের সময়টা ওর জন্যই রেখেছি।'

পার্কে ফের বন্ধ টয়ট্রেন

কোচবিহার, ১৪ ফেব্রুয়ারি : চলতে চলতে মাঝপথে হঠাৎ করেই থেমে গেল টয়ট্রেন। কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পরও আর চাকা না গড়ানোয় মাঝপথে নেমে যেতে হল যাত্রীদের। একটানা বহুদিন ভালোই চলছিল এনএন পার্কের টয়ট্রেন। শনিবার সাড়ে তিনটের দিকে যাত্রী নিয়ে যেতে হঠাৎ করেই নষ্ট হয়ে গেল সেটি। অর্ধেক পথে ট্রেনটি থেমে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে নেমে যেতে হয় যাত্রীদের। দশ বছরের জয়িতা আর ১২ বছরের জয়ন্তকে নিয়ে এদিন পার্কে ঘুরতে এসেছিলেন তাদের মা-বাবা বিপাশা ও শিশির ঘোষ। বললেন, 'বহুদিন ইচ্ছে ছিল বাচ্চা দুটোকে টয়ট্রেনে চাপাব। কিন্তু আজকে যে এই ঘটনা ঘটবে, সেটা ভাবতে পারিনি।' এন এন পার্কের রেঞ্জ অফিসার অভিজিৎ নাগ বলেন, 'ট্রেনের যন্ত্রাংশ হঠাৎ করেই খারাপ হয়ে যাওয়ায় এই বিপত্তি হয়েছে।' তিনি বলেন, 'আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সব কাজ করে নিয়ে আবার ট্রেন চালু করব।'

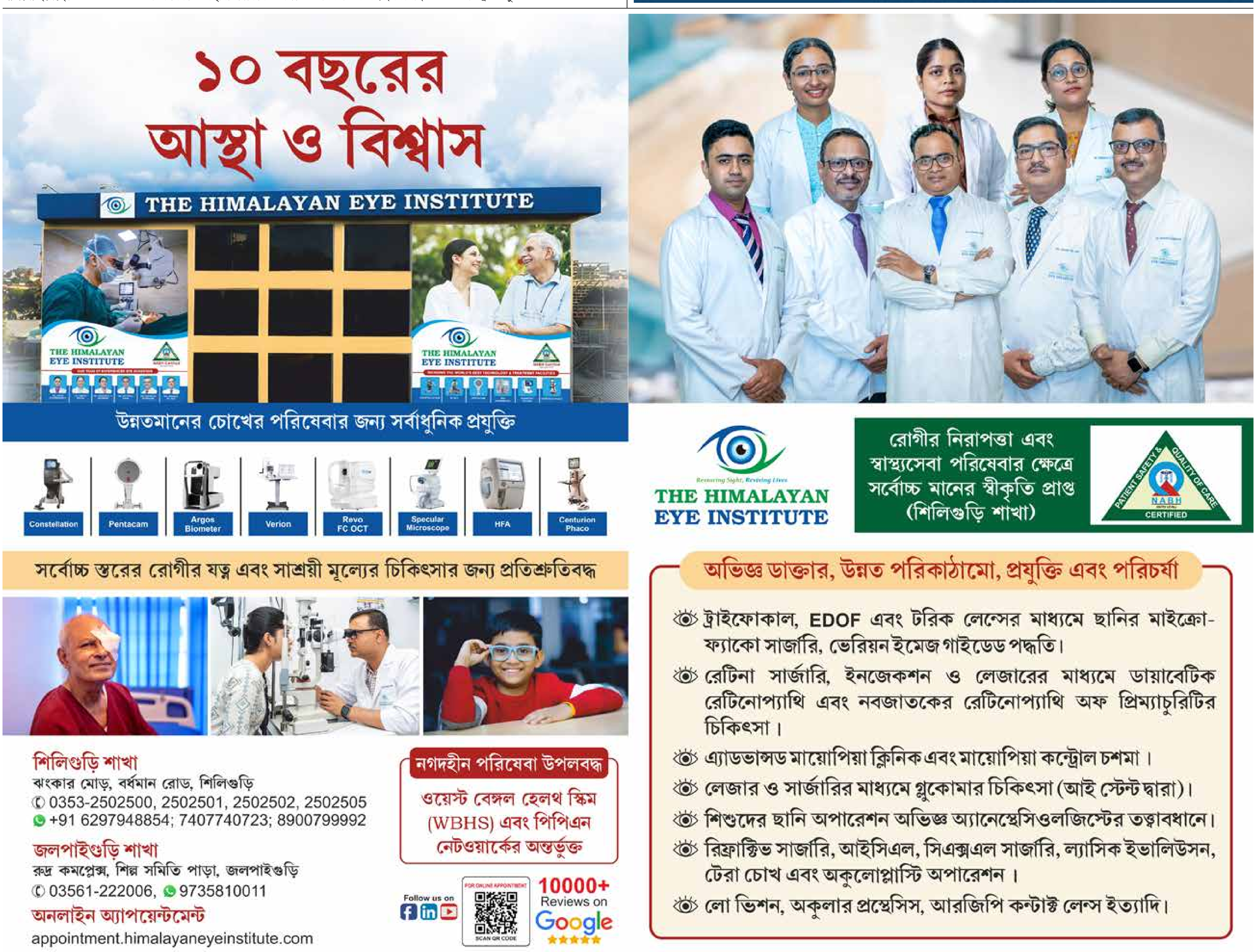

পৃথিবীর পাঠশালা

এক বছর না খেয়ে বেঁচে থাকা

মানুষ না খেয়ে কতদিন বাঁচতে পারে? এক মাস? দুই মাস? স্কটল্যান্ডের অ্যাঙ্গাস বারবিয়েরি ১৯৬৫ সালে টানা ৩৮২ দিন কোনও শক্ত খাবার মুখে তোলেননি। তাঁর ওজন ছিল ২০৭ কেজি, মাথায় চাপে ওজন কমানোর জেদ। ডাক্তারদের কড়া নজরদারিতে তিনি কেবল চা, কফি, সোডা জল এবং ভিটামিন ট্যাবলেট খেয়ে দিন কাটান। এক বছর পর তাঁর ওজন কমে দাঁড়ায় ৮২ কেজিতে। আশ্চর্যের বিষয়, এত দীর্ঘ উপবাসের পরেও তাঁর শরীরে বড় কোনও সমস্যা হয়নি। মানবদেহের চর্বি যে কতদিন শক্তির জোগান দিতে পারে, অ্যাঙ্গাস তার জলজ্যান্ত প্রমাণ।

বিমান থেকে পড়েও জীবিত

প্যারাসুট ছাড়া ৩৩ হাজার ফুট উঁচু থেকে পড়লে বাঁচার চান্স কত? শূন্য। কিন্তু ১৯৭২ সালে যুগোস্লাভ এয়ারহস্টেস ভেসনা ভুলোভিচ এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। মাঝ আকাশে বিমানে বোমা বিস্ফোরণের পর তিনি প্লেনের লেজের অংশে আটকে নীচে পড়ে যান। তুষারপাতে ঢাকা পাহাড়ে পড়ার ফলে এবং লো ব্লাড প্রেশারের কারণে হার্ট ফেটে না যাওয়ায় তিনি অলৌকিকভাবে বেঁচে যান। কিছুদিন কোমায় থাকার পর তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। প্যারাসুট ছাড়া সর্বোচ্চ পতন থেকে বেঁচে ফেরার রেকর্ড গড়ে গিনেস বুকে নাম লেখান তিনি। একেই বলে- রাখে হরি মারে কে।

ইতিহাসের প্রাচীনতম রিভিউ

অনলাইনে পণ্য কিনে খারাপ রিভিউ তো আমরা হামেশাই দিই। কিন্তু ইতিহাসের প্রথম 'খারাপ রিভিউ' বা কমপ্লেন লেটার লেখা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ৩,৭৫০ বছর আগে। ব্যাবিলনের এক ধ্বংসস্তূপে পাওয়া মাটির ফলকে দেখা যায়, ন্যানি নামের এক ব্যক্তি ইয়া-নাসির নামের এক তামার ব্যবসায়ীকে কড়া ভাষায় চিঠি লিখেছেন। অভিযোগ—তামার মান খারাপ ছিল এবং ইয়া-নাসির তাঁর ভৃত্যকে অপমান করেছেন। হাজার বছর আগেও যে মানুষ বাজে সার্ভিস পেলে ছাড়ত না, এই ভাঙা মাটির ফলকের টুকরোটি তার সাক্ষী।

২৯ বছর পর যুদ্ধ শেষ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছিল ১৯৪৫ সালে। কিন্তু জাপানি সৈন্য হিরু অনোদার কাছে যুদ্ধ শেষ হয় ১৯৭৪ সালে। ফিলিপাইনের লুবং দ্বীপে তিনি লুকিয়ে ছিলেন। তাঁর কাছে নির্দেশ ছিল— কখনও আত্মসমর্পণ করা যাবে না। লিফলেট ফেলে, মাইকিং করেও তাঁকে বিশ্বাস করানো যায়নি যে যুদ্ধ শেষ। তিনি ভাবতেন ওগুলো শত্রুর চাল। ২৯ বছর ধরে তিনি জঙ্গলে খেয়ে না খেয়ে একা যুদ্ধ চালিয়ে যান। শেষে তাঁর প্রাক্তন কমান্ডারকে জাপান থেকে নিয়ে এসে নির্দেশ দেওয়ানো হলে তবেই তিনি বন্দুক জমা দেন। দেশের প্রতি এমন অন্ধ আনুগত্যের নজির ইতিহাসে বিরল।

রাজ্য পুলিশে রদবদল

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য পুলিশে ফের রদবদল করা হল। এডিজি দক্ষিণবঙ্গ পদে থাকা সুপ্রতিম সরকারকে কয়েকদিন আগেই কলকাতা পুলিশের কমিশনার করা হয়েছে। এবার এডিজি দক্ষিণবঙ্গ পদে আনা হল রাজীব মিশ্রকে। এডিজি সংশোধনাগার পদে থাকা লক্ষ্মীনারায়ণ মিনাকে সিআইডির এডিজি করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদ ও জঙ্গিপুর রেঞ্জের আইজি মুকেশকে আইবি-র আইজি করা হয়েছে। সৈয়দ ওয়াকার রাজাকে রানাঘাট ও নদিয়ার ডিআইজি থেকে মুর্শিদাবাদ রেঞ্জের ডিআইজি করা হয়েছে। জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশীকে জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার পদ থেকে সরিয়ে কৃষ্ণনগরের পুলিশ সুপার করা হয়েছে। কৃষ্ণনগরের পুলিশ সুপার অমরনাথ কে'কে জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার করা হয়েছে।

ঘনিষ্ঠতা নয়, অকপট তারেক

প্রথম পাতার পর

তারেকের ভাষায়, 'শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরানো আইনি প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে। আইন সকলের জন্য সমান। আইন তার নিজের মতো কাজ করবে।' তবে তাঁর সরকার শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলাগুলি চালিয়ে যাবে কি না, তা নিয়ে কোনও প্রশ্নের উত্তর দেননি তিনি।

গঙ্গার জলচুক্তির এবছর মেয়াদ শেষ হবে। চুক্তির পুনর্নবীকরণেও বাংলাদেশ নিজের শর্তে অনড় থাকার আভাস মিলছে। ঝুলে রয়েছে তিস্তার জলবণ্টনও। যা প্রভাবিত করে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলকে। সেখানে জামায়াতে ইসলামি ভালো ফল করায় স্বভাবতই বিএনপি চাইবে না, তিস্তা নিয়ে জলঘোলা করুক তারা।

বিএনপি-র স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, 'কোনও একটি দেশের প্রতি আনুগত্য নয়, পারস্পরিক সম্মান, সমতা এবং বিশ্বাসের ভিত্তিতেই ঠিক হবে বাংলাদেশের বিদেশনীতি।' বিএনপি নেতৃত্বের মনোভাবে স্পষ্ট একইসঙ্গে ভারসাম্য ও বাংলাদেশের স্বার্থরক্ষার তাগিদ।

বাংলাদেশে নির্বাচন পরবর্তী আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কড়া মনোভাব দেখিয়েছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান জিয়াউর রহমানের বড় ছেলে। ইতিমধ্যে কিছু বিক্ষিপ্ত হিংসার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বক্তব্য, 'কোথাও অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে, সেজন্য শত উসকানির মুখে আমি বিএনপি-র সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের শান্ত ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। কোনও অপশক্তি যাতে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটানোর সুযোগ নিতে না পারে।'

চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে ফিরল ব্যস্ততার চেনা ছবি

ত্রিদেশীয় বৈদেশিক বাণিজ্য চালু

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : তিনদিন বন্ধ থাকার পর অবশেষে শনিবার থেকে চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরে ভারত, বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে ত্রিদেশীয় বৈদেশিক বাণিজ্য চালু হয়েছে। এদিন চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে গিয়েছে ১২টি পণ্যবাহী ট্রাক, বাংলাদেশ থেকে ১৫টি পণ্যবাহী ট্রাক ভারতে এসেছে। ভুটান থেকে বাংলাদেশে ২৫১ ট্রাক পণ্য রপ্তানি হলেও, আমদানি হয়নি কিছুই। বাণিজ্যের পাশাপাশি চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশনকেন্দ্র দিয়ে ভিসাধারী পর্যটকদের যাতায়াত অব্যাহত ছিল। বাণিজ্য চালু হওয়ায় দুই দেশের ব্যবসায়ী ও ট্রাকচালকদের মধ্যে খুশির হাওয়া।

চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরে ট্রাকের লম্বা লাইন। শনিবার।

পদ্মাপারের নির্বাচনের কারণে বুধ থেকে শুক্রবার পর্যন্ত দুই দেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ ছিল। শুক্রবার থেকে চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত দিয়ে যাতায়াত শুরু হয়। তবে বাংলাদেশের সাপ্তাহিক ছুটি থাকায় বাণিজ্য চালু হয়নি। ট্রাকচালকদের কোলাহল, পণ্যবাহী ট্রাকের লাইনে শনিবার সকাল থেকেই চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত সংলগ্ন সার্ক রোডে আবার ব্যস্ততার চেনা ছবি দেখা গেল। পঞ্জাবের দেবেন্দ্র সিং বোল্ডারবোঝাই ট্রাক নিয়ে তিনদিন চ্যাংরাবান্ধায় আটকে ছিলেন। বৈদেশিক বাণিজ্য চালু হতেই তিনি স্বস্তিতে ফিরলেন। ট্রাক নিয়ে গেলেন বাংলাদেশে। যাওয়ার আগে বললেন, 'বাংলাদেশে গেলে বুঝতে পারব, নতুন সরকার আসার পর ওখানে কী পরিস্থিতি। ব্যবসার উন্নতি হলে শুধুমাত্র আমাদের নয়, বাংলাদেশেরও ভালো হবে।'

বাংলাদেশ থেকে পণ্য নিয়ে ভারতে এসেছেন লালমণিরহাটের বাসিন্দা ট্রাকচালক মহম্মদ সুমন। ব্যস্ততার মাঝেই তাঁর বক্তব্য, 'সীমান্ত বাণিজ্যের উপর নির্ভর করেই আমাদের পরিবার চলে। কাজেই দুই দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকুক, এটাই আশা করি।' চ্যাংরাবান্ধার ট্রাকচালক শহিদুল ইসলাম বলেন, 'বাংলাদেশের নতুন সরকারের কাছে অনুরোধ, ভারতীয় চালকদের যেন সুরক্ষা প্রদান করা হয়। এর আগে বেশ কয়েকবার ভারতীয় চালকদের ওপর নানা অত্যাচার করা হয়েছিল বাংলাদেশে।' কলকাতার ট্রাকচালক আবদুল মান্নানের বক্তব্য, 'ভোটের পর প্রথমবার পণ্য নিয়ে ওপারে যাচ্ছি। আশা করি ভালো কিছুই হবে।'

ট্রাকচালকদের পাশাপাশি এপারের ব্যবসায়ীরা বিএনপি সরকারের আমলে আবার আগের মতো ব্যবসা হবে, এই আশায় বুক বেঁধেছেন। চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ প্রদীপকুমার কানু বলেন, 'বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ডামাডোল ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় বাণিজ্যে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বেশ কয়েকবার ব্যবসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই ব্যবসার সঙ্গে স্থানীয় এলাকা ছাড়াও উত্তরবঙ্গের অর্থনীতি ব্যাপকভাবে জড়িত।'

বাংলাদেশের নীলফামারি থেকে চিকিৎসার জন্য সস্ত্রীক এপারে এসেছেন মইবুল ইসলাম মিলন। ইমিগ্রেশনকেন্দ্র চত্বরে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'এখন চিকিৎসা ভিসা চালু থাকলেও ভ্রমণ ভিসা ভারতের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে। প্রচুর মানুষ ভারত ভ্রমণে আসতে চান। দুই দেশের সরকার আলোচনার মাধ্যমে পুনরায় ভ্রমণ ভিসা চালু করলে ভালো হয়।' ভারত থেকে চিকিৎসা করিয়ে বাংলাদেশে ফিরছিলেন রংপুরের মনোরঞ্জনচন্দ্র বর্মন। তাঁর কথায়, 'ভারতের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক থাকুক। সংখ্যালঘুরা বাংলাদেশে যাতে নিরাপদে থাকতে পারেন, নতুন সরকারের কাছে আমাদের এটাই প্রত্যাশা।'

পলাশ ফুলের মাঝে শালিক।। *শনিবার কোচবিহার শহরে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়*

মনীষীর জন্মভিটা

প্রথম পাতার পর

বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের পঠনপাঠন। একদিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিস্তার, অন্যদিকে মূল ঐতিহ্যবাহী বাড়ির জীর্ণদশা- এই বৈপরীত্য যেন আরও প্রকট করে তুলছে অবহেলার প্রশ্ন। জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মাধবচন্দ্র অধিকারী স্পষ্টই বলেন, দ্রুত সংরক্ষণ না হলে বাড়িটি ভেঙে পড়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে অর্থ বরাদ্দের কথাও ভাবা হচ্ছে। যদিও বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়ে প্রশাসনিক জটিলতা রয়েছে।

পুণ্যভূমি খলিসামারি পঞ্চানন বর্মা মেমোরিয়াল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্টের সম্পাদক গিরীন্দ্রনাথ বর্মন মনে করিয়ে দেন, ২০০০ সালে জন্মভিটা অধিগ্রহণের দাবিতে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। পঞ্চানন জন্মভিটা অধিগ্রহণ উদ্যোগ সমিতির দাবি মেনে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বাড়িটি অধিগ্রহণে নীতিগত সম্মতি দিলেও পারিবারিক আপত্তিতে তা বাস্তবায়িত হয়নি। তবে সরকারি উদ্যোগেই সেসময় সংলগ্ন জমি অধিগ্রহণ করে সংগ্রহশালা তৈরি হয়। তিনি বলেন, 'জন্মভিটা ধ্বংস হলে ইতিহাসের একটি জীবন্ত দলিল হারিয়ে যাবে।'

এদিন খলিসামারিতে রাসমেলার মাঠে রাজ্য সরকারের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে এবং খলিসামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় মনীষী পঞ্চানন বর্মার জন্মজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠান হয়। সেখানে জন্মভিটা সংস্কার না হওয়া নিয়ে তৃণমূলের মধ্যে বিরোধ প্রকাশ্যে চলে আসে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'রাজবংশী সমাজের মানুষ, তপশিলি সংরক্ষণের সুযোগে যাঁরা এমএলএ, এমপি এবং আধিকারিক হয়েছেন তাঁরাও নীরব। দিকে দিকে পঞ্চানন বর্মার জন্মজয়ন্তীতে যাঁরা পঞ্চাননমূর্তিতে মাল্যদান করছেন তাঁদেরও বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে।' পাশাপাশি তিনি খলিসামারি রাস্তাঘাট এবং পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের অর্থ না বরাদ্দ হওয়ায় হতাশা ব্যক্ত করেন।

এদিন গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বক্তব্য রেখে মঞ্চ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর শীতলকুচির প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী হিতেন বর্মন তাঁর ভাষণে বলেন, 'আজ এই অনুষ্ঠান মঞ্চ পঞ্চানন বর্মার জন্মদিন উদযাপনের মঞ্চ। সেখানে প্রত্যাশা ছিল, গিরীন্দ্রনাথবাবুর কাছ থেকে পঞ্চানন বর্মার জীবনী সম্পর্কে কিছু আলোচনা শুনব। কিন্তু তিনি যে বক্তব্য রাখলেন তার সঙ্গে আমি সহমত নই। উন্নয়ন তো এলাকায় হচ্ছে। প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা অনুমোদন হয়েছে। উন্নয়ন চলছে এবং আগামীদিনেও চলবে।' গিরিনের বক্তব্য তাঁর কাছে বিরোধী দলের বক্তব্য বলে মনে হয়েছে বলে হিতেন বর্মন জানান। মঞ্চে উপস্থিত তৃণমূল কংগ্রেস নেতা পার্থপ্রতিম রায় দাবি করেন, 'তিনি যখন সাংসদ ছিলেন তখন পঞ্চানন বর্মার বাড়ি অধিগ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছিলেন।' বাম নেতা অনন্ত রায়ের দাবি, 'বামফ্রন্ট আমলেই পঞ্চানন বর্মার যথার্থ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল- সংগ্রহশালা নির্মাণ তারই প্রমাণ।'

রাজনৈতিক বক্তব্যের ভিড়ে মূল প্রশ্নটি আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে- শ্রদ্ধা কি কেবল জন্মদিনের মঞ্চে সীমাবদ্ধ থাকবে? ঐতিহ্য সংরক্ষণ কি কাগজের আলোচনায় আটকে থাকবে? খলিসামারির জীর্ণ বাড়িটি যেন আজ উত্তরবঙ্গবাসীর কাছে এক নীরব আবেদন রাখছে- মাল্যদানের ফুল শুকিয়ে যাওয়ার আগেই সংরক্ষণের স্থায়ী উদ্যোগ নেওয়া হোক।

পঞ্চানন বর্মার জন্মভিটেতে মনীষীকে স্মরণ। শনিবার খলিসামারিতে।

হিট উত্তরের ক্ষুদ্র চা চাষিদের 'হ্যান্ডমেড টি'

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (সিস্টা) এবং একটি বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে সল্টলেকের সিটি সেন্টারে শনিবার থেকে উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা চাষিদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তৈরি চায়ের প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। এই প্রদর্শনী এবং বিপণন কর্মসূচি চলবে রবিবার পর্যন্ত। প্রথম দিনেই ক্রেতাদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর তৈরি 'হ্যান্ডমেড টি'। চা পাতা শুকানোর জন্য ড্রায়ার ছাড়া উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কোনও যন্ত্রের ব্যবহার করেন না স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা। কোনও যন্ত্র ব্যবহার না করে উত্তরের ক্ষুদ্র চা চাষিরা 'হ্যান্ডমেড' সিটিসি টি, গ্রিন টি, অর্থডক্স টি এমনকি হোয়াইট টি-এর মতো স্পেশাল ক্যাটিগোরির চা তৈরি করছেন। মহিলারা এই বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। হাতে তৈরি এই চা বাজার মাত করছে দেখে খুশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা। সিস্টার সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'উত্তরবঙ্গে ক্ষুদ্র চা চাষিদের ১৩০টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে। জলপাইগুড়িতে ৯২টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী আছে। জলপাইগুড়ির বিভিন্ন ব্লকের বধূদের হ্যান্ডমেড টি তৈরির কৌশল শিখিয়ে বিকল্প আয়ের এই সম্ভাবনাকে আরও প্রসারিত করার পরিকল্পনা রয়েছে। জেলা প্রশাসনের সঙ্গেও বিষয়টি নিয়ে কথা হয়েছে।'

■ সল্টলেকের সিটি সেন্টারে এই চা প্রদর্শনী ও বিপণন কর্মসূচি চলবে রবিবার পর্যন্ত

■ উত্তরের ক্ষুদ্র চা চাষিরা 'হ্যান্ডমেড' সিটিসি টি, গ্রিন টি, অর্থডক্স টি এমনকি হোয়াইট টি-এর মতো চা তৈরি করছেন

জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও দার্জিলিং মূলত এই ৩ জেলার ক্ষুদ্র চা চাষিদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি 'হ্যান্ডমেড টি' তৈরিতে যে মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছে, সেটা প্রশংসার দাবি রাখে। সিটং, মিনারেল স্প্রিং, জয় জল্পেশ ক্ষুদ্র চা চাষি স্বনির্ভর গোষ্ঠী, জামতলা মহিলা ক্ষুদ্র চা চাষি স্বনির্ভর গোষ্ঠী, রুকরুকা স্বনির্ভর গোষ্ঠী, নতুন বস্তি স্বনির্ভর গোষ্ঠী, মেখলিগঞ্জের দ্বারিকামারি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর চা চাষিদের হাতে তৈরি চা প্রদর্শনীর প্রথম দিনেই ক্রেতা মহলে আলোড়ন ফেলেছে।

ময়নাগুড়ির সম্পূর্ণভাবে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত জামতলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দীপ্তি রায় বলেন, 'আমাদের গোষ্ঠীর নিজস্ব বাগান আছে। ওই বাগানের পাতা দিয়েই বাড়িতে মহিলারা এই চা তৈরি করছেন। এলাকাটি হাতি ও চিতাবাঘ উপদ্রুত। তাই আমরা এই চায়ের নাম ওয়াইল্ড লাইফ ফ্রেন্ডলি টি রেখেছি।' সিটং-এর ক্ষুদ্র চা চাষিরা 'অর্থডক্স' চা-এর সম্ভার নিয়ে এই প্রদর্শনীতে এসেছেন। ক্ষুদ্র চা চাষি বিকাশ রাই বলেন, 'আমাদের তৈরি জৈব চা-ও দার্জিলিং-এর চা মতোই আইকনিক। এখন অনেকেই 'হ্যান্ডমেড টি' বানাতে এগিয়ে আসছেন।'

ক্ষুদ্র চা চাষিদের তৈরি হ্যান্ডমেড টি ক্রেতা মহলে সমাদর পাওয়ায়, উত্তরবঙ্গের অর্থনীতিতে সম্ভাবনার এক নতুন দিগন্ত খুলে গেল বলে মত সংশ্লিষ্ট মহলের। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সভাপতি রজত রায় কার্জি বলেন, 'ক্ষুদ্র চা চাষিরা যাতে চা উৎপাদনে আরও বেশি করে এগিয়ে আসেন, তার জন্য টি বোর্ডকে পৃষ্ঠপোষকতা বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।'

ভ্যাট ভেঙে জায়গা দখল তৃণমূলের

রায়গঞ্জ, ১৪ ফেব্রুয়ারি : বিরোধীদের পার্টি অফিস দখল করার অভিযোগ এর আগে বহুবার উঠেছে রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে। এবার রায়গঞ্জে পুরসভার বিশাল ভ্যাট আর্থমুভার দিয়ে গুঁড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা লাগিয়ে দেওয়া হল। শনিবার দুপুরে এই ঘটনায় রায়গঞ্জ শহরের মোহনবাটি এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। অভিযোগ, রায়গঞ্জ শহর তৃণমূল কর্মীরা দাঁড়িয়ে থেকে আবর্জনা ফেলার জন্য পুরসভার ভ্যাটটি আর্থমুভার দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেন। রায়গঞ্জ শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শিবশংকর রায়চৌধুরী নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এই কাজের তদারকি করেন। সরকারি সম্পত্তি এভাবে ভেঙে ফেলায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে দলের অভ্যন্তরেও। ঘটনায় ক্ষুব্ধ সংশ্লিষ্ট ৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন কাউন্সিলার বরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রায়গঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান সন্দীপ বিশ্বাস। সরকারি সম্পত্তি এভাবে গুঁড়িয়ে দেওয়ায় রায়গঞ্জ থানায় অভিযোগ করবেন বলে জানিয়েছেন সন্দীপ।

৯ নম্বর ওয়ার্ডে যে জায়গায় এই ভ্যাটটি রয়েছে সেই জায়গাটির মালিক ছিলেন সিপিএমের কর্মী প্রয়াত নিমাই বসাক। তিনি প্রয়াত হওয়ার পর কোনও উত্তরসূরির খোঁজ না মেলায় সিপিএমের নির্মাণকর্মী সংগঠনের সদস্যরা সেখানে অফিস করেছিলেন। সংগঠনের নেতৃত্বের দাবি, নিমাই বলে গিয়েছিলেন মৃত্যুর পর তাঁর বাসস্থান সিপিএম পার্টির নামে দান করে দেবেন।

২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচন ও পুরসভা নির্বাচনের পর রায়গঞ্জ পুরসভার তৎকালীন কাউন্সিলার বরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই জায়গায় ভ্যাট তৈরি করলে সিপিএম কর্মীরা আন্দোলন শুরু করেন। শেষপর্যন্ত ভ্যাট তৈরি হয়। বেশ কয়েক বছর আগে প্রয়াত নিমাই বসাকের উত্তরসূরির খোঁজ মেলে এবং তাঁরা বরুণকে ভ্যাটটি সরিয়ে নিতে বলেন। অভিযোগ, এরপরেও ভ্যাটটি সরিয়ে নেয়নি পুরসভা।

ইমার্জেন্সি চেনে টান, থমকে গেল দার্জিলিং মেল

জলপাইগুড়ি, ১৪ ফেব্রুয়ারি : জলপাইগুড়ি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ঢোকার আগেই এক যাত্রী ইমার্জেন্সি চেন টানায় প্ল্যাটফর্মে ঢোকার আগেই ১ নম্বর গুমটি এলাকায় লেভেল ক্রসিংয়ে দাঁড়িয়ে গেল দার্জিলিং মেল। শনিবার সন্ধ্যায় এমন ঘটনায় হইচই পড়ে যায় স্টেশনের যাত্রীদের মধ্যে।

হলদিবাড়ি থেকে শিয়ালদাগামী দার্জিলিং মেল নির্ধারিত সময় সন্ধ্যা ৬টা বেজে ৩৫ মিনিটে জলপাইগুড়ি টাউন

জলপাইগুড়ি

স্টেশনে পৌঁছানোর কথা ছিল। স্টেশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এক যাত্রী সংরক্ষিত কামরার ইমার্জেন্সি চেন টানায় ট্রেন আচমকা দাঁড়িয়ে যায়। সেই সুযোগে নেমে পালিয়ে যান ওই যাত্রী। তখন ইঞ্জিন ১ নম্বর গুমটির লেভেল ক্রসিংয়ের কাছে চলে গিয়েছিল। গেট বন্ধ থাকলেও ট্রেন থমকে যাওয়ায় যাত্রীরা হকচকিয়ে যান। সুব্রত রায় নামে এক যাত্রী বলেন, 'প্রথমে ভয় পেয়ে যাই। তাই দূরে সরে আসি। পরে জানতে পারি কেউ জরুরি চেন টেনে নেমে পড়েছিলেন। তাই ট্রেন নির্ধারিত ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢুকতেই পারেনি।'

ঘটনার পরই জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে আরপিএফ যায়। ট্রেনে তল্লাশি শুরু হয়। আরপিএফ অনেক তল্লাশি চালিয়েও অভিযুক্ত যাত্রীকে খুঁজে পায়নি। প্রায় ১৫ মিনিট রেলগেটে দাঁড়িয়ে থাকার পর দার্জিলিং মেলকে ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা হয়। তারপর জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে যাত্রীরা ট্রেনে ওঠেন। অন্যদিন জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনে দার্জিলিং মেল ২ মিনিট দাঁড়ায়। সেখানে এদিন নির্ধারিত সময় সন্ধ্যা ৬টা ৩৭ মিনিটের পরিবর্তে সন্ধ্যা ৭টা ১৬ মিনিটে জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে প্রায় ৩৮ মিনিট দেরিতে এনজেপির উদ্দেশে রওনা দেয় দার্জিলিং মেল।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানিয়েছেন, কেউ ইমার্জেন্সি চেন টানাতেই ট্রেন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। যাত্রীদের সুরক্ষিতভাবেই নিয়ে গিয়েছে দার্জিলিং মেল।

জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনে শনিবার সন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে দার্জিলিং মেল।

অভিযুক্ত বিজেপি

প্রথম পাতার পর

কিন্তু দু'বছর কেটে গেলেও সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি। এরপর থেকেই টাকা ফেরতের দাবি জানাতে থাকেন ব্যবসায়ী। চলতি সপ্তাহের বুধবার টাকা ফেরতের আশ্বাস দেওয়া হলেও তা রক্ষা করা হয়নি।

শুক্রবার গোডাউন পরিদর্শনে চামটা এলাকায় যান প্রকাশ। অভিযোগ, সেখান থেকে তাঁকে ফোনে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় কার্জিপাড়া এলাকায়। নিজের ম্যানেজার শুভজিৎ দে ও কর্মচারী গোবিন্দ বর্মনকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গেলে আচমকাই তাঁদের উপর হামলা চালানো হয়। প্রকাশ্য বাজারে বাঁশ ও লাঠি দিয়ে প্রকাশকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে আহত হন শুভজিৎ ও গোবিন্দ। ব্যবসায়ীর মাথায় চোট লাগে এবং শুভজিতের বাঁ হাত ভেঙে যায় বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে।

উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে ভর্তি করা হয় তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে। আক্রান্ত ব্যবসায়ী পরবর্তীতে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। প্রকাশ বলেন, 'আমি সম্পূর্ণ আইনি পথে জমি কিনেছিলাম। আমাকে রাস্তার ধারের জমি দেখিয়ে অন্য জমি রেজিস্ট্রি করে দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। টাকা ফেরত চাইতেই পরিকল্পিতভাবে আমাকে ডেকে নিয়ে মারধর করা হয়েছে। আমি ও আমার পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে আতঙ্কে আছি। দোষীদের কঠোর শাস্তি চাই।'

ব্যবসায়ীকে মারধরের প্রতিবাদে এদিন বিজেপির বিরুদ্ধে ধিক্কার মিছিল বের করে নাককাটিগাছ অঞ্চল তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন। দলের শ্রমিক সংগঠনের তুফানগঞ্জ-১ বি ব্লক সভাপতি বিনয় রায় বলেন, 'এটাই বিজেপির সংস্কৃতি। যেভাবে বিজেপির দুষ্কৃতীরা একজন ব্যবসায়ী ও তাঁর ম্যানেজারের উপর প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছে তাতে নিন্দা জানানোর ভাষা নেই। দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে মিছিল করা হয়েছে।' যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপির তুফানগঞ্জ-১ মণ্ডল সভাপতি যুগলকিশোর দাস বলেছেন, 'বিষয়টি শুনেছি। দুজন ব্যবসায়ীর মধ্যে টাকাপয়সা লেনদেনের কারণে ঘটনাটি ঘটেছে। তবে এর সঙ্গে আমাদের দলের কোনও যোগ নেই। দল এ ধরনের কাজ সমর্থন করে না। তৃণমূল ইচ্ছাকৃতভাবে বিজেপির ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছে।'

আজ 'স্নায়ুযুদ্ধ'

প্রথম পাতার পর

তখন আকাশ কালো করে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি। তার মধ্যেই অবশ্য ফিট হয়ে নেটে ব্যাট হাতে ঝড় তুললেন অভিষেক শর্মা। প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলন শেষ করে লিফটে ওঠার সময় ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবও পরিচিত সাংবাদিকদের আবদার করে গেলেন, 'একটু প্রার্থনা করো যেন বৃষ্টি না হয়।'

বৃষ্টি বাদে আসল খেলাটা হবে পিচে। প্রেমাদাসার উইকেট বলছে, রবিবার রাজ করবে স্পিনাররা। এখানকার পিচ কালো মাটির, তাই শুরুতে বাউন্স থাকলেও খেলা যত গড়াবে, বল লাট্টুর মতো ঘুরবে। পাকিস্তান তো আমেরিকার বিরুদ্ধে ৫ স্পিনার নামিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে তাদের গেমপ্ল্যান। ভারতও কি তবে জসপ্রীত বুমরাহ আর হার্দিকের সঙ্গে বাড়তি স্পিনার খেলাবে? ইঙ্গিত কিন্তু স্পষ্ট। আজ সন্ধের প্র্যাকটিসে নেটে দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য। খোদ ক্যাপ্টেন স্কাই বল হাতে তুলে নিলেন। অবিকল বিপক্ষের 'মিস্ট্রি স্পিনার' উসমান তারিককে নকল করে বল করলেন সতীর্থদের! অর্থাৎ, বিপক্ষের তুরুপের তাসকে সামলানোর ব্লু-প্রিন্ট তৈরি। কোচ গৌতম গম্ভীরকেও দেখা গেল পিচের পাশে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ ক্লাস নিতে। বৃষ্টি বাধা না দিলে বাড়তি স্পিনার খেলানোর সিদ্ধান্তে সিলমোহর পড়া এখন সময়ের অপেক্ষা।

দলগত স্ট্র্যাটেজির বাইরেও রবিবারের ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিতে পারে চারটে ব্যক্তিগত লড়াই, যা ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে।

প্রথম লড়াইটা 'আগুন বনাম বারুদ'। শাহিন শা আফ্রিদি প্রথম ওভারে উইকেট নিতে ওস্তাদ (২৫টি উইকেট), আর অভিষেক শর্মা প্রথম ওভারে ছক্কা মারতে (১০টি ছক্কা)। এশিয়া কাপে শাহিনকে পিটিয়ে মাত্র ১৩ বলে ২৪ রান তুলেছিলেন অভিষেক। কালও কি শাহিনকে গ্যালারিতে ফেলবেন তিনি?

দ্বিতীয় লড়াইটা বুমরাহ বনাম ফারহানের। বুমরাহকে সাধারণত কেউ মারে না, কিন্তু পাকিস্তানের সাহিবজাদা ফারহান তাঁকে টানা তিন ম্যাচে ছক্কা মেরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। আগামীকাল বুমরাহ নিশ্চয়ই সেই 'লজ্জা'র বদলা নিতে মুখিয়ে থাকবেন। পাওয়ার প্লে-তে বুমরাহর ওভার সংখ্যাও এখানে ফ্যাক্টর হতে পারে।

তৃতীয়ত, ঈশান কিষান বনাম সাইম আয়ুব। ঈশান দুর্দান্ত ফর্মে, কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে পাওয়ার প্লে-তে স্পিন দেখলে তিনি একটু নড়বড়ে (স্ট্রাইক রেট ১১০)। পাকিস্তান তাই শুরুতেই সাইম আয়ুবের স্পিন দিয়ে ঈশানকে বাঁধার ছক কষছে। গত ম্যাচে পাকিস্তান পেস অ্যাটাকে জোর দিলেও, প্রেমাদাসার পিচে আয়ুবের ফেরার সম্ভাবনা প্রবল।

আর সবশেষে, সূর্যকুমার বনাম আবরার। মাঝের ওভারে (৭-১৬ ওভার) পাকিস্তানের সেরা বাজি লেগ স্পিনার আবরার আহমেদ। উলটোদিকে থাকবেন ভারতের 'মিস্টার ৩৬০'। আবরারের গুগলির বিরুদ্ধে সূর্যের ঝাড়ু (সুইপ শট) চলে কি না, সেটাই দেখার। সূর্যকুমারের সুইপ শটের স্ট্রাইক রেট ২১০-এর ওপরে, যা আবরারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

একটা সময় ছিল, ১৯৯৬ সালে এই কলম্বোতেই ভারত-পাক যৌথ দল বানিয়ে সংহতির বার্তা দিয়েছিল। আর আজ? বয়কটের ডাক, রাজনৈতিক তর্জা পেরিয়ে শেষমেশ ক্রিকেট। মাঠের বাইরের নাটক শেষ, এবার নাটক হোক বাইশ গজে।

স্মৃতির মিনার থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আঙিনা— সময় পালটালেও মায়ের ভাষার আবেগ ফুরিয়ে যায় না। আজকের যান্ত্রিক যুগেও অমর একুশের প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। এক ডজন কবিতার স্পন্দনে আমাদের প্রাণের ভাষাকে নতুন করে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা।

শব্দশিকড়

ঋণ
রণজিৎ দেব

সীমান্তরেখার পরে আরও কোনও সীমান্ত
আছে কিনা জানি না।
উপরের আকাশ মাথায় নিয়ে
চিলাপাতা বা ডুয়ার্স অরণ্যে গেলে জেনে যাই
গাছের পরে আছে গাছ, আছে পাহাড়
পাহাড় থেকে নেমে আসা প্রাণবন্ত ঝোরাটিও-
চোখ রেখে কথা বলে 'জেগে ওঠো'!

শুধু বাংলা নয়, জল-শব্দে অনেক ভাষা কথা বলে,
'জেগে ওঠো'

এ প্রান্তরে প্রতীক্ষার ভিড়ে নিভৃত যন্ত্রণায়
যে মানুষটি কথা বলে কোথায় সে-স্বর
যেন কৃপার বাতাস বইছে চারদিকে
ভাষাহীন মুখ শব্দহীন হয়ে যাই

ক্রমে ভাষা-স্বরে জেগে উঠছে প্রতিটি প্রান্তিক স্বর
স্বভাবসিদ্ধ জমিয়ে রাখা দেনা
এবার আমাদের শোধতে হবে-
ভারত সমাবেশে

মায়ের ঘাট
বিজয় দে

সেই এক পুরোনো কথা; তেপান্তরের বিস্তীর্ণ পাঠশালা
আর সেই পাঠশালায় আদিম খাগের কলমে লেখা মায়ের জন্মদিন
এবং জন্মদিনের বিপুল হাততালি থেকে সমগ্র কুয়াশা-পাঠক্রম

আমার একটি পাঠ ছিল সেই কুয়াশার ভেতরে কাঠকুড়োনিদের আত্মবিলাপ
আমার একটি পাঠ ছিল সেই কুয়াশার ভেতরে ক্রমশ ডুবে যাওয়া
আমার মায়ের চিৎকার
আমার একটি পাঠ ছিল কুয়াশার ভেতরে
পৃথিবীর সব মায়েদের হারিয়ে যাওয়া ভাষা

আর এই এক নতুন কথা ; সত্য প্রত্যহ
আমার প্রতিটি গ্রন্থের একই শিরোনাম
এবং গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠার শেষ লাইন পেরোতে-না পেরোতেই
'ওগো ভোর, ওগো সকাল, ওগো সুপ্রভাত
ওগো, সব প্রতিবেশীকে যেন মনে হয় এক একটি স্বপ্নপ্রপাত'

কিন্তু 'ওগো কুয়াশা' বলতেই দেখি সেই সুদূর ব্যাবিলনের মিলনপুকুরে
মায়ের এক ডুব
তারপর ডুবে ডুবে কুমোটুলির ঘাটে এসে মায়ের আরেক ডুব
এবার এই ঘাটে এসে মায়ের স্নান যেন সম্পূর্ণ হোলো। মানে ভাষাও সম্পূর্ণ
এবং এই ভাষা দিয়ে আমি জন্ম আমি জীবন আমার যতটুকু বাকি জীবন

ভাষা
সেবন্তী ঘোষ

টুকরো টুকরো শব্দকে যদি ভাষা বলো,
যা শিখতে যেতে হয় ইস্কুলে,
তা বুঝতে ঢের দেরি আছে আমাদের-
এইসব বলে,
এ পারের তরুণ নিম গাছ থেকে বুলবুলি
লাল পুচ্ছ দেখিয়ে পেরিয়ে গেল সীমানা -
ওপারের ঝুপসি নিম এপারের ঠাকুমা দিদিমা হয়,
এই চৌকির ওপরে কেউ ঘুমায় না,
পাহারা দেয় এবং নিমের দাঁতন অভ্যাস হয়ে যায়,
এদিকে লোটা নিয়ে বসলেও ভয় হয়!
এই বোধ হয় ইঞ্চি খানিক মাটি এদিক ওদিক হল,
গুলি ছুটে এল, চালান হয়ে গেল এপারে ওপারে!
হরিয়ানা পাঞ্জাব বিহার তামিলনাড়ু যে যার ভাষার পাশে
'আমি তোমাকে ভালোবাসি,
ক্যাচাল, ভাতার, শুড্ডার মতো শব্দ শিখে নিল,
পিঠে, পায়েস, সিন্নি, সত্যনারাণ, জল পড়া, বাবা ঠাকুর -
এসব মণ্ড নিয়ে জংলা ছাপ ব্যাগে তারপর-
ভারতবর্ষ বাঁধতে বসে গেল।

আ মরি সকল ভাষা
সমর রায়চৌধুরী

সকাল হতেই আমার বন্ধু দোয়েল, কাঠঠোকরা, ফিঙে, সব হাজির
এক নারকেল গাছের মগডালে বসা প্রাজ্ঞ চিলের ডাকে সাড়া দিয়ে
কথা আমাকে বলতেই হয় তার সাথে
দুই শালিক দম্পতি, এক বিবাহ বিচ্ছিন্না বেনে বউ
শিশুসহ এক টিয়া-মা কদম গাছের উপর স্কুল-বাসের অপেক্ষায়
এক নিঃসঙ্গ বক আনমনে ঘুরে বেড়ায় বন-বাদাড়ে
পথ চলতি ওদের সাথে টুকটাক কথা, কুশল ও বাক্য বিনিময়
দেখি ঘুঘু পাখি ও পায়রাদের ব্যস্ততা
বসন্তবউড়ি, কোকিল ও বুলবুলিদের নাচ গানের জলসা —
সারাক্ষণ বকরবকর, হইচই, কথার ঝিকিমিকি কোথাও না গিয়েও
ওদের নৃত্যকলা ও সুরলহরী, টপ্পা ও ঠুংরি নিয়ে এইতো বেশ, বেশ আছি
একে অপরের আশ্রয়ে, সুখে দুঃখে, আনন্দে বিষাদে; দেখা হয় আমাদের
আকাশের গাছে ও পৃথিবীর পথে ঘাটে: উড়ে উড়ে প্রায়ই
আড্ডায়, নিঃসংকোচে যে যার ভাষায় কথা বলি অনর্গল —
স্ফূর্তি যেন আর ধরে না!
মুখের ভাষা না বুঝলেও আমরা সকলেই
আমাদের চোখের ভাষা, মনের ভাষা ও শরীরী ভাষ্য বুঝতে সক্ষম
এমনকি হাতুড়ির ভাষা, করাতের ভাষা, তাঁত-কলের ভাষা,
লাঙলের ভাষা, দোতারার ভাষা এবং চন্দ্র-সূর্যের ভাষা ছাড়াও
স্পর্শ আর নীরবতারও ....

মায়ের ভাষা
বেণু সরকার

এক খণ্ড নদী এই সকালে এসে পাড়ায় ঢুকে পড়লো। কলকল করছে অনেক মাছ। পেছন পেছন এক টুকরো সবজিখেত এসে ঢুকলো। লোকজন জমা হলো মাছ সবজি দেখবে আর কিনবে বলে। পল্টুদা সকালের কাগজ দিয়ে গেল গ্রিলের ভেতর। দৃশ্যপটের রং সবার পছন্দের। আবেগ মেশানো খেজুরের রস। এই সকালে সবাই চৌকাঠের ভেতরের ভাষায় কথা বলছি আমরা। প্রাণের ভাষায় মাছ দেখছি সবজিতে আলো ফেলছি আর কাগজের খবরে মন রাখছি। আমরা যুদ্ধ ভালোবাসি না। অস্ত্র চিনি না। মায়ের ভাষায় কথা বলি। এই ভাষায় বাজারে পাওনাগন্ডা মেটাই। হোলি পুজো দীপাবলি নতুন বছর রসালো ভাষায় মেতে উঠি। মানত প্রার্থনা সব মায়ের ভাষায়। দেখতে পাই যার যত মায়ের ভাষা সবাই যেন সেই ভাষাতেই ভালোবাসে, সেই ভাষা যেন হারিয়ে না যায়, সেই ভাষাতে ঝগড়াঝাঁটি, মধুর কথা, ভাবের ভাষাই প্রাণের ভাষা। মগজ আলো ফেললে প্রাণের ভাষাই কথা বলে, বেঁচে থাকুক মায়ের ভাষা।।

ছবিদের আলো কথা
মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

সবুজ কালিটা ফুরিয়ে গেলে কেমন নিঃসঙ্গ হই..
বেগুনি রঙে মাস্টারমশাইয়ের লেখার সংশোধন
আর কাটাকুটি মনে পড়ে। ঠিক একইভাবে
নিরন্তর ছাত্রীদের খাতায় ঐসব লেখা.. ঠিক যেমন
শিখেছিলাম, হাতের লেখাই এক একটি পৃষ্ঠায় 'মুখ'
ওদের। বাংলার ভাষা লিপি তৈরি করতে করতে একদিন পাখি হয়ে যায় ওরা। বুকের ভিতর যে ঘর
খোলা রেখেছি লালচে পৃষ্ঠায় সেখানে
মদনমোহন তর্কালঙ্কার। নীলচে গায়ের উপর
মেঘের মালায় 'সহজ পাঠে'র হলদে রঙে
সজনে ফুল হাওয়ায় দোলে, আমি আমরা
বিশেষ দিনে.. সেটা 'মঙ্গলবার' হবেই.. পাড়ায়
জঙ্গল পরিষ্কারে মেতে উঠেছি। জঞ্জাল অবিরত
জমে চলেছে। সূর্যের লাল রঙ মুখে এসে পড়লেই
ঠাকুমার অষ্টোত্তর শত নাম শুনি, শুনতেই থাকি,

আগাছা এপাশ ওপাশের ফাটলের কিংবা ইমারতের
ছুঁড়ে ফেলা 'আত্ম অহং' জমতেই থাকে, কত যে মঙ্গলবার চলে যায়...

ষোলোর পাতায়
- রিমি দে
- উত্তম চৌধুরী
- মনোনীতা চক্রবর্তী
- মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া
- পাপড়ি গুহ নিয়োগী
- শুভেন্দু পাল

ভাসাভাসা ভাষাপাখি
রিমি দে

এসো, মৃদু হাসো পালকের পরম ওম জাগাও
আলতো নরমে নিজেকে ভাসিয়ে রেখে
শেষমেশ শূন্য দিয়েই যোগফল আঁকো

শূন্য এক অন্তহীন গ্রহপথ, যে পথে
ফুরিয়ে যাবার পরও পড়ে থাকা
নদী ও নুড়ি সঙ্গী করে পথিকের চলাচল
গোলাভরা ধান দিঘিভরা টলটলে জল
হাতী শালে হাতী গোলাপবাগান

নাকানিচুবানির পর দু'মুঠোয় যা কিছু ভেসে ওঠে
তার দ্যুতি নিয়ে নিঃশব্দ হেঁটে চলে পথিক প্রবর
ছলকে ওঠাও চিনে নেয় চিনচিনে ব্যথার আবাস
যে বাসায় নীড়ের মতন নীরব কাকলি নড়েচড়ে
যে ভাষায় সম্পর্ক এক নির্ভার কুলুস্বর
তা সে ফাগুন কিংবা মরূ যে যাই বলুক
প্রতিটি পলকে যেন
প্রতিটি স্তবকে যেন যাদুর আভাস

শব্দের ভেতরে কুহুডাক, হর্ষ ও নিষাদ
ভাষাপাখি পালক ছড়াও অসীম পাতায়
আমি তার নীচে আজীবন কুবোপাখি হই..

ক্রমাগত
উত্তম চৌধুরী

বরং দ্যাখো যে এক গোলাপ একুশের
তোমার চোখের ওপর নেমে আসছে ধীরে ধীরে
আর বর্ণমালায় ডুবে যাচ্ছো তুমি।
বরং শোনো যে এক সোনালি মুখের কথা
কানের পর্দায় বেজে উঠছে সারাক্ষণ
আর অনর্গল হাসি মাখছো তুমি।
বরং বোঝো যে এক মাতৃভাষার ছায়া
তোমার লম্বা রঙিন পথে হেঁটে চলছে সময় বাজিয়ে
আর ক্রমাগত দীর্ঘ হচ্ছো তুমি।

ভাষাশৃঙ্গার
মনোনীতা চক্রবর্তী

নদী পাশ ফিরলে
জলের শিসে যে-আদর কথামুখে রেখে যায় অকথিত মায়া ও তৃষ্ণা; যে - উত্তাপ অনির্ধারিত, অথচ তীব্র;
সেখানেই খুলে যায় বেণী অকারণ!
হরফে লেগে আজও মায়াভরা পথ;
নিখুঁত ইশারা স্বেচ্ছামৃত্যুর পথ বেছে নেয়।
ক্ষণকালের আয়ু নিয়ে সে;
অভিমানের কোনো ব্যাকরণ হয় না।
ফসলের বিছানায় কেবল
পাশাপাশি শুয়ে থাকা; মুখোমুখি নয়।
সে-রকম কি কিছু কথা ছিল আদৌ,
যে-কথার পর কথারা কথা হারায়!
এভাবে আর কবে, কীভাবে আমার সবটুকু আদরে তোমায় সাজিয়ে তুলবো, প্রিয়?

নদী মাতৃক
মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া

কথারা কি নদীমাতৃক?
সমুদ্র মুখ খুঁজে বয়ে যেত দুধারেই ধ্বনি ঝিকমিক
দুহাতে লেগেছে নাম শিমুলের রঙে
কথারা কি বয়ে যাচ্ছে আজো সেই স্রোতের ঢঙে?
রং নয় রঙে এত উত্তাপ নেই
কাদের সে নামগুলি মাটিতে জ্বলছে
আজো আগুন হয়েই
এখন বন্ধ দোর আলাদা দুপার
আমাদের ভাষাপথ জুড়ে কাঁটাতার
মুখোমুখি যুযুধান ধর্ম দোহাই
সুতোয় বাঁধা জিভ অক্ষর ছিঁড়ে ছিঁড়ে ধর্ম রটাই
শুধু একুশের ঘুম ভাঙা ভোরে
ভুলে যাব একেবারে ভেবেও
বোবা স্মৃতিদের মনে পড়ে
ফুল কুড়োনোর ছলে নিরুপায় তাই
কুড়িয়ে তুলেছি ঝরা নামগুলি আমরা সবাই
কথাদের আলপথ জুড়ে জুড়ে আবারও কি ওরা
রাজপথ হয়ে যাবে মৃত সেই দামাল ছেলেরা
বুকের বন্ধ দোর খুলে দিতে আবার আবার
পোড়ামাটি ফুল হয়ে ঝরে যাবে প্রত্যেক বার...

খাঁচা
পাপড়ি গুহ নিয়োগী

মায়ের শরীরে রঙিন মাছ এঁকে
ওরা চলে যাচ্ছে, কাচের বাক্সে
স্নানে মেতেছে খুচরো কিছু চরিত্র
কালো বেড়াল বসে আছে ওঁত পেতে
অনেকদিন ধরেই এসব
তবে ভিন্ন গল্পের প্রয়োজনে
ইদানিং অর্ধনগ্ন মা অন্ধকার গায়ে মেখে
খুঁটে খুঁটে খায় অসংখ্য কুহক!
হ্যাঙ্গারে ঝোলানো একুশ
এর পাশেই সারিবদ্ধ হিজিবিজি আলো
ক্রমশ হাতবদল হচ্ছে ফেব্রুয়ারি
মা দৌড়াচ্ছে, মুখের ভেতর যুদ্ধ এঁকে
এঁদো গলি
মৃত্যুহীন ফিসফিস
যোনির গান
মিছিলের মিউ মিউ
এবার বোবা চোখ হাঁটু মুড়ে
ঘরের দেয়ালে কাটাকুটি খেলে
মা ধীরে ধীরে বিন্দু হয়ে যায়
আন্দোলন চেয়ারে বসে হাসে

ভাষাঘর
শুভেন্দু পাল

মাঠে রোদ ঝুঁকে এল, আফজল-
এসো, এইবার হাত মুখ ধুই
শরীরে গড়িয়ে দিই ধারাজল
সারাদিন শুধু মাটি আর মাটি
চলো, এইবেলা জমি ছেড়ে উঠি
খোলো দেখি নাজুক পুঁটুলি তোমার
আফজল, এসো তবে খুলে দেখি
আমারও কলসমুখ, এই পবিত্র দুধ
কীভাবে ধানের পাঁজর থেকে খ'সে
মিঠেজল আর আগুনের টগবগ
ফেনাময় অক্লান্ত গুজব... পেরিয়ে
এলো এই মাঠপ্রান্তে, শেষ রোদে
দেখো আফজল, আমরা ফের
দুই উলঙ্গ শিশু, চাষবাস পড়ে থাক
এসো, দেখো- আমাদের ভাষাঘর
আজ পাঠিয়েছে সোনামুঠি চিঠি
কোমল রেখাব, কাঁচা হাতে লেখা-
-'অ'-এ অন্ন, 'আ'-এ আদর!

অণুগল্প

ক্যালেন্ডার
শমীক ঘোষ

শীতের মাঝামাঝি রাধাগোবিন্দ মন্দিরের পাশে পলাশ গাছের নীচে ভবঘুরে এক বৃদ্ধ ঠাঁই নিয়েছে। মন্দির কর্তৃপক্ষ, পাড়ার কিছু মাতব্বর আপত্তি জানালেও কিছু সহৃদয় ব্যক্তির উদার মানসিকতায় বৃদ্ধের ক্ষণস্থায়ী আশ্রয়স্থল হল পলাশ গাছের কোণে। এ বছরের শীত একটু বেশি। কয়েকদিন হিমেল হাওয়ায় কুয়াশার চাদরে ঢেকে রইল প্রকৃতি। সকালে চা, কফির ধোঁয়ায়, পিঠেপুলি, সুস্বাদু খাবারে শহর মজেছে, পলাশ গাছের নীচে বৃদ্ধকে দুই-একজন পুরোনো বস্ত্র দান করে গিয়েছেন, দিয়ে যান ঘরের অতিরিক্ত খাবার, প্লাস্টিকের ছাউনিতে ঠান্ডায় তার জবুথবু অবস্থা, নতুন বছরের আগমনে চারদিকে উৎসব, পিকনিকের রব, বেশ কয়েকদিন যাবৎ বৃদ্ধ পথচলতি সকলের কাছে পাড়ার বিভিন্ন দোকানে দাবি করছে দাদা, বাবা, মা একটা ক্যালেন্ডার হবে। সকলে ভাবে বুড়ো পাগল হয়েছে। জোগাড় হল ক্যালেন্ডার। ঝুলল পলাশের ডালে। শুষ্ক হাওয়ায় ঝরা পাতার সঙ্গে ক্যালেন্ডারের দিন ঝরে যায়। শীতের প্রায় শেষ। মৃদু উষ্ণতার ফেব্রুয়ারির এক সকালে পলাশ গাছের নীচে বেশ ভিড় ক্যালেন্ডারে। কয়েকটি তারিখে দাগ দেওয়া কিছু অস্পষ্ট লেখা- সবার পকেটে ফেরার টিকিট, মুক্তি, নতুন, গায়ের উপর পলাশ ফুল জড়িয়ে বহু ডাকে দেয়নি সাড়া। পলাশের ঘ্রাণ, গম্ভীর কোকিলের ডাক, দখিনা বাতাস ধুলো উড়িয়ে জানান দেয় বসন্ত এসে গিয়েছে ক্যালেন্ডারে। পথচারীরা মাঝে মাঝে নতুন দিনের নানা হিসাব করে, ক্যালেন্ডারে থেকে যায় বছরের অভিজ্ঞতা।

এবং সময়
শুভাশিস দাশ

মিছিলের প্রথম সারিতে আলপনাকে দেখে একটু অবাকই হয়েছিল অমিত। কলেজের ব্রিলিয়ান্ট মেয়ে বলে কথা। এসএসসি দিয়ে প্রথম টোপেই মাছ গেঁথেছিল আলপনা।

কিন্তু বিধি বাম তাই বছর ছয় যেতে যেতেই টালমাটাল হয়ে গেল শিক্ষা ব্যবস্থা। অনৈতিকভাবে চাকরি পাওয়াদের কোপে পড়ে সবার সঙ্গে আলপনার চাকরিটাও চলে গেল। তাই মিছিল আন্দোলন, আন্দোলন মিছিল।

অমিত অবশ্য আর একটা অবস্থানে, চাকরির ইন্টারভিউ হবার তাগিদ নিয়ে আন্দোলনের জায়গায়।

অমিত নিজেই এগিয়ে গিয়ে বলল কেমন আছ?

মিছিলের থেকে একটু সরে এসে বলল দেখছ তো।

তুমি?

পালটা প্রশ্ন করে আলপনা।

এখনও চাকরি পাইনি। পাব কি না কেউ জানে না। পথই এখন আমাদের ঠিকানা।

সময়টা এত দ্রুত খারাপ হয়ে গেল...

আলপনা বলল, আর তো উপায় নেই। ছয় মাসের বাচ্চা রেখে এসেছি সেই বর্ধমান থেকে।

অমিত ভাবছিল এই কি সেই আলপনা।

এমন সময় উন্নয়নের পাঁচালি শোনাতে শোনাতে একটি গাড়ি মিছিলের পাশ দিয়ে চলে গেল।

সাদা পোশাকের পুলিশ তখন প্রিজন ভ্যানে মানুষ তুলতে ব্যস্ত।

১৫০০ শব্দের মধ্যে গল্প এবং ১৫০ শব্দের মধ্যে অণুগল্প পাঠান। কবিতা পাঠাতে হলে ১৬ লাইনের মধ্যে পাঠাতে হবে। রম্যরচনা পাঠান ১০০০ শব্দের মধ্যে। ডক ফাইলে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : ubsrobbar@gmail.com

রসরঙ্গ

হার না মানা হার
অজিত ঘোষ

পদুবাবুর লাঠির ভয়ে জেনেছিলাম, 'হার' শব্দটির অর্থ পরাজয়। তিনি ছিলেন আমাদের লোকলস্করপুর হাইস্কুলের হেডমাস্টার। বেজায় রাগি ও রাশভারী। অকারণে স্কুলের সমস্ত ছাত্রদের সন্দেহের চোখে দেখতেন। হেসে কথা বলতেন বছরে দু'একবার। বাকিটা সময় মনে হত শোক পালন করছেন। আর তাপে শুকিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু যেদিন দেখলাম স্কুলের বাৎসরিক অনুষ্ঠানের মঞ্চে মাউথস্পিচ হাতে পেয়ে তিনি খনখনে গলায় গাইছেন, 'হার মানা হার পরাবো তোমার গলে...' সেদিনই জানলাম 'হার' শব্দের আর এক অর্থ অলংকার। একটু বিস্তারিত বললে, গলায় পরার হার। বিশেষ অর্থে সোনার হার। মহিলাদের গলায় শোভা পেলেও এক শ্রেণির পুরুষ উন্নতির চরম সীমা বোঝাতে সঞ্জয় দত্তের স্টাইলে মায়ের সামনে ঝুঁকে বলে, মা দেখ ষোলা তোলা কি হার। পিওর ডায়মন্ড। দেখ মা দেখ। তেরা বেটা লুটনা শিখ গেয়ি মা। সে পদুবাবু জীবনের ওঠানামায় উঁচু ডাল ধরতে ব্যর্থ হয়ে হাপুসনয়নে কেঁদেকেটে যার গলাতেই হার পরাতে ব্যর্থ হোক না কেন, আমি প্রথম অর্থটিকেই জীবনের উপসংহার ভেবেছি। যে কোনও মূল্যে হারের হার গলায় পরব না।

সেই মতো সতেরো ক্লাসে পড়াশোনার পাট শেষ করে দেখলাম চাকরির বাজার পাড়ার একমাত্র সুন্দরী চঞ্চলামতীর মতো। সবাই হামলে পড়ছে। কেউ সরস্বতীর মায়ের সঙ্গে তার তুলনা করছে, কেউ বা তার উঠোনের কার্পেট হতে চাইছে। বিষ্ণু তো বলেই ফেলল, ওর ঘরের ঝুলকালি মেখে সারাজীবন ব্যোম শিবশংকর হয়েই কাটিয়ে দেবে। শেষে কেউ হাতে না পেয়ে, একত্রিত হয়ে রম্ভামূর্তির পাদদেশে প্ল্যাকার্ড হাতে চিৎকার করছে, চলছে না, চলবে না। ধুর, আমি এই পথে হাঁটবই না। ব্ল্যাকে টিকিট বিক্রি করব। কিন্তু মুশকিল একটি সিনেমা হলও টিকে নেই। ওটিটি আর ইউটিউবের দৌলতে। তাতে কী হল, হার আমি মানবই না। একবার না পারিলে শতবার চেষ্টার অপশন থাকলেও একবার হার-ই কিন্তু হার। কারণ জীবন মানে এখন (পড়ুন একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের নাম)– বাংলা। সব জীবন মারাত্মক জেদের প্রতীক রবার্ট ব্রুস নয় যে সাতবারের চেষ্টায় যুদ্ধ জয় করবে। তাও আবার একটি মাকড়সার সাতবারের চেষ্টায় জাল বোনা দেখে! হাতে এত সময় কোথায়?

তাই বলে হারের মালা! না, পরব না। সতেরো ক্লাস অবধি পড়াশোনার তো একটা প্রেস্টিজ আছে। অনেক ভেবে আর দূর দূর অন্ত আত্মীয়দের অনুপ্রেরণায় চপের দোকান খুললাম। নাম দিলাম, 'চাপাচাপি চপের দোকান।' ভেবেছিলাম, এতদ অঞ্চলের প্রথম শিক্ষিত চপের দোকানে লাইন পড়বেই। ভিড়ে ঠাসাঠাসি না হোক, চাপাচাপি হবেই। কিন্তু হল না। চপ ঠান্ডা হতে শুরু করল। একদিন দেখছি সেই চপ খেতেই চঞ্চলামতীর আগমন। চপ খেল দুটো। গল্প করল দু'ঘণ্টা। দু'দিন পরে পাড়াতে আরেকটি চপের দোকান খুলে গেল। 'চঞ্চলা নয় চপ' সেই ভিড়। আমিও গেলাম। লাইনে পাত্তা পেলাম না। চপ পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই চপের স্টক খতম। সেদিন রাতে আর কিছু খেলাম না। একরাতের অনশন। বুদ্ধি খোলে। খুললও। বুঝলাম, দু'ঘণ্টার আলোচনায় বিগলিত হয়ে চপের রেসিপিটা বলে দিয়েছিলাম। চঞ্চলার চরিত্রে হামলে পড়া আশিকরাই যে ওর চপ চাখতে খদ্দেরের লাইনে ভবিষ্যতের তোয়াক্কা না করেই দাঁড়াবে, ঘুণাক্ষরেও বুঝিনি। নতুন করে বুঝলাম, নারী এক পুরুষকেই একাধিক কাজে লাগায়।

সে লাগাক গে। আমি হার মানব না। অনেককে পরমর্শ দিয়েও তো টাকা কামানো যেতে পারে। সেই চেষ্টায় এদিক-ওদিক ঘুরতে শুরু করলাম। সেদিন ছানাদা এসে বলল, খুব বিপদে পড়েছি রে। একটা সাহায্য করতে পারবি। সাহায্য তো পরামর্শেরই ঘরজামাই। যা বলব তাই শুনবে। বললাম, 'কেন পারব না!' দু'দিন পরের রাতে পুলিশ এল বাড়িতে। আমি তখন কী যেন করছি। সোজা বুকের কাছে বন্দুক ধরার মতো লাঠির আগা ধরে লিকলিকে আইসি বললেন, 'মিতালি কোথায়?' মটা প্রথম শুনলাম। আনকমন প্রশ্নের মতো মনে মনে উত্তর খুঁজছি দেখে তিনি ধমক দিলেন, 'জানো না ঘুঘু? দু'দিন ধরে সমানে চ্যাট করে যাচ্ছ। এখন চুপ করে আছ! ভাদ্দরের ভদ্দরলোক। চলো সোনা থানায় চলো। পেছনে দু'ঘা পড়লেই মিতালি ভজন গাইবে।

থানা থেকে দু'দিন পরে ফিরে দেখি ছানাদা মিতালিকে সঙ্গে এনে বাড়িতে মিষ্টির ছড়াছড়ি করে দিল। কৃতাঞ্জলি ভঙ্গিতে বলল, 'তোর জন্যই সম্ভব হল রে। তোর ফোন নম্বরটাকে কাজে না লাগালে এ জীবনে মিতালিকে পেতাম না। ওর বাবা যা ঘোড়েল মানুষ। ভালো থাকিস।' ওদের ভালো হোক— ভাবতে ভাবতে ভালোই ছিলাম। বাদ সাধল 'বিশ্বাসী লোক চাই'-এর বিজ্ঞাপন। গেলাম একদিন। দেখি সব অমায়িক মুখের লোকজন বসে আছেন। কী আতিথেয়তা! যেন বন্দে ভারতে সফর করছি। ট্রেন কোথায় ছুটছে, ছুটুক। প্রহরে প্রহরে, স্যর ভেজ না ননভেজ? স্যর চিলি না মিলি? আপনার স্বাস্থ্যসেবায় আমরা নিয়োজিত স্যর। লজ্জা পাবেন না, আমাদের হতাশ করবেন না।

করলামও না। মাথার টুপি থেকে পায়ের মোজা, মানিব্যাগ থেকে মার্কেটিংয়ের প্ল্যান সবকিছু বনবাসে প্রস্তুত রামের মতো ওদের টেবিলে রেখে বাড়ি ফিরলাম। বিশ্বাসী মানুষ হওয়ার পরীক্ষায় পাশ করলাম কি না জানতে পরের দিন গিয়ে দেখি কোম্পানি ফুড়ুত। ভাড়া বাড়ির দরজায় তালা। আমার মতো অনেকেই বিশ্বাসী হওয়ার পরীক্ষায় ডাহা ফেল মেরে চুপসে চুপ। বুকে গীতার জায়গায় নাজের বিশ্বাসী হাত রেখে, অল ইজ ওয়েল, অল ইজ ওয়েল— বলে নিজেকেই সান্ত্বনা দিতে দিতে নিজেকেই বললাম, 'হারের মালা আমি পরব না।' 'অবিশ্বাসীদের সন্ধান চাই' প্ল্যাকার্ড হাতে তালা মারা অফিসের সামনে বসলাম। ফেল্টুসদের দু'-একজন সঙ্গও দিল। ফল হল না কিছুই।

বিশ্বাসের মতো সন্দেহও বিষম বস্তু। একবার জন্মালে রক্তবীজের মতো বাড়ে বই কমে না। তেমনই ঘটল। সুজাতা পায়েস খাওয়াবে বলেছিল। শুরুতেই আমার সন্দেহ ছিল। এই সুজাতাটি কে? প্রশ্ন উচ্চারণের আগে দু'চারটে কথা বলে নিই সুজাতা সম্পর্কে। আমাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক ছিল। 'ছিল' বলছি এই কারণে যে, ওঠানামার বাজারে সোনার দাম একই আছে কি নেই, গ্রাহক-ক্রেতা দুজনেই যেমন জানেন না তেমনই এখন সেই সম্পর্ক আছে কি নেই, আমরা দুজনেই জানি না।

সে তো অনেক কিছুই অজানা থাকে জীবনে তাই বলে কি জীবন থমকে থাকে! ক'দিন আগে পুরোনো মাশানতলার বুড়ো মাশানের থানের কাছে দেখা হল। হাসতে চেষ্টা করেও চেপে গেলাম। ও বুঝে বলল, 'বাবুর দেখছি এখনও অভিমান কমেনি। আমি কত জায়গায় খুঁজে খুঁজে হয়রান হলাম। যাক সেসব কথা। আমার খুব শখ তোমায় পায়েস খাওয়াব।' পায়েস আর পোলাওয়ের প্রতি আজন্ম টান থেকে পুরোনো সবকিছু ভুলে বললাম, 'বেশ তো। একদিন খাওয়ালেই হল। এ আর এমন কী শখ।' মনে মনে বললাম, এবার আমার বুদ্ধজন্ম কে আটকাবে? হাতে পেতেই প্রথমে হার শব্দটাই জীবন থেকে মুছে ফেলব। সেই বুঝে পরের দিন ঠিক সে সময়েই গিয়ে দেখি, নতুন পাটভাঙা শাড়ি পরে সুজাতা অপেক্ষা করছে। হাতে পায়েসের বাটি।

হাত বদল হতেই শিবের বিষপান করার মতো একচুমুকে পায়েস শেষ করে বাটি ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, 'আজ তাহলে চলি।' 'চলি বললেই চলা যায়। কিছু ছবি তুলব তোমার। বাটি হাতে দাঁড়াও।' দাঁড়ালাম। মুখে প্রশান্তির ছাপ ঢেলে ছবিও দিলাম। মাসখানেক পরে লোকাল চ্যানেলের একটি সাক্ষাৎকারে 'মা সুজাতাশ্বরীর' সাক্ষাৎকার চোখে পড়ল। সুজাতা বলছে, নিমতলা বাসস্ট্যান্ডে আমার চেম্বারে আসুন। মনে পাপ নিয়ে আসবেন না। পাপকে আমি ঘেন্না করি। তবে এ জন্মের পাপ যেমন পরের জন্মে কাটে। তেমনই পূর্বজন্মের পাপ আমি কাটিয়ে দিতে পারি এজন্মে। ভাবছেন কী করে
সম্ভব? সম্ভব আমার হাতের পায়েসে। যে একবার খেয়েছে তার পূর্বজন্মের সমস্ত পাপ কেটে এ জন্ম পাথর বসানো মেঝের মতো মসৃণ হয়েছে। বিশ্বাস না হলে ছবিগুলো দেখুন।' দেখি আমার ছবিগুলোই দেখানো হচ্ছে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে। আশ্চর্য হলাম এই দেখে যে, এডিট করে অভয়দায়িনী মূর্তিতে সামনে দাঁড়িয়ে সুজাতা আমায়
অভয় দান করছে। আমাকে নির্দেশ দিচ্ছে সমস্ত পায়েস এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেলতে। ওর মাথায় দেবতাদের মুকুট। কপাল থেকে ঠিকরে পড়ছে আলো। দু'পাশে দুটো হৃষ্টপুষ্ট ষাঁড়। দেবীর বাহন না বডিগার্ড ঠিক
বুঝলাম না।

মনে পড়ল পদুবাবুর মুখ। কী করুণ কঠিন! নিশ্চিত জীবনে এমন সব পরিস্থিতির শিকার হতে হতেই তিনি খনখনে গলায় চেষ্টা করেছিলেন, 'হার মানা হার পরাবো তোমার গলে...।' মনে মনে প্রণাম ঠুকে বললাম, অপদার্থগুণে ক্ষমা করবেন স্যর। শক্তি দেবেন যেন আপনার, 'হার মানা হার...' গানের কলিতে, 'না' জুড়ে রাখতে আমি সারাজীবন আন্দোলন করে যেতে পারি।

তুলাইপাঞ্জি

ছোটগল্প

সাগরিকা রায়

মাথাভাঙ্গা থেকে মাদারিহাট পর্যন্ত আসতে নেহাত কম সময় লাগল না। কঙ্কাবতী বেনারসি আর লাল ওড়নার আড়াল থেকে বোঝার চেষ্টা করল, ওরা মাদারিহাট পৌঁছে গেছে কি না। সেই বেলা তিনটের সময় রওনা হওয়া! নতুন বরের সঙ্গে গাড়িতে উঠছে যখন, তখনও ভাবেনি এত দূরে ওকে আসতে হবে বাড়ি ছেড়ে। কনকাঞ্জলির সময় মা যখন চালগুলো নিচ্ছে কঙ্কাবতীর হাত থেকে, তখন বুড়িপিসিমা বলে উঠেছে, ‘কালো নুনিয়ার চালগুলো ফেলিস না। ভালো করে ধর আঁচলে। এই চাল নষ্ট করা যায় নাকি?’

কঙ্কাবতী কালো নুনিয়ার চালগুলো সাবধানে মায়ের আঁচলে ফেলছিল, যাতে একটা চালও নষ্ট না হয়। এই চাল দিয়ে মা হয়তো ফেনা ভাত বা খিচুড়ি করবে। সেদিন কঙ্কাবতী খাবে না। ও তো তখন শ্বশুরবাড়িতে।

খুব রোদ আজ। শীতের দুপুর রোদে ঝলসে যাচ্ছে। কঙ্কাবতী কোমরে গুঁজে রাখা ছোট্ট রুমালটা হাতে নিয়ে মুখ মুছল। বাসটা এখানে এতটা সময় দাঁড়িয়ে আছে কেন? এটা কোন জায়গা?

বরযাত্রীদের বেশ কয়েকজন রাতে থেকে গিয়েছিলেন। তাঁরা সঙ্গে আছেন। বর তাঁদের সঙ্গে কী এক গোপন আলোচনায় মেতে আছে। ড্রাইভার স্টিয়ারিংয়ের ওপরে মাথা রেখে ঘুম দিচ্ছে। কঙ্কাবতীর সঙ্গে আছে ওর বোন ইধিকা। সে ক্লাস নাইনের ছাত্রী। ইদানীং সিনেমা, নায়ক, নায়িকা নিয়ে বেশ জ্ঞানী হয়ে উঠেছে। ইধিকা কঙ্কাবতীর কানে কানে বলল, ‘জামাইবাবুকে একদম হিরোর মতো লাগছে। আর একটু লম্বা হলেই...!’

কঙ্কাবতী চোখ তুলে সাবধানে ওর নায়ককে দেখার চেষ্টা করল। লাভ ম্যারেজ নয়। লোকটা দেখতে এসেছিল যেদিন, সেদিন জ্বর ছিল কঙ্কাবতীর। ভালো করে লোকটাকে দেখাও হয়নি ওর। ছবি দেখেছে। তাতে কোনো নায়কের সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পায়নি। তবে ইধিকা যখন পেয়েছে, তখন হতেও পারে। ওর এসব দিকে খুব জ্ঞান।

বাবা বলে, ‘চেহারা দেইখা জল খাইও না। হাত দুইখান শক্তপোক্ত কি না, মাথায় বুদ্ধি আছে কি না, সেইটাই আসল!’

কেউ একজন বাস থেকে দ্রুত নেমে যেতে যেতে বলল, ‘দেরি করা ঠিক হবে না। নতুন বৌয়ের গায়ে গয়না আছে। নির্জন রাস্তা এরপরে। সাবধান থাকাই ভালো। তাড়াতাড়ি রওনা হয়ে যাও সব।’

কেউ একজন খিটখিট করে উঠল, ‘নতুন বৌয়ের গায়ের গয়না নতুন বৌকে বাঁচাতে বলো। বুদ্ধি থাকলে সে সম্পত্তি রক্ষা করবে। এই সময়েই বুদ্ধির পরীক্ষা হয়ে যাক। কী বলো পল্লবদা?’

সম্ভবত পল্লবদা নামের লোকটা হে হে হেসে বলল, ‘আরে শোভন, দুটোদিন সময় নাও। এখনই বুদ্ধির পরীক্ষা নিতে চাইছ?’

কঙ্কাবতী মাথা নীচু করে কান খাড়া করে থেকে বুঝে নিল, বরটি কঙ্কাবতীর বুদ্ধির পরীক্ষার কথা বলছে! কঙ্কাবতী নিজেই কি জানে ওর বুদ্ধি আছে কি নেই? বাবা বলে, ‘আমার বড় মেয়ে বড়ই আলুনি। বুদ্ধিতে লবণ নাই।’ বুদ্ধিতে লবণ থাকে কীভাবে, জানে না কঙ্কাবতী। তবে, দাঁতের মাজনের বিজ্ঞাপনে পেস্টে লবণ থাকার কথা বলে। সেই রকমই কি বুদ্ধিতে লবণ থাকে? তাতেই স্মার্ট হয় মানুষ? কঙ্কাবতী স্মার্ট নয়? সাদাসিধে মেয়ে। এটাই ওর সম্পর্কে বলে সবাই। ঝন্টু কাকিমা বলে, ‘বড় মেয়ের তুলনায় ছোটটি চালাক বেশি।’

তাহলে, চালাক হলেই বুদ্ধিতে লবণ মেশে?

মনটা খারাপ হতে শুরু করেছে। কেমন সব কিছু অচেনা, অজানা! এর সঙ্গে বরটিও হেডস্যারের মতো পরীক্ষা নিতে চাইলে কঙ্কাবতী যাবে কোথায়? বিয়ের সময় যখন সিঁদুরদান হয়ে গেল, বড় বৌদি বলল, ‘এখন এই তোমার সবচেয়ে আপন লোক!’ তা সেই আপনেরই এমন চরম পরের মতো ব্যবহার!

বরযাত্রীদের সকলেই প্রায় নেমে গেছে বাস থেকে। নীচে নেমে কী এত কথা হচ্ছে, বুঝতে পারছে না কঙ্কাবতী। খুব টায়ার্ড লাগছে ওর। তেষ্টাও পাচ্ছে। কী রোদ আজ!

ইধিকা নেমে গেছিল বাস থেকে। উঠে এসে বলল, ‘খবর এনেছি রে।’

-কী খবর? বাসের চাকা পাংচার নাকি?

-না, না। ওসব নয়। বাসের চাকা পাংচার হলে কিন্তু তোকে বরের বাড়ি থেকে অপয়া বলা হবে। সুতরাং সেসব উচ্চারণ করিস না। আমি শুনলাম, কাল তোর বৌভাত। এখানে আজ খুব বড় হাট বসে। সেখান থেকে সবজি ইত্যাদি বাজার করে নেওয়া হবে বলেই না জামাইবাবু এখানে বাস থামিয়েছে!

শুনে তো কঙ্কাবতী হাঁ। কী বুদ্ধি লোকটার! দাম কম বলে এখান থেকে বাজার করে নেবে? বেশ তো!

কিছুক্ষণের মধ্যেই যখন রাশি রাশি সবজি উঠতে লাগল বাসে, তখন কঙ্কাবতী মুগ্ধ হয়ে আছে শোভন নামের বরটির প্রতি। ঘোমটার আড়াল থেকে দেখল, বড় একটা আলুর বস্তা নিজে টেনে বাসে ওঠাচ্ছে নতুন বর!

(২)

জটেশ্বরে কিছু বরযাত্রী নেমে গেল। বাস এখন প্রায় ফাঁকা। কেবল বরকর্তা মানে বরের বাবা, কাকা আর এক কাকিমা ছাড়া বাসে এখন বরযাত্রীদের কেউ নেই। স্টপেজ আসতে আসতে যে যার বাড়িতে নেমে গেছে। নইলে মাদারিহাটে গিয়ে ফের ফিরে আসা, অযথা জার্নির কোনো অর্থ হয় না। শোভন এগুলো ভালোই বোঝে। হিসেবে বেশ দড়।

ড্রাইভার জেগে ওঠে, ‘তাহলে? স্টার্ট দিই কাকা?’ বলাতে বস্তার গাদা সামলে নিতে নিতে বরবাবাজি বলে ওঠে, ‘একটু ওয়েট করতে হবে। কিছু মাল বাসের ছাদে গেছে। সেসব ঠিকঠাক গেল কি না, একবার দেখে আসি।’ বলেই তরতর করে বাস থেকে নেমে গিয়ে সম্ভবত বাসের ছাদ চেক করতে গেল।

কঙ্কাবতী শুনতে পাচ্ছে বর কারও সঙ্গে ফোনে কথা বলছে। কথা বলতে বলতে বাসে উঠে এসেছে, ‘বাবা, কিছু প্যাসেঞ্জার বাস দেখে উঠতে চাইছে। কী করি? তুলে নিই’

বরের বাবা একটু ভাবেন, ‘তুলে নিবি? তা নে! এইসময় কিছু ইনকাম হয়ে যাবে।’

মানে? কঙ্কাবতী বুঝল না, দুটো যাত্রীকে বাসে তোলা মানে ইনকাম হয়ে যাবে? তার মানে, লোকদুটোর কাছ থেকে ভাড়া নেবে এরা? সত্যি? এরকম হয়?

হয় কি না ভেবে ওঠার আগেই কঙ্কাবতী দেখে বাসের দরজায় দাঁড়িয়ে শোভন নামের নতুন বর দুম দুম করে দরজা পিটাচ্ছে আর মুখে চিৎকার করে বলছে, ‘মাদারিহাট! মাদারিহাট!’

টোটাল প্যাসেঞ্জার হলো সাতজন। খানিক পরে সাত হয়ে গেল এগারো। ড্রাইভার ভারী অবাক হয়ে বলল, ‘এবারে যাই কাকা?’

বরের বাবা তৃপ্ত মুখে বললেন, ‘যাও! আস্তেধীরে যাও।’

বাস চলতে শুরু করেছে, বরের কাকিমা ক্লান্ত গলায় বললেন, ‘নতুন বৌ, জল খাবে’

ইধিকা বলে ওঠে, ‘আমি খাইয়ে দিয়েছি কাইমা।’

কাকিমা হেসে হেসে বলেন, ‘বারবার নতুন বৌ বলে ডাকতে ভাল্লাগে না। হ্যাঁ গো, তোমার নামটা যেন কী? মানে বেশ বড় নাম। ভুলে যাই এট্টু পর পর!’

কঙ্কাবতী মুখ নীচু রেখেই বলে, ‘আমার নাম কঙ্কাবতী!’

‘তোমার নাকি বিউটি পার্লার আছে? মানে ছিল? সত্যি?’ কাকিমা বেশ আগ্রহ নিয়ে ঝুঁকে পড়েন কঙ্কাবতীর দিকে।

‘হ্যাঁ। আছে। মানে বোন এখন চালাবে! বাড়িতেই বিজনেসটা করতাম।’ কঙ্কাবতী বলে।

-ওমা! তাইলে তো খুব ভালো। আমাদের বাড়িতে একটা পার্লার খুললে আমরাও সাজগোজ করতে পারি। আমার দুই মেয়ে মাসে দুইবার ভ্রূ তুলতে যায়! বাড়িতেই যদি ব্যবস্থা থাকে, তাইলে তারা বাইরে যাবে ক্যান? আমিও ভ্রূ তুলব নতুন বৌ!

কঙ্কাবতী আড়চোখে নতুন বরকে দেখার চেষ্টা করে। উনি বা শ্বশুরবাড়ির লোকজন যদি চান, তাহলে আবার বিজনেস করে উঠতে পারবে কঙ্কাবতী। কিন্তু যদি না চান? মনে হয় না আপত্তি করবেন। যে প্রত্যেক পদক্ষেপে ইনকামের কথা ভাবে, সে কেন কোনও বিজনেস করাতে আপত্তি করবে?

ফোন বেজে উঠেছে। স্পিকারে দেওয়া আছে ফোন। শ্বশুরমশাই ফোন রিসিভ করেছেন। মাদারিহাট থেকে শাশুড়ি মা ফোন করেছেন। কঙ্কাবতী শুনতে পেল, জোরদার গলায় মহিলা বলছেন, ‘এত দেরি হচ্ছে কেন? সব ঠিক আছে তো?’

-হ্যাঁ গো। সব ঠিক আছে। রাস্তায় একটা বড় হাট বসে। সেখান থেকে কিছু সবজি তোলা হলো বাসে। কাল বৌভাত। সস্তায় সবজি নিয়ে যাচ্ছি।

-আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ বেশ। তা চালও আনছো তো?

‘চাল? সে কী? চাল তো আগেই কেনা আছে!’ শ্বশুরমশাইয়ের গলায় দ্বিধা টলমল করে। চাল নিয়ে একেবারেই ভাবেননি। সেটা কি ঠিক না ভুল?

-হ্যাঁ, চাল! ওখানে খুব ভালো সেই চালটা পাওয়া যায়। আমার মা আসছে রায়গঞ্জ থেকে। তুমি তো জানো, মা সেই চাল ছাড়া ভাত খায় না? সেই চাল আনো। অন্তত পঞ্চাশ কেজির একটা বস্তা চাই-ই চাই। নইলে বৌবরণ করব না, বলে দিলাম!

শ্বশুরমশাই শুধু নয়, নতুন বৌ পর্যন্ত কেঁপে উঠেছে এই হুমকি শুনে। শ্বশুরমশাই কিছু বলার আগেই বর বলে উঠল, ‘মা, কোন চালের কথা বলছ?’

ঝাঁঝ মিশিয়ে শাশুড়ি মা বলে ওঠেন, ‘আমার সব মনে থাকে? জানো না আমার মা কোন চাল খায়?’

‘কী সব্বোনাশ!’ বলে কাকিমা মাথায় হাত দেন, ‘দিদি যদি বৌবরণ না করে, তাইলে কে করবে বৌবরণ? শাশুড়িই তো করে, এটাই তো নিয়ম! নিয়ম ভাঙবে দিদি? সে কেমন কথা!’

শ্বশুরমশাই ফোন কেটে দিলেন, ‘এই যে, সক্কলে মনে করো আমার শাশুড়ি কোন চাল খান! এই ড্রাইভার, গাড়ি থামাও। হাটে ব্যাক করো। চাল না নিয়ে বাড়িতে ঢোকা যাবে না! খুব সমস্যা।’

বাস শুদ্ধ লোক হা-হুতাশ শুরু করে দিয়েছে। কেউ চেঁচিয়ে উঠেছে, ‘মনে পড়িছে। স্বর্ণ ধান তো?’

-আরে নাহ্।

তখন আরেকজন হাত তোলে, ‘আমি বলি? উত্তর সোনা ধান!’

-না।

-আমি বলি দাদা? দুধের সর?

-না।

-জিরাফুল? চিনিগুঁড়া? বাসমতী? জেসমিন? লক্ষ্মীভোগ? দুবরাজ?

শ্বশুরমশাই কেমন একরকম সুরে কথা বলেন, ‘আমার দুর্ভাগ্য! এই শাশুড়ি মা আমার জন্য কত করেন! নিজের ধানিজমির কতটা আমার নামেই রেখেছেন। সারাজীবন আমার যত্নআত্তি করেছেন। এখন দেখ, উনি আসবেন, অথচ তিনি কী চালের ভাত খান, আমার সেটাই মনে নেই! ছি ছি! মুখ দেখাবো কী করে?’

কাকিমা কান্নাকাটি শুরু করার আগের মুহূর্তে পৌঁছে গেছেন, ‘হ্যাঁ দাদা! একটা চালের নাম কারও মনে নেই? তাইলে বৌবরণ হবে না? দিদি যা বলে, তাই করে। বৌ থাকবে কোথায়?’

কঙ্কাবতীর পাশে বসে ইধিকা বলে, ‘দিদি, আমি নামটা বলে দিই?’

-তুই জানিস?

-জানি, জানি। আমাদের বাড়িতে রোজ হয়! তুই কনকাঞ্জলী দিলি যে চাল দিয়ে, সেটাই তো! কারও মনে পড়ছে না, আমি বলি?

কঙ্কাবতী কিছু বলে ওঠার আগে ইধিকা বলে ওঠে, ‘নুনিয়ার চাল মেসোমশাই। কালো নুনিয়া!’

শ্বশুরমশাই খানিকক্ষণ ইধিকার দিকে চেয়ে থেকে বলেন, ‘তুমি যে চেষ্টা করেছ মা, এটাই অনেক। কিন্তু আমার মনে আছে, নামটা কালো নুনিয়া না। অন্য একটা, কী যেন!’

কঙ্কাবতী সব শুনছে। কথা বললে এঁরা রাগ করবেন কি? নতুন বৌ কি এত লোকের মধ্যে কথা বলবে? মা বলে দিয়েছে, নতুন আত্মীয়, বেশি ফট ফট করো না যেন!

এক গাড়ি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মানুষের সামনে কঙ্কাবতীর কথা বলতে একটু লজ্জা করছিল। কিন্তু, না বললেও যে বিপদ। সারারাত বাইরে বসে থাকবে কী করে শীতের মধ্যে? কঙ্কাবতী উঠে দাঁড়ায়। একটু নরম অস্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করে, ‘তুলাইপাঞ্জি চাল?’

বাসশুদ্ধ লোক একদৃষ্টে নতুন বৌয়ের দিকে চেয়ে আছে। শ্বশুরমশাই বলে ওঠেন, ‘তুলাইপাঞ্জি! তুলাইপাঞ্জি! বাস থামাও ড্রাইভার। ব্যাক করো। এই হাটে পাওয়া যাবে, আমি জানি!’

বাস ফের হাটের কাছের রাস্তায় চলে এল। পঞ্চাশ কেজি চাল পাওয়া গেল না ভাঙা হাটে। পঁচিশ কেজি চাল নিয়ে বাস যখন মাদারিহাটের দিকে রওনা হলো, বেলা পড়ে এসেছে।

বৌবরণের সময় রোগাপাতলা শাশুড়ি নাকছাবিতে ঝিলিক দিয়ে বললেন, ‘চালের নাম নাকি তুমি মনে করাই দিছ? তোমারে বরণ করব বইলা সেই থিকা বইসা আছি। আসো তোমার ঘরে নতুন বৌ।’

-ওর নাম কী? ওরে নাম ধরে ডাকো। কতবার আর নতুন বৌ বলবে তুমি?

শাশুড়ি মিষ্টি খাওয়াতে খাওয়াতে বলেন, ‘তোমার নাম কী?’

-কঙ্কাবতী!

-অনেক বড় নাম। ছোট কোনো নাম নাই?

-আছে। তুলসী। আমার মা আমাকে তুলাই বলে ডাকে। তুলাইপাঞ্জি! তাই তো আমার চালের নাম মনে আছে!

বধূবরণ হচ্ছে। গোছানো সংসারে পা রাখে তুলাইপাঞ্জি।

-এআই

হিমাদ্রির নির্জনযাত্রা

ছোটগল্প

সুদীপ্তা সরকার

বাতাসে শীত-শীত ভাবটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। সন্ধের পর একটা শিরশিরানি শরীরজুড়ে। অবশ্য সময়টা হিসেব করলে এই সময় শীত আসারই কথা। আবহাওয়া অফিসের রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণেই শীতের কিঞ্চিৎ বিলম্ব, ফলত গরম এবং বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি এবার হেমন্তের আমেজ সেভাবে উপভোগ করতে দেয়নি। হিমাদ্রি হিসেব করে দেখল ছোটবেলায় এমন সময়ে হিম পড়ত। ভোর-ভোর ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটলে পা ভিজে যেত। আজকাল সবকিছুই পালটে গিয়েছে। প্রকৃতি বড়ই কৃপণ যে এখন, নাকি সব একইরকম আছে একই নিয়মে চলছে, ওর চোখেই ধরা দেয় না শুধু। যা হোক সকালের এই তাজা বাতাস বুকভরে নিতে নিতে হিমাদ্রি শহর লাগোয়া জঙ্গলটাতে হারিয়ে যেতে চাইল কিছুটা সময়ের জন্য। গভীর নিস্তব্ধতা ভেদ করে হালকা হাওয়ায় পাতা কাঁপার শব্দ, পায়ের নীচে শুকনো পাতার খসখস, পাখিদের কাকলি- সবমিলিয়ে এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি। এসবের টানেই হিমাদ্রি ফি রবিবার কাকভোরে এই জঙ্গলে চলে আসে। গাছেদের সঙ্গে গল্প জমায়। নিজের মধ্যে চেপে রাখা রাগ, ক্ষোভ, অভিমান উজাড় করে সখ্যে বেঁধে ফেলে গাছেদের। ওদের মতো বন্ধু কে-ই বা হতে পারে? শিমুল, জারুল, শাল গাছদের নতুন নামকরণ করেছে সে। সেই নামেই ডাক, খোঁজ, কথোপকথন চলে। তারপর বেলা বাড়লে বহুলোকের আনাগোনা শুরু হয় এ অঞ্চলে। হিমাদ্রি এমনিতেই শোরগোল পছন্দ করে না, তাই ভিড় বাড়তেই পালিয়ে আসে নিজের আস্তানায়। মাঝেমাঝে এই জঙ্গলেই দেখা হয়ে যায় কিছু অদ্ভুত মানুষের সঙ্গে। তারা হিমাদ্রির মতোই ব্যতিক্রমী।

সুরেশদা, উৎপল, দামু সকলেরই নিজের নিজের দুঃখ আছে। যে দুঃখ নিয়ে তারা আপন করেছে হিমাদ্রিকে। এই জঙ্গলের কক্ষপথে কখনো-কখনো দেখা হয়ে যায় ওদের সঙ্গে। বেশিরভাগ সময়ই শুধু কুশলবিনিময়, কদাচিৎ দীর্ঘক্ষণ কেটে যায় আত্মকথনে। সুরেশদা একফালি জমিতে চাষাবাদ করে, উৎপল একটা গ্রিলের কারখানায় কাজ করে আর দামু ঢাক বাজায়। এদের সবার জীবনটাই এক-একটা আখ্যান ঠিক হিমাদ্রির মতো। হিমাদ্রি সবচাইতে পছন্দ করে দামুকে, ভালো নাম দামোদর। বালুরঘাটের এক ছোট্ট গ্রামে দামুর বাড়ি। বাড়ি বলতে একটা ছোট টিনের ঘর। রান্নাঘর বলে কিছু নেই, দামুর বৌ একচিলতে বারান্দার এককোণে রান্না করে। একটি ছেলে সরকারি ইস্কুলে ক্লাস সেভেনে, ওকে নিয়ে দামুর স্বপ্ন অনেক। সেই স্বপ্নে অবসরে উড়ান দেয়, মন ভালো হয়ে যায় দামুর। বছরের বেশিরভাগ সময়েই দামু পেটের টানে চলে আসে এই শহরে। বাপ-দাদার কাছে ঢাক বাজানো শেখা কিন্তু এই শিক্ষাটুকু দিয়ে আজ আর পেট চালানো যায় না। শুধু পুজোপার্বণে ঢাক বাজিয়ে ক'টা টাকা আর রোজগার হয়! তাই একটা ব্যান্ডপার্টির সঙ্গে বাজিয়ে বাড়তি রোজগার করে। মাঝে মাঝে যখন কাজ থাকে না নিজের বাড়িতে যায়। এখানে একটা ঘরে আরও পাঁচজনের সঙ্গে গাদাগাদি করে থাকা। দামুর আরেকটি গুণও আছে। সুন্দর বাঁশি বাজায়। একেকদিন, বসন্তের পাতা ঝরা সকালে দামু বাঁশিতে সুর তোলে আর হিমাদ্রি পাতা ঝরা দেখতে দেখতে হারিয়ে যায় কয়েক দশক আগের নির্ভার কৈশোরবেলায়।

(২)

‘দু'দিনের জন্য শহরের বাইরে যাচ্ছি’, বলেই ঢাউস ট্রলিটা টানতে টানতে বেরিয়ে গেল রোকেয়া। হিমাদ্রি জানে ও এর থেকে বেশি একটি কথাও বলবে না। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে তার কোনওটাই জানানোর প্রয়োজন মনে করে না আর। হিমাদ্রি এখন অনেক দূরের মানুষ। এসব ওর গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। দুটি মানুষ কেবল এক ছাদের তলায় বাস করে মাত্র। দুজনের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা এখন ওদের একান্তই নিজের। অথচ একটা সময় হিমাদ্রির আপত্তি সত্ত্বেও নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছিল ওর সঙ্গে। তখন পুবালির সঙ্গে সবেমাত্র সেপারেশন হয়েছে। বেশিরভাগ সময়ই হিমাদ্রি একলা গুম হয়ে বসে থাকত। ভাইটাল অপারেশন করবার সময়ে প্রায়শই মনঃসংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে বিপাকে পড়তে হচ্ছিল। বিষয়টা ওটি নার্স রোকেয়ার নজর এড়ায়নি। হিমাদ্রির অবিন্যস্ত মনে ভরসার প্রলেপ লাগাবার অবিরত চেষ্টা হিমাদ্রির বিক্ষিপ্ত মনও লক্ষ্য করেছে। নানা কৌতূহলী প্রশ্নের মুখে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছে বারবার। প্রতিটি অপারেশনের পর স্ট্রেস রিলিফের কফিটুকু দিতেও ভুল হয়নি রোকেয়ার। এইভাবে ক্রমে জায়গা করে নিয়েছিল হিমাদ্রির মনে। একদিন নিজেই হিমাদ্রিকে জানিয়েছিল একসঙ্গে থাকতে চায়। অপ্রস্তুত হিমাদ্রি আপত্তি জানিয়েছিল। আসলে পুবালি চলে যাওয়ার পর নিজের সম্বন্ধেই অনেক প্রশ্ন জন্মেছিল হিমাদ্রির মনে। অদ্ভুত দ্বিধা আর সংশয়ের মধ্যে কাটছিল দিনগুলো।

পুবালির বাবার চিকিৎসাসূত্রেই পরিচয় হয়েছিল ওর সঙ্গে। শহরের নামকরা পলিটিসিয়ানের সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে সুপুরুষ হিমাদ্রিকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল বটে, তবে ঠিক দু'বছর পর থেকেই সম্পর্কে ফাটল ধরে। শহরের নামীদামি নার্সিংহোম থেকে বারবার অফার আসা সত্ত্বেও হিমাদ্রি তা প্রত্যাখ্যান করে। সেখান থেকেই মনোমালিন্য। আসলে হিমাদ্রি চায়নি কোনও সিস্টেমের হাতে নিজেকে বিলিয়ে দিতে। সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার হিমাদ্রি গরিব রোগীদের কাছে মসিহা। ওর আন্তরিক চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে কখনও চকলেট, কখনও খেতের তরিতরকারির ঝুড়ি নিয়ে হাজির হত মানুষগুলো। হিমাদ্রির কাছে সেইসব উপহার বহুমূল্য হয়ে ধরা দিত। বিদেশের ভালো অফারও হিমাদ্রি হেলায় হারায়। বারবার এইসব বুদ্ধিহীন গোঁয়ার্তুমি পুবালির পক্ষে মেনে নেওয়া আর সম্ভব হচ্ছিল না, ফলত বিচ্ছেদ। আসলে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আদর্শের ধারণাগুলো মনের অলিগলি পথ দিয়ে ঢুকে পড়ে মস্তিষ্কের নানা প্রকোষ্ঠে ঘুণপোকার মতো বাসা বেঁধেছিল, এর থেকে হিমাদ্রির মুক্তি নেই। তাই সমাজ বিচ্ছিন্ন এক প্রজাতি হয়ে বেঁচেবর্তে ছিল। এই ব্যতিক্রমী মানুষটিকে শ্রদ্ধা করতে করতে একদিন ভালোবেসে ফেলেছিল রোকেয়া। একরকম জোর করেই বিয়ে করেছিল কিন্তু প্রাত্যহিকতার আবর্তে সেই ভালোবাসা-বাসি ফুলের মতো সুবাস হারিয়ে শুকিয়েও গিয়েছিল একসময়।

(৩)

-ডাক্তারবাবু ভালো আছেন?

পেছন ঘুরে ভালো করে লক্ষ্য করে হিমাদ্রি। সুঠাম চেহারার উজ্জ্বল এক যুবক।

ভালো আছি, বলে কৌতূহলী চোখে তাকায় হিমাদ্রি।

-আমাকে আপনার মনে থাকার কথাও নয়। কয়েকবছর আগে আমি বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম আপনাদের হাসপাতালে। গাছের ডাল ঢুকে গিয়েছিল আমার পেটে। আপনি যত্ন করে চিকিৎসা করেছিলেন। সে যাত্রায় আপনার জন্যই মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরেছিলাম, বলেই ঢিপ করে প্রণাম করে।

এরকম প্রায়শই হয় হিমাদ্রির সঙ্গে। পনেরো বছরের চাকরিজীবনে কত মানুষের চিকিৎসা করেছে, তাদের কারও কারও সঙ্গে এভাবেই দেখা হয়েছে কতবার। তাদের কৃতজ্ঞতায় আর্দ্র হয়েছে হিমাদ্রি। এটুকু নিয়ে বেঁচে থাকাতেই বড় আনন্দ। মা বলেন, ‘শিক্ষকতা আর ডাক্তারি এই দুটো নোবেল প্রোফেশন।’ বাবাও ছিলেন শিক্ষক। সেই আদর্শ আগলেই বেঁচেছেন সারাজীবন। আর মা সর্বংসহা হয়ে বাবার পাশে থেকে সংসার আগলেছেন। পৃথিবীতে এই একটা মানুষ যে হিমাদ্রিকে বোঝে। নিজের অজান্তেও কখনও কোনও সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেননি বরং হিমাদ্রিকে নিজের মতোই চলতে দিয়েছেন। এখনও মায়ের আশ্রয়-প্রশয়েই তার পথচলা।

আজ সন্ধেটা একদম অন্যরকম, কনে দেখা আলোয় পড়ন্ত বিকেল মায়াময় হয়ে আছে। বড় মাঠটার একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে হঠাৎ মানিকদার কথা মনে পড়ল। আশ্চর্য হয় হিমাদ্রি, কেন এতদিন মানিকদার কথা তার মনে পড়েনি, আজই বা কেন মনে পড়ল। স্মৃতির অতল থেকে উঠে এল কিছু অমূল্য মুহূর্ত। হিমাদ্রি তখন সদ্য কিশোর। সমবয়েসি খেলার সাথিরা মানিকদাকে একটু এড়িয়ে চলত কারণ নিয়মহারা, ছন্নছাড়া মানিকদাকে তাদের অভিভাবকরা খুব একটা পছন্দ করত না। হিমাদ্রির অবশ্য সে বাধা ছিল না। ওর মা ছেলেকে গণ্ডিতে বেঁধে মানুষ করেননি, তাই অবাধ কিশোরবেলা মানিকদার সান্নিধ্যে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল ওর কাছে।

-হিমু আজ মাছ ধরতে যাবি? বড়দিঘির জলে কাল প্রচুর কই মাছ দেখেছি। একে তো বড়দিঘি বাড়ি থেকে অনেক দূরে তার ওপর কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে দিঘি উপচে পড়ছে। এইসময় ওখানে সাপখোপের ভয়ে কেউ যেতে চায় না।

হিমাদ্রি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল তারপর মনে সাহস সঞ্চয় করে বলল, চলো মানিকদা।

সেদিন রাত হয়েছিল বাড়ি ফিরতে, মা চিন্তা করছিলেন। গম্ভীর মুখে বললেন, ‘এত দেরি করে বাড়ি ফেরার বয়স এখনও হয়নি তোমার, কথাটা মনে রেখো।’ যদিও একটা মাছও জোটেনি সেদিন কিন্তু অদ্ভুত এক দৃশ্য চোখে পড়েছিল। দিঘির ধারে ছিপ নিয়ে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ হিমাদ্রির হাতটা চেপে ধরেছিল মানিকদা, ইশারায় ঠোঁটে আঙুল চেপে চুপ করতে বলেছিল। হিমাদ্রি লক্ষ্য করে একটার পর একটা কইমাছ একে-অপরের ল্যাজ কামড়ে ধরে কীভাবে লাইন ধরে হেঁটে চলেছে দিঘির দিকে। এইরকম কতবার মানিকদার সঙ্গে বেরিয়ে কত নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে। সবাই ওকে মানিকদার চেলা বলত। তারপর হঠাৎই একদিন কর্পূরের মতো উবে গিয়েছিল মানিকদা, আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। মানিকদার বাড়ির লোকেরা এরপর বাড়ি বিক্রি করে অন্যত্র চলে যায়। সেই মানিকদা এতদিন পর হিমাদ্রির ধূসর অতীত থেকে উঠে এসে আবার মিলিয়ে গেল। অনেকক্ষণ মাঠের পাশে বেঞ্চটায় বসে থেকে রাত বাড়তে বাড়ি ফিরল হিমাদ্রি।

(৪)

দ্রোণাচার্য্য দুর্যোধনকে বললেন, আমি এমন ব্যূহ রচনা করব যা দেবতারাও ভেদ করতে পারেন না। তুমি কোনও উপায়ে অর্জুনকে সরিয়ে রেখো। দ্রোণ চক্রব্যূহ নির্মাণ করে তেজস্বী রাজপুত্রগণকে যথাস্থানে স্থাপিত করলেন। তাঁরা সকলেই রক্ত বসন, রক্ত ভূষণ ও রক্ত পতাকায় শোভিত হলেন এবং মাল্য ধারণ করে অগুরুচন্দনে চর্চিত হয়ে অভিমন্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চললেন।

এপর্যন্ত পড়ার পর হিমাদ্রি থেমে গেল। মনে পড়ল ছোটবেলায় মা মুখে-মুখে মহাভারতের গল্প বলতেন আর এই জায়গায় এসে মাকে বারবার থেমে যেতে হত। আসলে হিমাদ্রির শিশুমন কল্পনা করে নিয়েছিল চক্রব্যূহ এক গভীর প্রলম্বিত অন্ধকার সুড়ঙ্গ যার মধ্যে প্রবেশ করলে আর বেরিয়ে আসা যায় না। সে নিজেকে অভিমন্যুর জায়গায় স্থাপন করে কল্পিত ভয়ে কুঁকড়ে যেত, মাকে বলত, ‘আর বোলো না মা আমার ভয় করে।’

মা আদর করে কোলে তুলে নিতেন আর বলতেন, ‘ভয় পেলে তো চলবে না বাবা, তোমাকেও অভিমন্যুর মতো হতে হবে।’

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকাটা শুধু পালটে গিয়েছে। এখন মা নিজেই শ্রোতা। অশক্ত শরীর বহুকালের অভ্যেস গীতাপাঠের ধকলটুকুও নিতে পারে না। তাই হিমাদ্রি সকালের দিকে তার ব্যস্ত সময় থেকে কিছুটা সময় বের করে মাকে কখনও গীতা কখনও মহাভারত আবার কখনও প্রিয় রবীন্দ্রনাথ পড়ে শোনায়। কিছুটা শোনার পর মা-ও তাকে থামিয়ে দিয়ে বহু কষ্টে পাশ ফিরে শোয়। হিমাদ্রি টের পায় জীবনমৃত্যুর ব্যবধান কমে আসছে। মা সবকিছুর থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছেন।

উঠে পরে হিমাদ্রি, আজ হাসপাতাল থেকে ছুটি নিয়েছে। এগারোটায় কোর্টে পৌঁছোতে হবে। রোকেয়া পাকাপাকিভাবে এ ঘর ছেড়েছে বেশ কিছুদিন হল। এখন শুধু দুটো কালির আঁচড়ের অপেক্ষা।

(৫)

চাপ-চাপ কালো মেঘ দৈত্যের মতো আকাশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। সময়ের আগেই রাত নামছে। হিমাদ্রির মনেও আজ হঠাৎ অন্ধকার নেমে এসেছে। একবুক শূন্যতার মাঝে কিছু খুঁজে চলেছে ও। প্রাণপনে জাপটে ধরতে চাইছে আজন্মের বিশ্বাস আর আদর্শকে। ভাঙনের শব্দ কানে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই মহাশ্মশানে, মায়ের শবদেহ আগলে, একেবারে নিঃসঙ্গ। দুপুর থেকে মৃতদেহের লাইনে চলছে প্রতিযোগিতা। কে কার আগে চুল্লিতে উঠবে। এখানেও বাতাসে উড়ছে টাকা, শুধু কৌশলে নিজের করে নেওয়ার অপেক্ষায়। এই মৃত্যুমিছিলে পিছিয়ে পড়ছে হিমাদ্রি, সঙ্গে মায়ের মৃতদেহ। জীবনের শেষ খেলায় হারতে দেবে না মাকে। কিছুতেই টাকার বিনিময়ে মাকে ভিক্ট্রিস্ট্যান্ডে দাঁড় করাবে না কিন্তু কতক্ষণ ধরে রাখতে পারবে তার অহংকার? ভাবনার ঘূর্ণাবর্তে হারিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ লক্ষ্য করে চারদিক শান্ত নিস্তব্ধ, যেমন নিস্তব্ধতা নেমে এসেছিল আজ সকালে। হঠাৎ এলিয়ে পরা মায়ের দেহটাকে বিছানায় শুইয়ে দিতে দিতে টের পেয়েছিল সব শেষ। আজ এই অন্ধকার পড়ন্ত বিকেলে কনে দেখা আলোর সন্ধানে হিমাদ্রি। ওই তো দূরে দাঁড়িয়ে মানিকদা। সেই চেনা হাসি ঠোঁট চুইয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। কনে দেখা আলোয় স্পষ্টতর হচ্ছে মানিকদার মুখ। হাত বাড়ায় হিমাদ্রি কিন্তু কেন ছুঁতে পারছে না মানিকদাকে? ক্রমাগত দীর্ঘতর হচ্ছে তার হাত। মানিকদার বাড়িয়ে দেওয়া হাত ছুঁতেই হবে তাকে আজ...!

মুকেশের সেই গান ও কলম্বোর এই ম্যাচ

কলরব রায়

চলতি টি২০ বিশ্বকাপে আজকের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ প্রসঙ্গে যে কারোর মনে পড়বে ষাটের দশকের মাঝামাঝির বিখ্যাত এক হিন্দি ছবির জনপ্রিয় গানের সেই কলিটা – (ম্যাচ) 'হোগা কি নেহি'! আপাত-অনিশ্চয়তার দোলায় দোদুল্যমান এবং এযাবৎ 'নেহি নেহি নেহি' শুনতে অভ্যস্ত ক্রিকেট-প্রেমিকরা অবশেষে বলতে পারছেন, 'হোগা হোগা হোগা'!! এর মধ্যেই বিগত মোটামুটি পৌনে এক শতকের ক্রিকেট ইতিহাসের পাতায় একটু পেছন ফিরে তাকালাম– এমন উদাহরণ খুঁজতে যেখানে আবহাওয়া (মূলত বৃষ্টি) ছাড়া অন্য কোনও কারণে নির্ধারিত আন্তর্জাতিক সফর বা সিরিজ অথবা ম্যাচ বাতিল হয়েছে।

পাওয়া গেল বেশ কয়েকটা ঘটনা – তাদেরই মধ্যে কিছু রইল এই লেখায়। এই তালিকা যে সম্পূর্ণ এমন দাবি অবশ্যই করব না। তবে রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক অশান্তি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা রোগের প্রাদুর্ভাব আন্তর্জাতিক স্তরে কেমনভাবে এই খেলাটাকে বিঘ্নিত করেছে, তার আংশিক ছবি এখানে পাওয়া যাবে।

২০২০ সালে কোভিডের কারণে বাতিল ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার একদিনের ম্যাচ

বিদেশ-সফর :

• ১৯৩৯ সালের অগাস্টে স্বাক্ষরিত হয় 'মলোটভ-রিবেনট্রপ দ্বিপাক্ষিক অনাক্রমণ চুক্তি' (এর কারণেই রাশিয়া জার্মানিকে পোল্যান্ড আক্রমণ করতে কোনও বাধা দেয়নি) তারই জেরে মাঝপথে পরিত্যক্ত হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইংল্যান্ড সফর। দু'দলের মধ্যে সদ্য সমাপ্ত তিন-টেস্টের সিরিজের পরে সফরকারী দলের পরের খেলা ছিল হোভ কাউন্টি ক্রিকেট মাঠে, সাসেক্স কাউন্টি দলের বিরুদ্ধে তিনদিনব্যাপী প্রথম-শ্রেণীর ম্যাচ। সেই ম্যাচ এবং সফরের বাদবাকি আরও কয়েকটা ম্যাচ বাতিল করে জাহাজে চেপে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তড়িঘড়ি দেশে ফিরে যায়।

• ১৯৮৪-৮৫ মরশুমে ৩১শে অক্টোবর ইন্দিরা গান্ধীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর ভারতীয় দল রাষ্ট্রীয় শোকের কারণে দেশে ফিরে আসে, পাকিস্তান-সফরের করাচির তৃতীয় টেস্ট ও পেশাওয়ারের তৃতীয় ওডিআই ম্যাচ বাতিল করা হয়।

• ১৯৮৬-৮৭ মরশুমে শ্রীলঙ্কা-সফরের শুরু থেকেই সে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুবই স্পর্শকাতর ছিল। তবুও নিউজিল্যান্ড সফরে রাজি হয়েছিল। কিন্তু প্রথম টেস্টের ঠিক পরেই কলম্বোতে এক মারাত্মক বোমা বিস্ফোরণে শতাধিক মানুষ প্রাণ হারায় এবং নিউজিল্যান্ড দ্রুত দেশে ফিরতে বাধ্য হয়।

• ২০০২ সালে পাকিস্তান-সফরে করাচিতে দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর কিছুক্ষণ আগেই নিউজিল্যান্ড দলের হোটেলের কাছাকাছি বোমা বিস্ফোরণের কারণে সফর অবিলম্বে বাতিল করা হয়।

• ২০০৪-০৫ মরশুমে শ্রীলঙ্কার নিউজিল্যান্ড সফরের বক্সিং-ডে টেস্ট চলাকালীন ভয়াবহ সুনামির কারণে সফরটা প্রথমে কেবলমাত্র পাঁচদিনের শোকের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছিল, কিন্তু শ্রীলঙ্কা তাড়াতাড়ি দেশে ফিরতে চাওয়ায় সফর বাতিল হয়।

• ২০০৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রীলঙ্কা সফরের নির্ধারিত টেস্ট-ম্যাচ দুটো খেলা হয়েছিল বটে। কিন্তু ত্রিদেশীয় একদিনের সিরিজ ইউনিটেক কাপ (যেখানে ভারত ছিল তৃতীয় দল) শুরুর আগে সফরকারী দলের হোটেলের বাইরে এক বোমা বিস্ফোরণ ঘটে এবং নিরাপত্তাজনিত কারণে প্রতিযোগিতা বাতিল হয়।

• ২০০৮-০৯ মরশুমে পাকিস্তান সফরে লাহোরের দ্বিতীয় টেস্টে মাঠে যাওয়ার পথে শ্রীলঙ্কা দলের বাসে সন্ত্রাসবাদীরা গুলি চালায়। ফলে সফরকারী দলের ছ'জন সদস্য আহত হন। শ্রীলঙ্কা-দলকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয় এবং পাকিস্তানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট-সফর স্থগিত করা হয়।

২০২১ সালে কোভিডের কারণে বাতিল ভারত-ইংল্যান্ডের পঞ্চম টেস্ট

• ২০২০ সালে ভারত সফরে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ওডিআই সিরিজে লক্ষ্ণৌয়ের দ্বিতীয় এবং কলকাতার তৃতীয় নির্ধারিত ওডিআই ম্যাচগুলো না খেলিয়েই সফর বাতিল করতে হয়, ভারতে করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে।

২০০৮-'০৯ মরশুমে পাকিস্তান সফররত শ্রীলঙ্কা দলের বাসে সন্ত্রাসবাদীরা গুলি চালানোয় আহত ক্রিকেটাররা দেশে ফিরে যাচ্ছেন

টেস্ট-ম্যাচ :

এখানে কয়েকটা টেস্ট-ম্যাচের উদাহরণ রইল যেগুলো একটাও বল না করেই, এমনকি টস পর্যন্ত না হয়েই, পরিত্যক্ত হয়েছিল। কখনও খেলায় বাধ সেধেছিল অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বা আইন-শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতি, কখনও আবার সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ।

• ১৯৮০-৮১ মরশুমে গায়ানার জর্জটাউনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ইংল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্ট: তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফর্বেস বার্নহ্যামের পরিচালিত গায়ানা সরকার গ্লেনিগলস চুক্তির বিধান লঙ্ঘন করে দক্ষিণ আফ্রিকায় ক্রিকেট খেলে আসা ইংরেজ পেসার রবিন জ্যাকম্যানকে সেদেশে প্রবেশের অনুমতি না দেওয়ায়।

• ১৯৯৪-৯৫ মরশুমে কলম্বোতে শ্রীলঙ্কা বনাম পাকিস্তান দ্বিতীয় টেস্ট: নির্বাচন-পরবর্তী হিংসার আশঙ্কায় সেখানে কার্ফ্যু জারি করা হয়েছিল।

• ২০২১ সালে বার্মিংহামে ইংল্যান্ড বনাম ভারত পঞ্চম টেস্ট: ম্যাচ শুরুর নির্ধারিত দিনে সকালে, জানা যায় ভারতীয় দলের কয়েকজনের কোভিড-১৯ পজিটিভ রিপোর্ট আসার পর তারা মাঠে দল নামাতে পারবেনা। ফলে ম্যাচটা হবে না। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, এই ম্যাচটা পরের বছর খেলা হয়েছিল।

ওডিআই-প্রতিযোগিতা :

এখানে গোটাদুয়েক বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার উল্লেখ করি যেখানে আমন্ত্রিত দল নিরাপত্তার অভাব বা রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণ দেখিয়ে ম্যাচ ছেড়ে দিয়ে পয়েন্ট খুইয়েছে। যদিও তারা প্রতিযোগিতার অন্য ম্যাচগুলো খেলেছে।

• বিশ্বকাপ-১৯৯৬: ১৯৯৬ সালের জানুয়ারিতে তামিল টাইগার্সরা কলম্বোর সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে বোমা হামলার পর অস্ট্রেলিয়া এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ তাদের দল শ্রীলঙ্কায় পাঠাতে অস্বীকার করেছিল। ফলে এই দু'দলকেই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে গ্রুপ লিগের ম্যাচে ওয়াকওভার দিতে হয়েছিল।

• বিশ্বকাপ-২০০৩: তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রবার্ট মুগাবের শাসননীতির বিরোধিতা ও সেদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে হারারেতে ইংল্যান্ড তাদের ম্যাচ বাতিল করে। আবার নিরাপত্তার কারণে, নিউজিল্যান্ডও কেনিয়ার বিরুদ্ধে নাইরোবিতে তাদের ম্যাচ বাতিল করে। এই দুই ম্যাচেই স্বাগতিক দল ওয়াকওভার পায়।

অতএব, ভুললে চলবে না সামাজিক-রাজনৈতিক পরিমন্ডলের বাইরে কোনও খেলাই থাকতে পারে না। তবে শেষ অবধি বাস্তববাদী বুদ্ধির উদয় হয়ে (খুব সম্ভবত অর্থনৈতিক কারণেই) আজকের ম্যাচ হতে চলেছে, এটাই ভরসার কথা। মাঠে হাত-মেলানো হোক বা নাই হোক, ব্যাট-বলের সুস্থমনা টক্করটা যেন বজায় থাকে, এটাই কাম্য। তথাস্তু ...

২০০৩ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে নিজেদের ম্যাচ বাতিল করে

ডেভিস কাপের নতুন রূপকথা : ডিকে যুগের সূচনা

কুশল হেমব্রম

টেনিস দুনিয়াটা বড় অদ্ভুত। এখানে সমস্তটা চলে র‍্যাঙ্কিং , সিডিং এবং পয়েন্টের হিসেব-নিকেশের ওপর ভিত্তি করে। কিন্তু যখন মঞ্চটা হয় ডেভিস কাপ, তখন ওসব গালভরা র‍্যাঙ্কিংয়ের খাতা অনেক সময়েই অর্থহীন হয়ে পড়ে। লিয়েন্ডার পেজ থেকে শুরু করে রমেশ কৃষ্ণন- ভারতীয় টেনিসের ইতিহাসে এমন বহু নজির আছে, যেখানে র‍্যাঙ্কিংয়ে যোজন মাইল পিছিয়ে থেকেও তাঁরা হারিয়েছেন বিশ্বের তাবড় তারকাদের। ২০২৬-এর শুরুতে ভারতীয় টেনিস প্রেমীরা আরও একবার সেই রোমাঞ্চের সাক্ষী থাকলেন। যেই রূপকথার নায়কের নাম- দক্ষিণেশ্বর সুরেশ। নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ভারতের ওই জয়কে অনেকেই ভারতীয় টেনিসের 'টার্নিং পয়েন্ট' হিসেবে দেখছেন। যার কেন্দ্রে রয়েছেন মাদুরাইয়ের ২৫ বছরের ওই তরুণ, সতীর্থদের প্রিয় 'ডিকে'। নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে টাই শুরুর আগে অবশ্য কেউ ঘুণাক্ষরেও ভাবেননি যে দক্ষিণেশ্বর শিরোনামে উঠে আসবেন। প্রতিপক্ষ হিসেবে নেদারল্যান্ডস যথেষ্ট শক্তিশালী। তাদের খেলোয়াড়দের অভিজ্ঞতা এবং র‍্যাঙ্কিং- দুইই ভারতের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে। ভারতীয় টেনিসের চিরাচরিত স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী, সকলের আশা ছিল কঠিন লড়াই হবে, হয়তো কোনওক্রমে সম্মানরক্ষাও হবে। কিন্তু রবিবার বিকেলে সব হিসেব কার্যত উল্টে গেল।

দক্ষিণেশ্বর কেবল জিতলেন না, আক্ষরিক অর্থে 'সুইপ' করলেন (দুটি সিঙ্গলসের সঙ্গে ইউকি ভামব্রির সঙ্গে জুটিতে ডাবলসেও জয়)। যে দলটা ২০১৯ সালে ডেভিস কাপের নতুন ফরম্যাট চালুর পর একবারও 'কোয়ালিফায়ার রাউন্ড ২'-এ পৌঁছাতে পারেনি, সেই ভারতকে কার্যত একার কাঁধে টেনে তুললেন ডিকে। এটিপি র‍্যাঙ্কিংয়ের ৪৫০-এর ঘরে থাকা এক খেলোয়াড় যখন বিশ্বের প্রথম সারির টেনিস খেলুড়ে দেশের বিরুদ্ধে এমন পারফরম্যান্স করেন, তখন সেটা 'অঘটন' নয়, সেটা এক নতুন তারকার জন্মবৃত্তান্ত।

দক্ষিণেশ্বর সুরেশ ভারতীয় টেনিসের নতুন পোস্টার বয়। ডেভিস কাপের পর এটিপি ট্যুরেও তিনি নিজের র‍্যাঙ্কিং আরও উন্নত করবেন, এমনটাই আশা টেনিস মহলের।

ভারতীয় টেনিস মানেই আমরা বুঝি চতুর ভলি, কব্জির মোচড় আর নেটের সামনের কারিকুরি- যা অমৃতরাজ বা কৃষ্ণনদের ঘরানা ছিল। কিন্তু ৬ ফুট ৫ ইঞ্চির দক্ষিণেশ্বর সেই ছাঁচে গড়া নন। তাঁর খেলা আবর্তিত হয় আধুনিক 'পাওয়ার টেনিস'কে কেন্দ্র করে। যাঁর সবচেয়ে বড় অস্ত্র তাঁর সার্ভ। উচ্চতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি সার্ভে যে গতি আর বাউন্স তৈরি করেন, তা প্রতিপক্ষের কাছে ত্রাস। সঙ্গে রয়েছে বিধ্বংসী ফোরহ্যান্ড। নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে খেলা দেখে মনে হয়েছে, তিনি বেসলাইন থেকে র‍্যালি নিয়ন্ত্রণ করতে ভালোবাসেন। প্রথম সার্ভে তিনি যে অ্যাঙ্গেল তৈরি করেন, সেটা রিটার্ন করা বিপক্ষের কাছে কঠিন।

দক্ষিণেশ্বরের এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে এক ভিন্নধর্মী যাত্রাপথ। ভারতের প্রথাগত টেনিস কোচিংয়ের গণ্ডি পেরিয়ে তিনি বেছে নিয়েছিলেন আমেরিকার কলেজ টেনিসের কঠিন রাস্তা। তাঁর টেনিস জীবনের বড় একটা অংশ গড়ে উঠেছে জর্জিয়া গুইনেট কলেজ এবং পরবর্তীকালে ওয়েক ফরেস্ট ইউনিভার্সিটিতে। আমেরিকার কলেজ টেনিস মানেই দলগত আবেগ আর প্রচণ্ড শারীরিক ধকল। এনসিএএ ডিভিশন-১-এ ওয়েক ফরেস্টের হয়ে খেলার সময় তিনি শিখেছেন কীভাবে দলের জন্য লড়তে হয়। সেখানে তিনি অল-আমেরিকান সম্মান পেয়েছেন, আটলান্টিক কোস্ট কনফারেন্সে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। যদিও সেখান থেকে সাফল্যের এই চূড়ায় পৌঁছানোর রাস্তাটা কিন্তু মসৃণ ছিল না। ২০২০ সালে যখন তিনি সবে নিজের ডানা মেলতে শুরু করেছেন, তখনই বিশ্বজুড়ে থাবা বসায় কোভিড-১৯ অতিমারি। অনেক উদীয়মান খেলোয়াড় এই সময় হতাশায় হারিয়ে গেছেন। কিন্তু ডিকে কোভিডের সেই কঠিন দিনগুলোতে নিজেকে মানসিকভাবে আরও শক্তিশালী করেছেন। ২০২৫-এর শেষদিক থেকে তাঁর সেই পরিশ্রমের ফল মিলতে শুরু করে। বেঙ্গালুরু ওপেনে তিনি যখন তাঁর চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকা ডুজে আজদুকোভিচকে হারান এবং ফেলিক্স বালশয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচ পয়েন্ট বাঁচিয়ে জয় ছিনিয়ে নেন- তখনই ইঙ্গিত মিলেছিল যে, বড় মঞ্চের জন্য তিনি তৈরি।

এরপর কাট টু, নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে টাই তখন ২-২ অবস্থায়। টানটান উত্তেজনা। পঞ্চম ও নির্ণায়ক ম্যাচে দক্ষিণেশ্বরের প্রতিপক্ষ র‍্যাঙ্কিংয়ের বিচারে বহু এগিয়ে থাকা গাই ডি ওডেন। কিন্তু ডিকে তাঁর বিরুদ্ধে খেললেন অভিজ্ঞ গ্র্যান্ড স্ল্যাম বিজয়ীর মতো শান্ত মেজাজে। ম্যাচের স্কোরলাইন ৬-৪, ৭-৬ (৪)। শেষ ফোরহ্যান্ডটি যখন ডাচ কোর্টে আছড়ে পড়ল, ডিকে ক্লান্ত শরীরে কোর্টে শুয়ে পড়লেন। এই দৃশ্য ভারতীয় টেনিসের ফ্রেমে বাঁধানো থাকবে বহুদিন। সতীর্থরা যখন তাঁকে ঘিরে ধরলেন, ইউকি ভামব্রি বলে ফেললেন এক অমোঘ সত্য, 'ও আমাদের মনে করিয়ে দিল যে আমরা সাধারণ, আর ও বিশেষ কিছু।'

লিয়েন্ডার ২০০৪ সালে জাপানের বিরুদ্ধে এমন একাই তিনটি ম্যাচ জিতিয়েছিলেন। তারপর দীর্ঘ সময় ভারতীয় টেনিস এমন একক বীরত্ব দেখেনি। দক্ষিণেশ্বর সেই শূন্যস্থান পূরণ করলেন। তাঁর এই জয় ভারতীয় টেনিসের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গত বছর সুইজারল্যান্ডকে হারানোর পর নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে এই জয় প্রমাণ করছে, ভারতীয় টেনিস সঠিক পথেই এগোচ্ছে। আর দক্ষিণেশ্বর সুরেশ এখন কেবল একটি নাম নন, ভারতীয় টেনিসের নতুন পোস্টার বয়। তবে এটা সবে শুরু। ডেভিস কাপের এই পারফরম্যান্স তাঁকে যে আত্মবিশ্বাস দিয়েছে, তা কাজে লাগিয়ে তিনি এটিপি ট্যুরেও নিজের র‍্যাঙ্কিং আরও উন্নত করবেন- এমনটাই আশা টেনিস মহলের।

চোখ বুজে বাজি ভারতেই

কলম্বোর রাস্তায় স্টিয়ারিং হাতে অকপট ভাস

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলম্বো, ১৪ ফেব্রুয়ারি : কলম্বোর রাস্তায় তিনি তখন ব্যস্ত। এক প্রান্ত থেকে ছুটছেন অন্য প্রান্তে। নিজের ব্যবসা আর কাজ নিয়ে এখন এতটাই মজে থাকেন যে, বাইশ গজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ কিছুটা কমেছে। কিন্তু রক্তে যাঁর ক্রিকেট, তিনি কি আর খবর না রেখে পারেন? তিনি- শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি পেসার চামিন্ডা ভাস। শনিবার দুপুরে যখন উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর ফোনটা তাঁর মোবাইলে বাজল, তখন তিনি নিজের গাড়ি নিজেই ড্রাইভ করছেন।

সেই ব্যস্ততার মাঝেই উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে সময় দিলেন। আর কলম্বোর ট্রাফিকের মধ্যে গাড়ি চালাতে চালাতেই সাফ জানিয়ে দিলেন রবিবারের মেগা ফাইটে তাঁর বাজি কে। কোনও রাখঢাক না রেখেই লঙ্কান তারকার স্বীকারোক্তি, 'অবশ্যই সূর্যকুমার যাদব। সাম্প্রতিক অতীতে টিম ইন্ডিয়া টি২০ ক্রিকেটে যে দাপট আর আগ্রাসন দেখাচ্ছে, তা এক কথায় চমকে দেওয়ার মতো।'

প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামের পিচ থেকে পাকিস্তানের বোলিং- সব কিছু মেপে নিয়েও ভাসের গলায় প্রবল আত্মবিশ্বাসের সুর, 'রবিবার টিম ইন্ডিয়া না জিতলে আমি অন্তত খুব অবাক হব। পাকিস্তান ভালো দল ঠিকই। কিন্তু ভারতীয় দলে এত বেশি ম্যাচ উইনার রয়েছে যে, চোখ বন্ধ করে আমি ভারতের হয়েই বাজি ধরতে চাই।' তাঁর সোজা কথা, 'আধুনিক টি২০ ক্রিকেট এখন আর ব্যাটারদের খেলা নয়, বোলাররাই এখানে শেষ কথা বলে। আর চাপের মুখে ভারতীয় বোলাররা যা করে দেখাচ্ছে, তা পাকিস্তান এখনও শিখছে।'

ভারত-পাক ম্যাচ মানেই স্নায়ুর চাপ। আর এবার কলম্বোর আবহাওয়া- সে রাজনৈতিক হোক বা প্রাকৃতিক- দুটোই বেশ তপ্ত। মাঠের বাইরের বিতর্ক যে উত্তাপ বাড়িয়েছে, তা মেনে নিচ্ছেন ভাসও। ফোনের ওপার থেকে বলছিলেন, 'ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা এখন এমন পর্যায়ে যে সব ম্যাচেই চাপ থাকে। তবে এই ম্যাচটা স্পেশাল। তার ওপর গত কয়েকদিন ধরে ভারত-পাক ম্যাচ নিয়ে যে পরিমাণ বিতর্ক হয়েছে, তাতে রবিবারের লড়াইটা স্বাভাবিকভাবেই একটা বাড়তি মাত্রা পেয়ে গিয়েছে।' ভাস মনে করেন, শেষপর্যন্ত যে দল এই বাড়তি চাপটা ভালোভাবে সামলাতে পারবে, জয়ের হাসি হাসবে তারাই।

প্রেমাদাসার পিচ নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই চর্চা চলছে। পরিসংখ্যান বলছে স্পিনাররাই এখানে রাজা। কিন্তু প্রেমাদাসার ২২ গজ যাঁর নখদর্পণে, সেই ভাস কী বলছেন? ১৫ বছর বয়সে স্কুল থেকে সোজা এই ক্লাবে এসেই তাঁর ক্রিকেট জীবনের শুরু। তাই এখানকার মাটি তাঁর চেয়ে ভালো আর কে চিনবে? সেই ভাস কি শুধু স্পিনেই ভরসা রাখছেন? একেবারেই না। তাঁর মতে, 'প্রেমাদাসায় স্পিনাররা সাহায্য পায় ঠিকই। কিন্তু আমার মনে হয়, কালকের ম্যাচে স্পিনারদের পাশে পেসারদেরও বড় ভূমিকা থাকবে।' এখানেই তিনি দুই দলের দুই তুরুপের তাসের নাম উল্লেখ করলেন। 'ভারতীয় দলে যেমন জসপ্রীত বুমরাহ রয়েছে, তেমনই পাকিস্তান দলে রয়েছে শাহিন শা আফ্রিদি। ওদের দিকেও নজর রাখতে হবে।'

তবে কলম্বোর আকাশের মুখ ভার। বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ চোখ রাঙাচ্ছে রবিবারের মেগা ম্যাচে। ভাস নিজেও জানেন বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা। কিছুটা আক্ষেপের সুরেই বললেন, 'শুনেছি বৃষ্টির কথা। শেষপর্যন্ত ম্যাচের সময় বৃষ্টি হলে কারও কিছুই করার থাকবে না। তখন খেলার পুরো আবহটাই বদলে যাবে।'

আধুনিক টি২০ ক্রিকেটে বোলারদের ওপর যে নির্মম প্রহার চলে, তা নিয়েও কথা বললেন ভাস। তবে এটাকে তিনি নেতিবাচকভাবে দেখছেন না। তাঁর মতে, 'ক্রিকেট অনেক বদলে গিয়েছে, আর সেটাই স্বাভাবিক। সময়ের একটা দাবি তো থাকেই। আমি এর মধ্যে কোনও ভুল দেখি না।'

কথা শেষের আগে ভারতীয় পেসারদের বা দলের জন্য কোনও টিপস আছে কি না জানতে চাওয়া হয়েছিল। প্রশ্নটা শুনেই ফোনের ওপার থেকে ভেসে এল ভাসের হাসি। ছোট কিন্তু অর্থবহ উত্তরে বুঝিয়ে দিলেন ভারতীয় ডাগ-আউটের ওপর তাঁর কতটা আস্থা। বললেন, 'জিজি (গৌতম গম্ভীরের ডাকনাম) জানে কীভাবে ম্যাচ জিততে হয়।'

তবে শুধু ভারত-পাক ম্যাচ নয়, বিশ্বকাপের ফাইনালিস্ট নিয়েও বড় ভবিষ্যদ্বাণী করে দিলেন লঙ্কান লিজেন্ড। তাঁর বাজি- ভারত এবং নিউজিল্যান্ড। পাকিস্তানকে তিনি এই দৌড়ে রাখছেন না, যা বাবর আজমদের জন্য খুব একটা সুখকর বার্তা নয়।

ব্যবসা সামলে রবিবার কি প্রেমাদাসার গ্যালারিতে দেখা যাবে তাঁকে? সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না। ঘরের মাঠে ভারত-পাক মহারণ, ভাস কি আর দূরে থাকতে পারেন?

ভারত বনাম পাকিস্তান

(টি২০ ফরম্যাটে)	(টি২০ বিশ্বকাপে)
ম্যাচ ১৬	ম্যাচ ৮
ভারতের জয় ১৩	ভারতের জয় ৭
পাকিস্তানের জয় ৩	পাকিস্তানের জয় ১

সর্বাধিক উইকেট (ব্যক্তিগত)

হার্দিক পান্ডিয়া — ৯ ম্যাচে ১৫ উইকেট

ভুবনেশ্বর কুমার — ৭ ম্যাচে ১১ উইকেট

উমর গুল — ৬ ম্যাচে ১১ উইকেট

কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে ভারত-পাকিস্তান

২০১২ টি২০ বিশ্বকাপ
ভারত জয়ী ৮ উইকেটে
ম্যাচের সেরা বিরাট কোহলি ৭৮ রানে অপরাজিত

২০০৪ এশিয়া কাপে (ওডিআই)
পাকিস্তান জয়ী ৫৯ রানে
ম্যাচের সেরা শোয়েব মালিক ১৪৩ রান ও ৪২/২

টি২০ ক্রিকেটে সর্বোচ্চ স্কোর (দলগত)

ভারত ১৯২/৫, আহমেদাবাদ, ২৮ ডিসেম্বর ২০১২ (ভারত জয়ী)
পাকিস্তান ১৮২/৫, দুবাই, ৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ (পাকিস্তান জয়ী)

টি২০ ক্রিকেটে সর্বনিম্ন স্কোর (দলগত)

পাকিস্তান ৮৩, মিরপুর, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ (ভারত জয়ী)
ভারত ১১৯, নিউ ইয়র্ক, ৯ জুলাই ২০২৪ (ভারত জয়ী)

সর্বাধিক রান (ব্যক্তিগত)

বিরাট কোহলি	মহম্মদ রিজওয়ান	শোয়েব মালিক
১১ ম্যাচে ৪৯২ রান	৫ ম্যাচে ২২৮ রান	৯ ম্যাচে ১৬৪ রান
সর্বোচ্চ ৮২*	সর্বোচ্চ ৭৯*	সর্বোচ্চ ৫৭*

'সিলেবাসের বাইরে' প্রশ্নেও ছক্কা সূর্যের

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলম্বো, ১৪ ফেব্রুয়ারি : বাইরে প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামের বাইশ গজ ভারী কভারে ঢাকা। কলম্বোর আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা। কিন্তু স্টেডিয়ামের কনফারেন্স হলে ঢুকলে কে বলবে কাল ভারত-পাক মহারণ? মনে হচ্ছে যেন পাড়ার ক্লাবে আড্ডা দিতে এসেছেন সূর্যকুমার যাদব! মুখে সেই চেনা হাসি, কথায় স্বভাবসিদ্ধ রসবোধ। চাপের মুখে যে এভাবেও 'কুল' থাকা যায়, তা বোধহয় স্কাই-এর পক্ষেই সম্ভব। পাক অধিনায়কের আবদার মেটানো থেকে শুরু করে 'সিলেবাসের বাইরের' প্রশ্ন—সব বলই স্রেফ বাউন্ডারির বাইরে পাঠালেন ভারত অধিনায়ক।

প্রেস কনফারেন্সের শুরুতেই একপ্রস্ত হাসির রোল। কিছুক্ষণ আগে একই চেয়ারে বসে পাক অধিনায়ক সলমন আলি আঘা বলেছিলেন, তিনি চান ভারতের হয়ে অভিষেক শর্মা খেলুন। সাংবাদিকরা সেই প্রসঙ্গ তুলতেই সূর্যের সরস জবাব, "সলমন যখন চেয়েছে, তখন তো খেলাতেই হবে! ও আবদার করেছে, আমরা কি আর ফেলতে পারি?" এখানেই থামেননি। দল গঠন নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠল, তখন এক সাংবাদিক কুলদীপ যাদবের খেলার সম্ভাবনা জানতে চান। সূর্যের পালটা গুগলিতে ফের হাসির রোল, "আপনি চাইছেন কুলদীপ খেলুক? ঠিক আছে, তাহলে ও-ই খেলবে!"

টিম সিলেকশন নিয়ে এমন খুনসুটি করলেও পাকিস্তানের 'মিস্ট্রি স্পিনার' উসমান তারিককে নিয়ে কিন্তু বেশ সিরিয়াস সূর্য। উসমানের অদ্ভুত বোলিং অ্যাকশন নিয়ে চর্চা চলছেই। সূর্য অবশ্য বিষয়টাকে দেখছেন ছাত্রজীবনের পরীক্ষার মতো করে। তাঁর কথায়, "পরীক্ষার হলে প্রশ্ন যদি সিলেবাসের বাইরে থেকেও আসে, তাহলেও কি আপনি খাতা ফাঁকা রেখে আসবেন? উত্তর তো দিতেই হবে। উসমান হয়তো একটু অন্যরকম চরিত্র, কিন্তু তাই বলে আমরা তো আর ওর কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারি না। আমরা তৈরি।"

তবে ভারত-পাক ম্যাচ মানেই যে 'লজিক' দিয়ে সব হয় না, তা মেনে নিলেন স্কাই। যতই বলা হোক 'এটা আর পাঁচটা ম্যাচের মতোই', সূর্যর গলায় শোনা গেল বাস্তবের সুর। "দেখুন, আমরা যতই বলি এটা জাস্ট আরেকটা ম্যাচ, কিন্তু সত্যিটা তা নয়। আমরা মানুষ, রোবট নই। পাকিস্তানের সঙ্গে আমরা রোজ খেলি না, তাই একটা বাড়তি চাপ তো থাকেই। ওটা অস্বীকার করার জায়গা নেই।"

> **সলমন যখন চেয়েছে, তখন তো খেলাতেই হবে! ও আবদার করেছে, আমরা কি আর ফেলতে পারি?**
>
> **-সূর্যকুমার যাদব**
> অভিষেক শর্মাকে খেলানো প্রসঙ্গে

কিন্তু সেই চাপ কি মাঠের বাইরের সৌজন্যেও প্রভাব ফেলবে? টসের সময় কি এশিয়া কাপের মতো দুই অধিনায়ককে হাত মেলাতে দেখা যাবে না? এই প্রশ্নেই সূর্যের মুখে কুলুপ। রহস্য জিইয়ে রেখে বললেন, "হাত মেলানো হবে কি না, সেটা দেখার জন্য আরও ২৪টা ঘণ্টা অপেক্ষা করুন না!" আর দ্বিপাক্ষিক সিরিজ? সেখানেও সোজাসাপ্টা জবাব, "ওটা আমার হাতে নেই। যখন আমি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জায়গায় থাকব, তখন জানাব।"

বাইরে তখন ঝিরঝির বৃষ্টি শুরু হয়েছে। গ্রাউন্ডসম্যানরা দৌড়াদৌড়ি করছেন। কিন্তু প্রেস কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সূর্যের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বলে দিচ্ছিল—পিচ যেমনই হোক, সিলেবাসের বাইরের প্রশ্ন আসুক বা বৃষ্টি নামুক, তিনি তৈরি।

টি২০ বিশ্বকাপে আজ

ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম নেপাল
সকাল ১১টা, মুম্বই

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বনাম নামিবিয়া
বিকাল ৩টা, চেন্নাই

ভারত বনাম পাকিস্তান
সন্ধ্যা ৭টা, কলম্বো

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

বড় জয় আইরিশদের

কলম্বো, ১৪ ফেব্রুয়ারি : টি২০ বিশ্বকাপে ওমানকে ৯৬ রানে হারাল আয়ারল্যান্ড। শনিবার কলম্বোতে প্রথমে টসে জিতে আইরিশদের ব্যাট করতে পাঠায় ওমান। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ২৩৫ রানের বিশাল ইনিংস খাড়া করে আয়ারল্যান্ড। প্রথম তিন ব্যাটার টিম টেক্টর (৫), রস আদেইর (১৪), হ্যারি টেক্টর (১৪) ব্যর্থ হলেও আয়ারল্যান্ডের ইনিংসকে টেনে নিয়ে যান অধিনায়ক লোরকান টাকার (অপরাজিত ৯৬) ও গ্যারেথ ডেলানি (৫৬)। পরের দিকে জর্জ ডকরেল (অপরাজিত ৩৫) ঝোড়ো ইনিংস খেলে দলের ইনিংস দুশোর গণ্ডি পার করেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ১৮ ওভারে ১৩৯ রানেই শেষ হয় ওমানের ইনিংস। আমির কালিং (৫০) ও হামিদ মির্জা (৪৬) ছাড়া কেউ বড় রান পাননি।

নেওয়া হচ্ছে না চার্চিলকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : চার্চিল ব্রাদার্সকে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে না নেওয়ার সিদ্ধান্তই বহাল রইল। এফসি গোয়া এবং স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি চিঠি দিয়ে চার্চিল ব্রাদার্সকে নেওয়ার জন্য আবেদন করে এআইএফএফ-এর কাছে। এদিন এছাড়া আই লিগের সূচি ঘোষণার কথাও বলা হয়।

প্রেম দিবসে সলমনের গুগলি

কলম্বো, ১৪ ফেব্রুয়ারি : ক্যালেন্ডার বলছে আজ প্রেম দিবস। কিন্তু আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামের প্রেস কনফারেন্স রুমে বসে 'প্রেম'-এর ছিটেফোঁটাও অনুভব করা গেল না। বরং পাক অধিনায়ক সলমন আলি আঘা সংবাদমাধ্যমের সামনে যা করলেন, তাকে স্রেফ 'গুগলি' বলা চলে। প্রশ্ন ছিল সহজ- আগামীকাল কি সূর্যকুমার যাদবদের সঙ্গে হাত মেলাবেন? জবাব এল দুই রকম! প্রথমে বললেন, 'ক্রিকেটীয় স্পিরিট বজায় থাকবে'। আর যাওয়ার আগে বোমা ফাটালেন, 'কাল মাঠে গিয়ে ঠিক করব!' ব্যস, ম্যাচের ২৪ ঘণ্টা আগেই বিতর্ক জিইয়ে রাখল পাকিস্তান।

কলম্বোর আবহাওয়ার মতোই পাক অধিনায়কের মেজাজ- কখনও রোদ, কখনও মেঘ। সকালে চড়া রোদ থাকলেও দুপুরে পাকিস্তান যখন প্র্যাকটিসে নামল, আকাশ তখন কালো মেঘে ঢাকা। ফ্লাডলাইটের নীচে বাবর আজমদের প্র্যাকটিস সেশন অবশ্য বেশ চনমনে। নেটের পাশে শাহিন শা আফ্রিদি আর 'মিস্ট্রি স্পিনার' উসমান তারিককে দীর্ঘক্ষণ কথা বলতে দেখা গেল।

এই উসমানই এখন ভারতের মাথাব্যথা, আবার পাকিস্তানের 'তুরুপের তাস'। তাঁর বোলিং অ্যাকশন নিয়ে ভারতীয় মিডিয়ায় হাজারো প্রশ্ন। কিন্তু সলমন আজ সোজা ব্যাটে খেললেন। ভারতীয় সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে সাফ বলে দিলেন, 'উসমান আমাদের ট্রাম্প কার্ড। আইসিসি দুইবার ওকে ক্লিয়ারেন্স দিয়েছে। কে কী বলল, তাতে উসমানের বা দলের কিছু যায় আসে না।'

প্রেমাদাসার পিচ নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও সলমন মানছেন স্পিনাররা দাপট দেখাবে। তবে বৃষ্টির ভ্রূকুটি রয়েছে। সলমন জানালেন, ওভার কমলে কী 'প্ল্যান বি', তাও তৈরি। কিন্তু প্রেস কনফারেন্সে হাসির রোল উঠল তাঁর একটা কথায়। ভারতের বিরুদ্ধে হারের রেকর্ড আর চাপ নিয়ে প্রশ্ন করতেই সলমনের সরস জবাব, 'চাপ তো আছেই, দেখছেন না আমার দাড়ির চুলগুলো সাদা হতে শুরু করেছে!' তবে ইতিহাস যে বদলানো যায় না, সেটা মেনে নিয়েও তাঁর দাবি, এবার নতুন কিছু হতে পারে।

করমর্দন নিয়ে ধোঁয়াশা

কী চিন্তায় ডুবে সলমন আলি আঘা ও কোচ মাইক হেসন? শনিবার।

এত সবের মধ্যেও সৌজন্যের নজিরও থাকল। ভারতের তরুণ ওপেনার অভিষেক শর্মার অসুস্থতা নিয়ে পাক অধিনায়কের মন্তব্য, 'চাই অভিষেক সুস্থ হয়ে কাল মাঠে নামুক। আমরা ভারতের সেরা টিমের সঙ্গেই খেলতে চাই।' কখনও রসিকতা, কখনও খোঁচা, আবার কখনও প্রচ্ছন্ন হুমকি। প্রেম দিবসের দুপুরে কলম্বোর আকাশে বৃষ্টির মেঘ জমলেও, ম্যাচের উত্তাপ কিন্তু বাড়িয়ে দিয়ে গেলেন সলমন। মহারণের 'রিংটোন'টা কিন্তু সেট হয়ে গেল আজই।

শুরুতেই স্কটল্যান্ডকে জোড়া ধাক্কা দেওয়া জোফ্রা আর্চারকে নিয়ে উচ্ছ্বাস ইংল্যান্ডের। ইডেন গার্ডেন্সে শনিবার। ছবি : ডি মণ্ডল

ব্যানটন-রশিদে বিদ্ধ স্কটিশরা

স্কটল্যান্ড-১৫২ ইংল্যান্ড-১৫৫/৫

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : রথ দেখা আর কলা বেচা।

ভ্যালেন্টাইন ডে-র ইডেন গার্ডেন্সের ছবিটা অনেকটা সেই রকমই। প্রিয় মানুষকে নিয়ে নন্দনকাননে বসে টি২০ বিশ্বকাপের স্বাদ নেওয়া! সুযোগ হাতছাড়ায় রাজি নয় অনেকেই। দুইয়ে দুইয়ে চার। প্রেমদিবসে নিরপেক্ষ দুই দেশের ম্যাচ দেখতে ইডেন গার্ডেন্সে হাজির ৪১ হাজারের বেশি ক্রিকেটপ্রেমী! লেজার শো, ম্যাচের মাঝে আলো-আঁধারিতে মোবাইল লাইটে তৈরি হওয়া রঙিন দৃশ্য। দুই দলের জন্য যদিও সেই রোমান্টিকতায় গা ভাসানোর ফুরসত ছিল না। 'জিততে হবে পরিস্থিতি'।

আদিল রশিদের (৩৬/৩) লেগস্পিন পরীক্ষা নিল স্কটিশ ব্যাটারদের। শুরুতে জোফ্রা আর্চার (২৪/২), মাঝে রশিদ—স্পিন-পেসের জাঁতাকলের মধ্যে লড়াই বলতে রিচি বেরিংটনের অধিনায়কোচিত ৩২ বলে ৪৯। ওপেনার মাইকেল জোনস করেন ৩৩। যার সুবাদে কোনোক্রমে দেড়শো পার।

১৫৩ রানের জয়লক্ষ্য। শক্তিশালী ইংল্যান্ড ব্যাটিংয়ের জন্য তুলনামূলক সহজ টার্গেট। যদিও ইনিংসের শুরুটা বেশ নাটকীয়। ২ ওভারের মধ্যেই ডাগআউটে তারকা ওপেনারদ্বয় ফিল সল্ট (২) ও জস বাটলার (৩)। ১৩/২, অঘটনের গন্ধ ইডেনজুড়ে। কিন্তু জ্যাকব বেথেল (৩২) ও টম ব্যানটন (৪১ বলে ৬৩) ৬৬ রানের জুটিতে ফের অঙ্ক বদল। স্পিনারদ্বয় অলিভার ডেভিডসন, মাইকেল লিস্কের জোড়া ধাক্কায় ৭৯/২ থেকে হঠাৎ ৮৬/৪--ডাগআউটে বসে থাকা হ্যারি ব্রুকদের হেডস্যার ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের চোখেমুখে চিন্তার ছাপ। ব্যানটনের দায়িত্বশীল ব্যাটিং যা দূর করে। চেষ্টা করেও যে কাঁটা সরাতে পারেনি স্কটিশ বোলাররা। স্যাম কুরান (২৮), উইল জ্যাকসরা (অপরাজিত ১৬) গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ক্যামিও ইনিংস খেলেন। নিটফল, অঘটনের সম্ভাবনাকে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে ইডেন দখল ইংল্যান্ডের।

গুরুত্ব নয় বিতর্কিত 'পাক' স্পিনারকে

মহারণে সৌরভের বাজি টিম ইন্ডিয়াই

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : রাত ফুরোলেই কলম্বোর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে ভারত-পাকিস্তান হাইভোল্টেজ ম্যাচ। যার রেশ এদিন ইডেনেও। ইংল্যান্ড-স্কটল্যান্ড দ্বৈরথের মাঝেও আলোচনায় কলম্বোর রবিবাসরীয় টক্কর। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও তার ব্যতিক্রম নন।

ম্যাচের শুরু থেকে সিএবি সভাপতি ইডেনে উপস্থিত। ইনিংস ব্রেকে উন্মোচন করলেন টি২০ বিশ্বকাপ উপলক্ষ্যে সিএবি-কলকাতা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত বইয়েরও। বাদ গেল না কালকের ভারত-পাক ম্যাচ নিয়ে সৌরভের মূল্যবান ভবিষ্যদ্বাণী। মহারাজের সাফ কথা, ভারত ফেভারিট। অনেকটাই এগিয়ে নামবে কালকে।

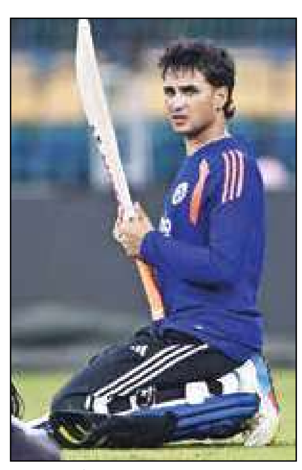

টি২০ বিশ্বকাপ উপলক্ষ্যে বই প্রকাশে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কলম্বোয় অভিষেক শর্মা। সৌরভ মনে করছেন অভিষেককে না পেলেও সমস্যা হবে না ভারতীয় দলের।

সৌরভের মতে, ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে ক্রিকেটীয় ব্যবধান ক্রমশ বাড়ছে। আগের মতো শক্তিশালী নয় বর্তমান পাকিস্তান দল। সলমান আলি আঘাদের দলে ইনজামাম উল হক, ওয়াসিম আক্রমের মতো ক্রিকেটার কোথায়? তবে অফফর্মে থাকলে বাবর আজমকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। মহারাজের সতর্ক পূর্বাভাস, বাবর দক্ষ ক্রিকেটার, হালকাভাবে নেওয়ার উপায় নেই।

বিতর্কিত স্পিনার উসমান তারিককে নিয়ে অবশ্য বাড়তি গুরুত্ব দিতে নারাজ। সৌরভ বলেন, 'অফস্পিনার তো। কোনও অসুবিধা হবে না। ও তো শুধু বলটা করার আগে কিছুটা থমকে যায়। ব্যাস এটুকুই। ঠিক মানিয়ে নেবে ভারতীয় ব্যাটাররা।' আস্থার সুর পুরো সূর্য ব্রিগেডকেই নিয়ে। দাবি, ব্যাটিং-বোলিং, অলরাউন্ডার—এই ভারতীয় দলের ভারসাম্য খুব ভালো।

প্রথম দুই ম্যাচে সহজ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বড় জয় এসেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে টপঅর্ডারের ব্যর্থতাটুকু বাদ দিলে পারফেক্ট ক্রিকেট। সৌরভের বিশ্বাস, গৌতম গম্ভীররা কোনও পরিবর্তনের পথে হাঁটবে না। প্রেমদাসার তুলনামূলক স্পিন সহায়ক পিচে ম্যাচ হলেও বাড়তি স্পিনার হিসেবে কুলদীপ যাদবকে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন না। মহারাজের মতে, প্রয়োজনে তিলক ভার্মা, অভিষেক শর্মারা দু-এক ওভার স্পিন করে দেবে।

অভিষেক শর্মাকে নিয়ে অবশ্য টানাপোড়েন রয়েছে। আদৌ কতটা ফিট, কাল খেলবেন কিনা, তা পরিষ্কার নয় এখনও। অভিষেককে দলের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ মানলেও সৌরভের যুক্তি, 'দল কোন একজনের ওপর নির্ভর করে না। অভিষেককে যদি শেষপর্যন্ত নাও পাওয়া যায়, অসুবিধা হবে না পাকিস্তানের গাঁট অতিক্রম করতে।'

ম্যাকলারেন ম্যাজিক! জয়যাত্রা শুরু মোহনবাগানের

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-২
(ম্যাকলারেন, অ্যালড্রেড)
কেরালা ব্লাস্টার্স-০

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : জয়যাত্রা শুরু মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। প্রেম দিবসে সবুজ-মেরুন সমর্থকদের ভালোবাসায় বাঁধা পড়লেন সের্জিও লোবেরা।

অবশেষে বল গড়াল আইএসএলে। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের সবুজ ঘাসে প্রাণের সঞ্চার হল জেমি ম্যাকলারেন, রবসন রোবিনহোদের ছবির মতো ফুটবলে। শনিবার আইএসএলের উদ্বোধনী ম্যাচে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে গোটা ম্যাচজুড়েই মাঝমাঠ শাসন করল মোহনবাগান। ম্যাচ শেষে ফলাফল সবুজ-মেরুনের পক্ষে ২-০। প্রথম গোল ম্যাকলারেনের। শেষলগ্নে অপর গোলটি করলেন টম অ্যালড্রেড। তবে এই ফলাফলে সমর্থকদের প্রত্যাশা পূরণ হল কি?

রবসনের সক্রিয় ভূমিকায় শুরু থেকেই সচল রইল মোহনবাগানের বাঁ প্রান্ত। কখনও কাট করে ঢুকে পড়লেন, আবার কখনও ম্যাকলারেন, দিমিত্রিস পেত্রাতোসদের লক্ষ্য করে বল ভাসিয়ে দিলেন। ব্রাজিলিয় তারকা গোল লক্ষ্য করে শট নিলেন নিজেও। ১৩ মিনিটে ছোট্ট টোকায় রবসন বল বাড়ান দিমিকে। অজি তারকার শট অবশ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ২২ মিনিটে বক্সের সামনে থেকে অনিরুদ্ধ থাপার জোরালো শট অল্পের জন্য বার উঁচিয়ে বেরিয়ে যায়। মিনিট পাঁচেক পর আলবার্তো রডরিগেজ, মেহতাব সিংয়ের ভুল বোঝাবুঝির সুযোগে ফাঁকায় বল পেয়েছিলেন কেরালার ভিক্টর বার্তোমেউ। বিশাল অবশ্য বিশ্বস্ত হাতে তাঁকে আটকে দেন। প্রথম ৪৫ মিনিটে কেরালার পক্ষে ইতিবাচক সুযোগ ওই একটাই।

৩২ মিনিটে লিস্টন কোলাসোর বাঁ পায়ের ফ্রি-কিক কোনও মতে বিপন্মুক্ত করেন গোলরক্ষক শচীন সুরেশ। এদিন লিস্টনকে ডান প্রান্তে খেলান লোবেরা। নতুন পজিশনে মানিয়ে নিতে তাঁর যে সমস্যা হচ্ছে তা বেশ বোঝা গেল। ডান দিকটা সচল রাখতে বাড়তি দায়িত্ব নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন দিমি। শুধু তাই নয়, দলের প্রাণভোমরার মতো অনেকটা জায়গা জুড়েও খেললেন। কেরালা

গোলের পর উচ্ছ্বাস মোহনবাগানের জেমি ম্যাকলারেনের। ছবি : ডি মণ্ডল

শুরু থেকেই রক্ষণে ভিড় বাড়িয়ে মোহনবাগানকে বেঁধে রাখার চেষ্টায় ছিল। সেই প্রচেষ্টা অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ৩৬ মিনিটে সবুজ-মেরুনের পালে হাওয়া লাগালেন দিমি-জেমি জুটি। অভিষেক সিং টেকচামের পাস বক্সে পান পেত্রাতোস। সময় নষ্ট না করে ছোট্ট টোকায় ওই বল অজি সতীর্থকে দেন তিনি। তিন ডিফেন্ডারকে কার্যত ঘাড়ের ওপর নিয়ে বাঁ পায়ের মাটি ঘেঁষা শটে বল জালে পাঠান ম্যাকলারেন।

দ্বিতীয়ার্ধেও মোহনবাগান যেভাবে খেলল তাতে মনে হয়েছিল আরও গোল হবে। পরিবর্ত হিসাবে নেমেই সুযোগ পান অময় রানওয়াডে। বাম দিক থেকে অভিষেকের বাড়ানো বল বক্সে পান দিমি। তাঁর শট প্রতিহত হয়ে পৌঁছে যায় অময়ের পায়ে। তিনি অবশ্য শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি। মুহুর্মুহু সুযোগ নষ্টে চিন্তা ক্রমশ বাড়ছিল। শেষ মিনিট দশেক বাগান রক্ষণভাগকে যথেষ্ট চাপে ফেলে দেয় অপেক্ষাকৃত দুর্বল দল কেরালা। আশঙ্কার মেঘ আরও ঘনীভূত হয় কেরালার কেভিন ইয়ক মাঠে নামার পর। বেশ কয়েকবার বিপক্ষের বক্সেও পৌঁছে যান কেরালার কেভিন। গোল অবশ্য করতে পারেননি।

পরিস্থিতি বুঝে লোবেরাও একাধিক পরিবর্তন আনেন। শেষ বাঁশি বাজার একেবারে আগের মুহূর্তে কেরালা দুর্গ ভেঙে সবুজ-মেরুনের দ্বিতীয় গোলটি করলেন পরিবর্ত নামা অ্যালড্রেড। ডান দিক থেকে অনিরুদ্ধ থাপার ভেসে আসা ফ্রি-কিক জালে পাঠান স্কটিশ ডিফেন্ডার। ম্যাচ শেষে লোবেরা ও তাঁর দলকে ভালোবাসায় ভরালেন গ্যালারির হাজার ত্রিশ সবুজ-মেরুন সমর্থক। মোহনবাগানের এদিনের পারফরমেন্স দেখে এইটুকু বলাই যায়, যে অভিষেক ম্যাচে সম্মানের সঙ্গেই উত্তীর্ণ লোবেরা।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **সন্তোষ কুমার ব্যানার্জীর** শুভ জন্মদিনে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা, ভালো থেকো। **শুচিস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়,** উদয় শংকর সরণি, দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি, ওয়ার্ড নং-৩০, দার্জিলিং।

কলম্বোর বারুদে ক্রিকেট 'নিখোঁজ'

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ICC MEN'S T20 WORLD CUP INDIA & SRI LANKA 2026

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলম্বো, ১৪ ফেব্রুয়ারি : কলম্বোর আকাশে মেঘের ঘনঘটা, নাকি দুই দেশের সম্পর্কের ছায়া—বোঝা দায়। কাল রবিবার, টি২০ বিশ্বকাপের সেই বহুপ্রতিক্ষিত মেগা ম্যাচ। অথচ আর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামের আশপাশে কান পাতলে সেই চেনা 'ক্রিকেটিং' উত্তেজনাটা উধাও। বিশ্বাস করুন, কলম্বোতে পা রেখে মনে হচ্ছে, আমরা যেন কোনও ক্রিকেট ম্যাচ কভার করতে আসিনি, এসেছি এক 'কোল্ড ওয়ার'-এর সাক্ষী হতে। বাইশ গজের রোমাঞ্চকে কবেই গিলে খেয়েছে রাজনীতির দাবা খেলা।

একটা সময় ছিল, যখন ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই ছিল বিশুদ্ধ স্নায়ুযুদ্ধ, কিন্তু সেটা ছিল ক্রিকেটীয়। ফ্যানদের রাতের ঘুম কেড়ে নিত নির্ভেজাল সব প্রশ্ন—সুনীল গাভাসকার কি পারবেন ইমরান খানের ইন-সুইংগার সামলাতে? ওয়াসিম আক্রাম বাউন্সার দিলে শচীন কি সেটা গ্যালারিতে ফেলবেন? নাকি শাহিন আফ্রিদির ইন-সুইংয়ে রোহিত শর্মার কব্জির মোচড় শেষ কথা বলবে? সেই ফ্যান্টাসি, সেই ভয়—সবই ছিল ক্রিকেটকে ঘিরে।

কিন্তু আজ? কলম্বোর এই নিরপেক্ষ ভেনুতে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে, ফ্লাডলাইটের নীচে চির-পরিচিত নীল সবুজ জার্সির আড়ালে আসলে চলছে এক ছায়াযুদ্ধ। গত এশিয়া কাপ থেকেই এই বদলটা বড্ড চোখে পড়ছে। রবিবারের ম্যাচের আগে এখানে আলোচনা হার্দিক পান্ডিয়া বা সাহিবজাদা ফারহানের ফর্ম নিয়ে হচ্ছে না। হচ্ছে সম্পূর্ণ অ-ক্রিকেটীয় সব বিষয় নিয়ে—ম্যাচ শেষে কি দুই দলের ক্রিকেটাররা হাত মেলাবেন? প্রেস কনফারেন্সে সূর্যকুমার যাদব কি সেনাকে স্যালুট ঠুকবেন? পাকিস্তানি বোলাররা কি উইকেট পাওয়ার পর ফাইটার জেটের মতো ওড়ার ভঙ্গি করবে, নাকি ব্যাটটাকে বন্দুকের মতো তাক করবে?

ক্রিকেট এখন আর খেলা নেই, হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজনৈতিক ইগোর লড়াই। এই তো কয়েকদিন আগের কথা। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ তো প্রায় ম্যাচটাই বাতিল করে দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানোর দোহাই দিয়ে বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, 'আমরা খুব ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' ওদিকে ভারতেও একদল বলে উঠল, 'ব্যাস, খেলার দরকার নেই।' দুই পারেই তখন চরম অবিশ্বাস, আর ক্রিকেট সেখানে বলির পাঁঠা।

তারপর? সেই চেনা ইউ-টার্ন! প্রেস্টিজ ম্যাচের এক সপ্তাহরও কম সময় আগে জানা গেল, বয়কট টয়কট সব ফালতু। আসলে অর্থনীতিই শেষ কথা। রাজনৈতিক ফাঁকা আওয়াজ চুপসে গেল টাকার গরমে। কিন্তু এই যে রাজনীতিবিদরা ফ্যানদের আবেগ নিয়ে ছিনিমিনি খেললেন, তার জবাব কে দেবে?

বাইশ গজের লড়াইয়ে বল হাতে গোলাগুলি চালাতে তৈরি হচ্ছেন জসপ্রীত বুমরাহ ও শাহিন শাহ আফ্রিদি।

এই বিষাক্ত আবহে ক্রিকেটারদের অবস্থাটা একবার ভাবুন। গত এশিয়া কাপে ট্রফি ছাড়া ফেরা ভারতীয় দলের কয়েকজন অফ-দ্য-রেকর্ড বলছিলেন, ড্রেসিংরুমে এখন আর স্ট্র্যাটেজি নিয়ে কথা হয় না, কথা হয়—মাঠে কীভাবে 'বিহেভ' করতে হবে তা নিয়ে। প্রতিপক্ষকে দেখে হাসলে বা ভালো শটের প্রশংসা করলে এখন 'দেশদ্রোহী' তকমা জুটতে পারে। আবার বেশি অ্যাগ্রেসিভ হতে গেলেও বিপদ।

ইতিহাস সাক্ষী, এই ডার্বিতে মেজাজ হারালেই পতন অনিবার্য। ১৯৯৬ বিশ্বকাপের সেই দৃশ্য মনে আছে? ভেঙ্কটেশ প্রসাদকে চার মেরে আমির সোহেল ব্যাট দেখিয়ে বলেছিলেন, 'আবার মারব।' ঠিক পরের বলেই বোল্ড! সোহেল আজ ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে, আর প্রসাদ কিংবদন্তি। শিক্ষাটা পরিষ্কার—এটা ক্রিকেট, যুদ্ধক্ষেত্র নয়। কিন্তু এই প্রজন্মের হ্যারিস রউফরা সেই শিক্ষা নেননি। গ্যালারির উস্কানিতে তিনিও এশিয়া কাপে 'ফাইটার জেট' হতে গিয়েছিলেন, ফল? তিলক বর্মা তাঁকে পিটিয়ে ছাতু করে দিয়েছিলেন। ফাইনালে খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন রউফ।

চিন্তা হয় এই প্রজন্মের তরুণদের নিয়ে। ঈশান কিষান বা শুভমান গিলদের মতো তরুণরা, যাঁরা আগামী কয়েক বছর এই প্রেসার কুকারে খেলবেন। ঈশান এমনিতে বেশ আমুদে, আবার মেজাজও চড়া। যদিও তিনি দাবি করছেন, 'গোতি ভাই আমাকে বদলে দিয়েছেন। এখন আমি শান্ত।' সাংবাদিকরা শুনে মুচকি হেসেছেন। সত্যিই কি তাই? রবিবার যখন শাহিন বা সলমন মির্জা বাউন্সার দিয়ে তাঁর মাথার দিকে তাক করবেন, তখন কি ঈশান মাথা ঠান্ডা রাখতে পারবেন? নাকি পুরোনো আবেগের বিস্ফোরণ ঘটবে?

আসলে, ভারত-পাক ম্যাচ এখন এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে, যেখানে ভাবলেশহীন থাকাই আদর্শ। কেউ হাসবে না, কেউ কাঁদবে না, শুধু রোবটের মতো খেলে যাবে। রাজনীতির কালো চশমায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে ক্রিকেটের সতেজ সবুজ। কলম্বোর বুকে দাঁড়িয়ে তাই আক্ষেপ হচ্ছে—লড়াইটা আছে, কিন্তু ক্রিকেটের সেই আত্মাটা বোধহয় আর নেই। রবিবার ম্যাচ হবে, হয়তো কেউ জিতবে, কিন্তু ক্রিকেট কি জিতবে? উত্তরটা কলম্বোর হাওয়ায় ভাসছে।

নেটে উসমানকে নকল সূর্যের

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ICC MEN'S T20 WORLD CUP INDIA & SRI LANKA 2026

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলম্বো, ১৪ ফেব্রুয়ারি : আকাশের মুখ ভার। সন্ধ্যার আর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে তখন গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিও শুরু হয়েছে। সবে নেটে ব্যাটিং করতে ঢুকেছেন ঈশান কিষান।

একাধিক স্থানীয় নেট বোলার তাঁকে বল করার জন্য তৈরি। এমন সময় ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব সেখানে হাজির হলেন। হাতে বল তুলে নিলেন। শুরু করলেন বোলিং। অবিকল উসমান তারিকের মতো। সোজাকথায়, সতীর্থ ঈশানকে তাঁর অধিনায়ক উসমানের ঢংয়ে বোলিং করে প্র্যাকটিশের সুযোগ করে দিলেন। অন্তত আট-দশটা বল করলেন উসমানকে নকল করে।

ভারত অধিনায়কের বোলিং দেখে হইচই সাংবাদিকদের। পাকিস্তানের সাংবাদিকরাও অবাক। যদিও তার জন্য ভারত অধিনায়কের কোনও হেলদোল রয়েছে বলে মনে হল না। কেনই বা থাকবে? পাকিস্তানকে তাদের অস্ত্রেই জবাব দেওয়ার মহড়া নিয়ে সন্ধ্যার অনুশীলনে টিম ইন্ডিয়া বুঝিয়ে দিয়েছে, মহারণের পাশে উসমান চ্যালেঞ্জ নিতে তৈরি দল। রক্তচাপ কিন্তু বাড়তে শুরু করেছে দুনিয়ার।

উসমান তারিকের অ্যাকশনে বল করে সতীর্থদের প্রস্তুতিতে সাহায্য সূর্যকুমারের।

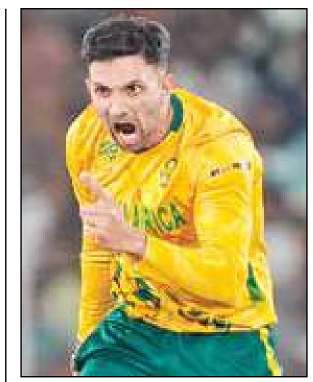

গ্লেন ফিলিপসকে আউট করে কেশব মহারাজ।

তিনে তিন দক্ষিণ আফ্রিকা

আহমেদাবাদ, ১৪ ফেব্রুয়ারি : টি২০ বিশ্বকাপে জয়ের হ্যাটট্রিক করে ফেলল দক্ষিণ আফ্রিকা। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৭ উইকেটে জিতে 'ডি' গ্রুপ থেকে সুপার এইটে পৌঁছানোও কার্যত তারা নিশ্চিত করে ফেলল। প্রথমে নিউজিল্যান্ড ৭ উইকেটে ১৭৫ রান করে। টিম সেইফার্ট এদিন ১৩ রানেই ফিরে যান। বড় রান আসেনি মার্ক চ্যাপম্যান (৪৮), ড্যারিল মিচেল (৩২), ফিন অ্যালেনের (৩১) ব্যাটে। ৪০ রান খরচ করলেও মার্কো জানসেনের ৪ শিকার কিউয়ি ব্যাটিংয়ের ছন্দ নষ্ট করে দেয়। জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকা ১৭.১ ওভারে ৩ উইকেটে ১৭৮ রান তুলে নেয়। অধিনায়ক আইডেন মার্করাম ৪৪ বলে ৮৬ রানে অপরাজিত থাকেন।

জামশেদপুরে লড়াইয়ের শপথ আজ মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : স্বদেশী ব্রিগেড নিয়েও আত্মবিশ্বাসী মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব যাত্রা শুরু করতে চলেছে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে। জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে খেলতে এদিনই স্টিল সিটিতে পৌঁছে গেল সাদা-কালো বাহিনী।

এই মরশুমে মহমেডান আক্ষরিক অর্থেই ভারতীয় ব্রিগেড। শুধু ফুটবলারই নয়, কোচও দেশি। আর এই নিয়েই লড়াইয়ের প্রতিশ্রুতি মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর। ট্রান্সফার ব্যানের জন্য বিদেশি নেওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু তাতে ঘাবড়ে যাচ্ছেন না গৌরব ভোরারা। দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের মন্তব্য, 'বিদেশি থাকলেও আমরা ১০০ শতাংশ দিতাম। এখন যে নেই, তাতেও আমরা নিজেদের সেরাটাই দেব। পরিস্থিতি ওতে বদলে যাবে না। আর ওদের চ্যাম্পিয়ন কোচ আছেন বলে তো বাড়তি তাগিদ থাকবে নিজেদের সেরা প্রমাণ করার।' জামশেদপুরকে আগে চ্যাম্পিয়ন করা কোচ ওয়েন কোয়েল এবার ফের দায়িত্বে দলের। মেহরাজ ছেলেদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিলেও নিজে মাটিতেই পা রাখতে পছন্দ করেন। তিনি বললেন, 'ওদের দলে মাদিহ তালাল, লাজারো সিরকোভিচ, মেসি বাউলি, স্টিফেন এজেদের মত আইএসএলে খেলা ভালো বিদেশিরা আছে। তাই আমাদের কাজটা খুবই কঠিন। কিন্তু আমাদের হাল ছাড়লে চলবে না। যা আছে তাই দিয়েই নিজেদের প্রমাণ করতে হবে।' গত মরশুমের শেষদিকে বিনিয়োগকারীর চলে যাওয়া আর পরে ট্রান্সফার ব্যানের জন্য দল গঠন করা যায়নি। একইসঙ্গে মাত্র ১৫ দিনের প্রস্তুতিতে খেলতে হচ্ছে। যে সময়টা যথেষ্ট নয় বলে মনে করছেন মেহরাজ।

শেষ ষোলোয় চেলসি

লন্ডন, ১৪ ফেব্রুয়ারি : এফএ কাপের শেষ ষোলোয় উঠল চেলসি। এফএ কাপের চতুর্থ রাউন্ডে চেলসি ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে হাল সিটিকে। হ্যাটট্রিক করেন পেড্রো নেটো। অপর গোলটি এস্তেভাওয়ের। এই ম্যাচে প্রথম একাদশে সাতটি পরিবর্তন করেছিলেন চেলসি কোচ লিয়াম রোজেনিয়র। কোল পামার, এনজো ফার্নান্ডেজ, জোয়াও পেড্রোর মতো তারকাদের দলেই রাখেননি তিনি। তারপরেও হাল সিটির বিরুদ্ধে বড় জয় পাওয়ায় খুশি চেলসির কোচ রোজেনিয়র।

হার প্যারিস সাঁ জাঁ-র

প্যারিস, ১৪ ফেব্রুয়ারি : প্যারিস সাঁ জাঁ-র জয়ের রথ থামিয়ে দিল রেনেঁ। শুক্রবার ঘরের মাঠে তাদেরকে ৩-১ গোলে রেনেঁ বশ মানিয়েছে। জয়ী দলের হয়ে গোল করেন মুসা আল তামরি, এস্তেবান লেপুল ও ব্রিল এমবোলো। পিএসজি-র গোলটি ওসমানে ডেম্বেলের। ডেম্বেলে বলেছেন, 'এই ম্যাচটা জেতা উচিত ছিল। পরের ম্যাচগুলিতে দলগত পারফরমেন্স করতে হবে।'

জম্মুর গাঁট পেরোতে টিমগেমে ভরসা বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ১৪ ফেব্রুয়ারি : ১৯৮৯-'৯০।

শেষবার রনজি ট্রফি জয়ের স্বাদ পেয়েছিল বাংলা। পরবর্তী সাড়ে তিন দশকে একটা করে মরশুম গিয়েছে, বেড়েছে হতাশার তালিকা। মাঝে বেশ কয়েকবার ফাইনালে উঠেও কাপ আর ঠোঁটের মধ্যে ব্যবধান ঘোচেনি। এবার সেই হতাশার ক্ষতে প্রলেপ লাগাতে বদ্ধপরিকর লক্ষ্মীরতন শুক্লার প্রশিক্ষণাধীন বাংলা দল।

লক্ষ্যটা পরিষ্কার। দীর্ঘ অপেক্ষার অবসানে আর দুটো জয়। আগামীকাল লক্ষ্যপূরণের প্রথম ধাপে জম্মু ও কাশ্মীরের (সেমিফাইনালে) বিরুদ্ধে খেলতে নামছে বাংলা। চলতি রনজি ট্রফিতে এখনও পর্যন্ত অপরাজিত অভিমন্যু ঈশ্বরণরা। ঘরের মাঠে খেলার সুবিধাকে সঙ্গে নিয়ে ভূস্বর্গের চ্যালেঞ্জে উতরে যাওয়ার আত্মবিশ্বাস। শনিবার সকালের প্র্যাকটিসে সেই মেজাজ ধরা পড়ল।

মহম্মদ সামি গতকাল রাতে দলের সঙ্গে যোগ দেন। এদিন অনুশীলনেও নেমে পড়েন। বেশিরভাগ সময়ই অবশ্য শর্ট রানআপে বোলিং করলেন। শক্তিটা বাঁচিয়ে রাখলেন। চোট সারিয়ে মাঠে ফেরার পর ঘরোয়া ক্রিকেটে স্বমেজাজে রয়েছেন। রনজিতে এখনও ৬ ম্যাচে ২৮ উইকেট নিয়েছেন। কোয়ার্টার ফাইনালে অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে সামির পারফরম্যান্সের প্রশংসা করেন কল্যাণীতে উপস্থিত অন্যতম নির্বাচক রুদ্রপ্রতাপ সিং।

আরও একটা-দুটো সাফল্যে বন্ধ দরজাটা খোলার দাবি জোরদার করবে। সামির সঙ্গে মুকেশ কুমার, আকাশ দীপ সহ পেস সমৃদ্ধ প্রেস ব্রিগেড তুরুপের তাস। দলের ভারসাম্য বাড়াচ্ছে একমাত্র স্পিনার শাহবাজ আহমেদের ব্যাটিংও। কোয়ার্টার ফাইনালে জয়ী দলে কাঁটাছেঁড়ার সম্ভাবনা নেই।

মধ্যপ্রদেশকে হারিয়ে পরস ডোগরার নেতৃত্বাধীন জম্মু ও কাশ্মীর প্রথমবার শেষ চারে পা রেখেছে। ইতিহাসকে আরও রঙিন করাই পাখির চোখ। আকিব নবি দারের পেস-সুইং (১০ ম্যাচে ৫২ উইকেট), যুধবীর সিংয়ের অলরাউন্ড দক্ষতা বাংলার পথে কাঁটা হতে পারে। হেডকোচ লক্ষ্মীরতন যদিও আকিব বা কোনও একজনকে নিয়ে ভাবতে নারাজ। জানান, তাঁদের ভাবনায় পুরো জম্মু ও কাশ্মীর। ভুল বলেননি। অভিজ্ঞ ডোগরার ব্যাটিং, রানের মধ্যে থাকা শুভম খাজুরিয়া, কানহাইয়া ওয়াধাবনরা (১০ ম্যাচে ৬৪২) অনেক অঙ্ক উলটে দিতে সক্ষম।

ফেভারিট হিসেবে নামলেও লক্ষ্মীর কথায়, দেশের সেরা চার দল সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে। আত্মতুষ্টিতে ভোগার কোনও জায়গা নেই। পিচ নিয়েও ভাবতে নারাজ। হার্ড পিচ। সবুজ ঘাসের আভা। অভিমন্যুদের হেডস্যারের যুক্তি, পিচ, পরিস্থিতি যে রকমই হোক না কেন, সাফল্য পেতে হলে পারফর্ম করতে হবে। অজুহাত খুঁজে লাভ নেই। আরও বলেছেন, 'আমরা গত কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিক পারফর্ম করছি। এবার আরও ভালো করতে বদ্ধপরিকর। দল প্রস্তুত। আমরা আত্মবিশ্বাসী। নিজেদের দক্ষতা অনুযায়ী খেলাটাই মূল লক্ষ্য।'

জম্মুর তরফে এদিন কেউ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়নি। যুক্তি, তাঁদের ক্রিকেট সংস্থার তরফে এই রকমই নির্দেশ আছে। তবে খবর, বাংলার মতো তাঁরাও রুক্ষ আউটফিল্ড নিয়ে অসন্তোষ দেখিয়েছেন। পিচ কিউরেটারের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে আউটফিল্ডে জল দেওয়ার।

দুই শিবিরই প্রতিপক্ষকে ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে বুঝে নেওয়ার মেজাজ।

বিশালের ৬৬

পারডুবি, ১৪ ফেব্রুয়ারি : পারডুবি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট শনিবার থেকে শুরু হল। পারডুবি উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে প্রথম দিনের খেলায় সাইলেন্ট স্ট্রাইকার ২১ রানে হারিয়েছে ফায়ার ফ্যালকনকে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে স্ট্রাইকার ১২ ওভারে ৪ উইকেটে ১৫৩ রান করে। বিশাল বর্মন ৬৬ ও প্রলয় রায় ৫৩ রান করেন। জবাবে ফ্যালকন ১২ ওভারে ৯ উইকেটে ১৩২ রানে আটকে যায়। আশরাফুল ইসলাম ৫৫ রান ও অখিল সিদ্ধা ৩৬ রান করেন।

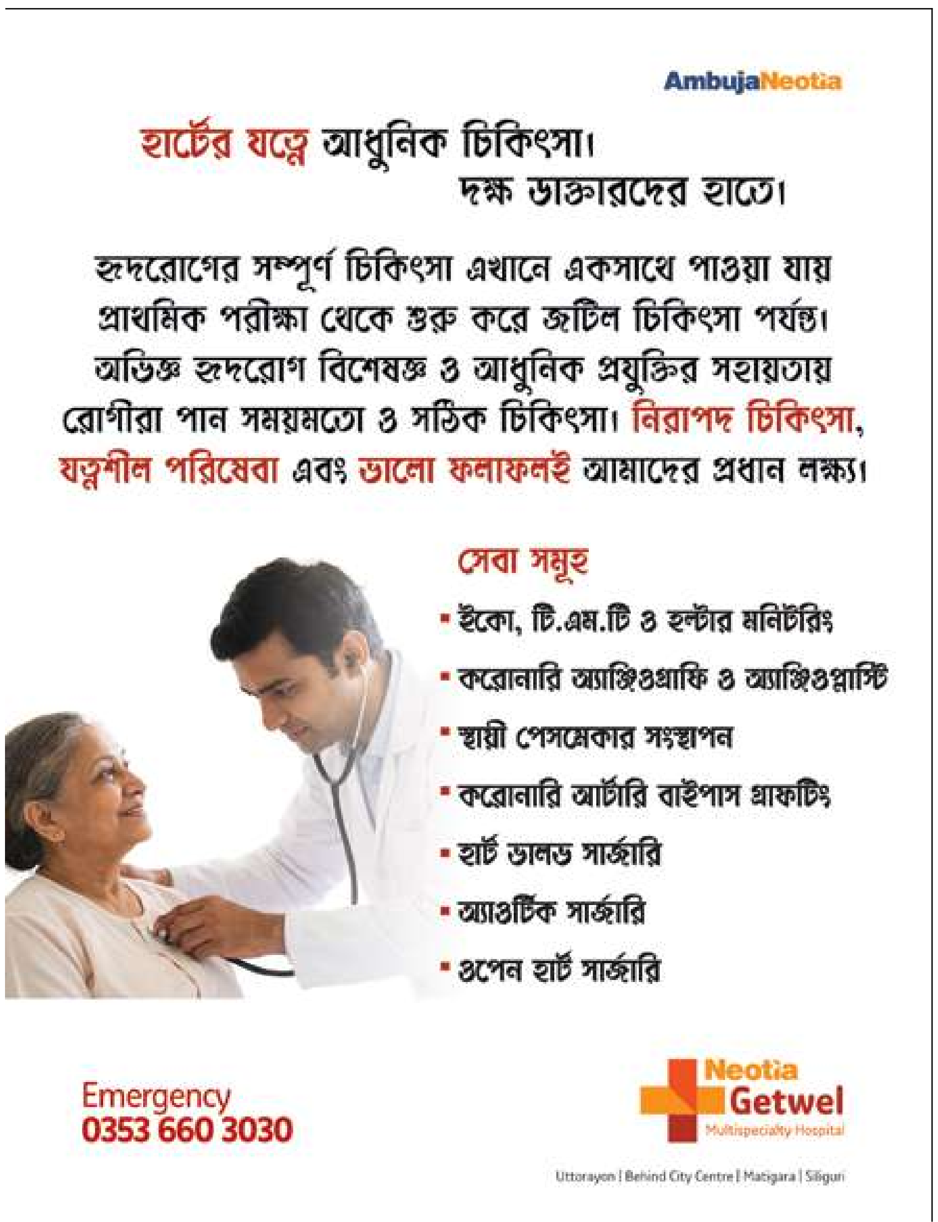

জয়ী ২০১৯, ২০২১ ব্যাচ

শীতলকুচি, ১৪ ফেব্রুয়ারি : জোড়পাটকি হাইস্কুলের রিইউনিয়ন ক্রিকেট শনিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে ২০১৯ মাধ্যমিক ব্যাচ ৫৪ রানে হারিয়েছে ২০২০ মাধ্যমিক ব্যাচকে। ২০১৯ প্রথমে ৬ উইকেটে ১৬৩ রান তোলে। ২০২০ জবাবে ৮ উইকেটে ১০৯ রানে আটকে যায়। ম্যাচের সেরা পাপাই মহন্ত। পরে ২০২১ মাধ্যমিক ব্যাচ ৩ উইকেটে জিতেছে ২০২২ মাধ্যমিক ব্যাচের বিরুদ্ধে। ২০২২ প্রথমে ৪ উইকেটে ১১৩ রান করে। ২০২১ জবাবে ৭ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা সুমন বর্মনের অবদান ৩৪ রান।

অনিমেষের ৪

তুফানগঞ্জ, ১৪ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেটে শনিবার নিউ প্রগতি সংঘ ৯৫ রানে হারিয়েছে চিলাখানা স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে। সংস্থার মাঠে নিউ প্রগতি প্রথমে ৩৫ ওভারে ৯ উইকেটে ২৪৫ রান তোলে। রজত নাগ ৫৫ ও অভিদীপ্ত বসু ৫৪ রান করেন। জবাবে চিলাখানা ৩৩.৩ ওভারে ১৫০ রানে থামে। ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা অনিমেষ অধিকারী। রবিবার মুখোমুখি হবে তুফানগঞ্জ বিবেকানন্দ ক্লাব ও নিউ প্রগতি সংঘ।

ফাইনালে ভাটিবাড়ি

তুফানগঞ্জ, ১৪ ফেব্রুয়ারি : ধলপল হাইস্কুলের মাঠে আয়োজিত ডিজিএম ক্রিকেট কাপের ফাইনালে উঠল ভাটিবাড়ি। সেমিফাইনালে তারা ৫ উইকেটে পারোকাটাকে হারিয়েছে। পারোকাটা প্রথমে ১০ ওভারে ৯ উইকেটে ৭০ রান করে। ৫ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা তপু দাস। জবাবে ভাটিবাড়ি ৫ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। তার আগে পারোকাটা কোয়ার্টার ফাইনালে হারায় শামুকতলাকে। অন্যদিকে, ভাটিবাড়ি জিতেছে ধলপল ডিজিএম ক্রিকেট ইলেভেনের বিরুদ্ধে।

জিতল পিচেরডাঙ্গা

কোচবিহার, ১৪ ফেব্রুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে শনিবার পুন্ডিবাড়ি পিচেরডাঙ্গা যুব সংঘ ৯ রানে হারিয়েছে দেওয়ানহাট কালীবাড়ি ইউনিটকে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে পিচেরডাঙ্গা ৩০ ওভারে ৯ উইকেটে ১২৪ রান তোলে। ম্যাচের সেরা বিভাস চক্রবর্তীর সংগ্রহ ৩৭ রান। স্বপ্নীল দাস ২০ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। জবাবে কালীবাড়ি ২৯ ওভারে ১১৫ রানে অল আউট হয়। রেহান জান্নাত ৪০ রান করেন। শংকর সরকার ১৬ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন। সোমবার খেলবে মাথাভাঙ্গা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা ও আননোন ক্লাব।